২য় বর্ষ

৯ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

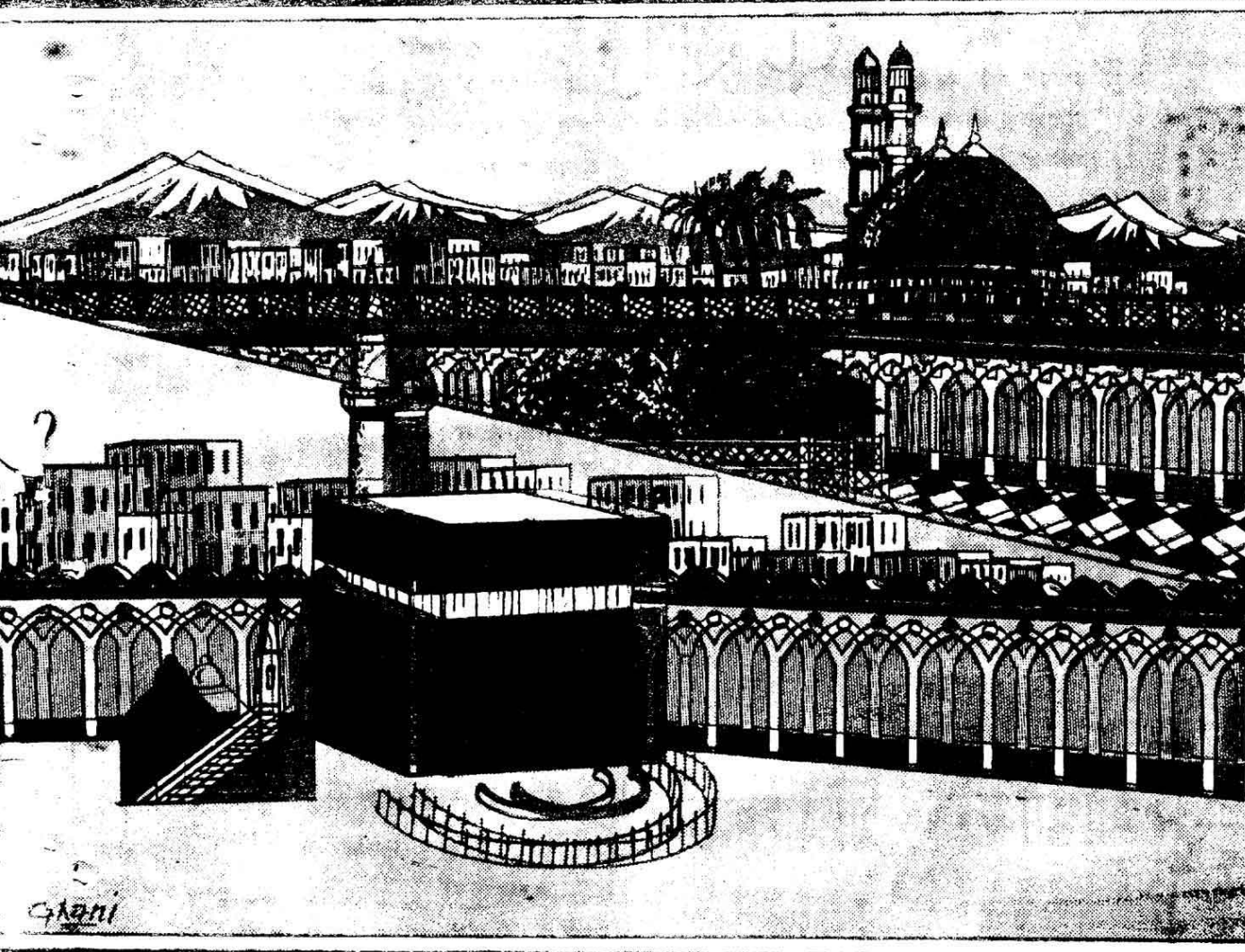

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

শা'বানুল-মুকার্‌রম—১৩৭০ হিঃ

জৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৫৮ বাং

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর	...	৩৫৩
২। রোজার চাঁদ	আতাউল হক তালুকদার	৩৫৯
৩। ইক্‌বালের জীবন-দর্শন	মোহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার	৩৬০
৪। ঈরাণী তৈলের পটভূমিকা	...	৩৬৪
৫। সমাজ	আশ্‌রাফ ফারকী	৩৬৮
৬। যাকাতুল-ফিত্‌র	...	৩৭১
৮। বিশ্ব সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা	...	৩৮২
৯। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	...	৩৮৫
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ	...	৩৯৮

www.ahlehadeethbd.org

Contents

...মোহাম্মদ লাইব্রেরী, ...
পোঃ খোর্দ মোহনপুর, ...

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ | রামাযানুল-মুবারক—১৩৭০ হিঃ। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৫৮ বাং। | নবম সংখ্যা

تفسيرالقرآن العظيم -

কোর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(১৫)

ইয়াওমুদ্দীনের তাৎপর্য্য,

'দীন' অর্থাৎ প্রতিফল, কর্মফল বা বিচার 'ইয়াওম' শব্দের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার অর্থ হইল—চরমপ্রতিফল এবং পূর্ণবিচারের দিবস।— ইমাম রাগিব 'ইয়াওম' শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সূর্যোদয় হইতে اليوم يعبر به عن وقت অস্তকাল পর্যন্ত সময়- طلوع الشمس الى غروبها' কে 'ইয়াওম' বলা। وقد يعبر به عن مدة من الزمان اى مدة হয়। আবার কালের অন্তরভুক্ত দীর্ঘ বা كانت - সামান্য সময়কেও 'ইয়াওম' বলা হইয়া থাকে। * কোর্‌আনে দিবস ও যামিনীর সমষ্টিগত কাল— 'ইয়াওম' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছুরত-আলে-ইমরানে যকরীঈয়া নবীর প্রসংগে যে সময়কে ত্রিদিবস ثلثة ايام বলিয়া আখ্যাত করা হই-

* মুফ্‌রদাতুল কোর্‌আন ৫৭৬ পৃঃ।

য়াছে (৪১ আয়ত), পুনশ্চ উহাই ছুরত-মর্‌য়মে ত্রিরাত্রি ثلاث ليال বলিয়া অভিহিত হইয়াছে (১০ আয়ত)। মোটের উপর আরাবী সাহিত্যে ও কোর্‌আনে দিবাকাল অথবা দিবারাত্রির সমষ্টি অথবা নির্দিষ্ট সময় বা মুহূর্তের অর্থে 'ইয়াওম' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, অনির্দিষ্ট ভাবে কুত্রাপিও 'ইয়াওম' শব্দ ব্যবহৃত হয়নাই। অতএব কোর্‌আনে 'ইয়াওমুদ্‌দীন' বাক্য দ্বারা চরম প্রতিফল ও শেষ বিচারের নির্দিষ্ট দিবস বুঝান হইয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, কাদীয়ানী মুতনব্বীর প্রথম খলীফা মওলানা হাকীম নুরুদ্‌দীন এবং উক্ত মতবাদের লাহোরী সমাজের ইমাম মওলানা মোহাম্মদ আলী এম, এ, এল্‌, এল, বি প্রভৃতি 'দীন' শব্দের শুধু আভিধানিক অর্থকে সম্মুখে রাখিয়াছেন এবং পৃথিবী ও রব্‌খের (কবর) কর্মফলকে লক্ষ করিয়া দুন্‌য়া, কবর ও কিয়ামত সমস্তকেই 'ইয়াওমুদ্‌দীনে'র পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের অন্ধ অনুসরণে—আমাদের আধুনিক বাংলা ভাষ্যকারগণের মধ্য হইতেও কেহ কেহ কেবল কর্মফলকে 'ইয়াওমুদ্‌দীনে'র অর্থ সাব্যস্ত করার প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ উপহাস করিয়াছেন যে, 'বিচার'কে নির্দিষ্ট দিবসের জন্য সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে দুন্‌য়াটা কিয়ামত পর্যন্ত বিচারশূন্য হইয়া থাকিবে আর ইহার ফলে আল্লাহর বিচারক-গুণটাকে কিয়ামতের অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

পরিহাস দ্বারা কোন বিষয়কে দুর্বল ও স্বীয় অভিমত কে বলিষ্ঠ প্রমাণিত করার রীতি বৈজ্ঞানিক নয়, তাই কোর্‌আনের ছুরত-আল্‌বাকারায় পরিহাস বুদ্ধিমানদের রীতি বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, বরং চক্ষু থাকা সত্ত্বেও যাহারা বিশেষ মত্‌লবে উহার সদ্ব্যবহার করিতে চায়না, কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থলে তাহাদের আচরণের ঘোর নিন্দা করা হইয়াছে।—কাদীয়ানী ব্যাখ্যাকাররা 'দীনের' আভিধানিক অর্থ লক্ষ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার 'মুযাফ' — (Adjunct) 'ইয়াওম' এবং 'আল-দীন' এর গুণবাচক অব্যয়পদ আলিফ লামকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা ইহা চিন্তা করিয়া দেখেননাই—যে, ব্যাপক বিচার বা প্রতিফলের অধিকারী বুঝাইতে চাহিলে শুধু 'মালিকুদ্‌দীন' (مالك الدين) বলিলেই যথেষ্ট হইত, 'মালিকে ইয়াওমিদ্‌-দীন'—বলার প্রয়োজন হইতনা। 'ইয়াওমুদ্‌দীন' বাক্যের অর্থ যে কিয়ামতের দিনছাড়া অন্য কিছুই নয় স্বয়ং কোর্‌আন কর্তৃক সন্দেহাতীত ভাবে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, এই মর্মের কতক আয়ত পূর্বেই—উল্লিখিত হইয়াছে, নিম্নে আরও কয়েকটী উল্লেখ করা হইতেছে।

ছুরত-আল্‌ মুদ্দাছ্‌ছিরে দোযখীদের সম্বন্ধে—বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের দোযখবাসী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিবে, আমরা বিচারের وكنا نكذب بيوم الدين — দিনকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতাম (৪৬ আয়ত)। ছুরত-আল্‌ওয়াকিআতে দোযখীদের খাদ্য যক্কুম ও ও উত্তপ্ত পানীয়ের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—ইয়াওমুদ্‌দীনে ইহাই هذا نزلهم يوم الدين হইবে তাহাদের অতিথিসৎকার! (৫৬ আয়ত)।—যক্কুম ও উত্তপ্ত পানীয়কে কোন বালকও মানুষের কর্মের পার্থিবদণ্ড বলিয়া ধারণা করিতে পারেনা। ছুরত-আছ্‌ছাফ্‌ফাতে কিয়ামতের আবির্ভাব সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে যে, একটীমাত্র প্রচণ্ড চিৎকার ধ্বনির সংগে সংগে তাহারা উহা—প্রত্যক্ষ করিবে আর বলিয়া উঠিবে, হায় সর্বনাশ! এইতো বিচার দিবস! وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين' هذا يوم الفصل (তদুত্তরে তাহাদিগকে বলা হইবে) হাঁ! — الذى كنتم به تكذبون — ইহাই সেই মীমাংসার দিবস যাহা তোমরা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে (২০ ও ২১আয়ত)। উল্লিখিত আয়ত সমূহে 'ইয়াওমুদ্‌দীনে'র অর্থ কর্মফল অর্থাৎ বিচারের নির্দিষ্ট দিবস গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই এবং পৃথিবী বা কবরের বিচার অথবা ব্যাপক কর্মফলের অর্থের সহিত আয়তগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নয়।

ফলকথা, 'দীনে'র যত প্রকার অর্থই থাকুকনা

www.ahlehadeethbd.org

কেন, ইয়াওমের সহিত যুক্ত হইবার পর উহার অর্থ বিচারের জন্য নির্দিষ্ট দিবস কিয়ামত ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারেনা।

যে শ্রেণীর ও যেরূপ ধরণের বিচারের জন্য কিয়ামতের দিবসকে 'ইয়াওমুদ্দীন' বলা হইয়াছে, দুনয়ায় সেরূপ বিচারব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলে পৃথিবী মুহূর্তের তরেও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিতনা এবং— পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কর্মক্ষেত্র বা 'দারুল আমল' হওয়ার পরিবর্তে বিচারভূমি (دارالجزاء)তে পরিণত হইত। পৃথিবী বা বর্‌যখে যে কর্মের পুরস্কার বা দণ্ড আদৌ হয়না, তাহা নয়, পরন্তু 'ইয়াওমুদ্দীন' বা কিয়ামতের দিনের তুলনায় উক্ত বিচার অকিঞ্চিৎকর এবং — আংশিক মাত্র। পৃথিবীর বিচার স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নয়, ইহার কারণ কোরআনেই উল্লিখিত হইয়াছে। যদি আল্লাহ ولو يؤاخذ الله الناس মানুষের প্রতিটী— بظلمهم ما ترك على অপরাধের জন্য তাহা- ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم দিগকে দুনয়ায় ধৃত الى اجل مسمى ! করিতেন, তাহাহইলে দুনয়ার পৃষ্ঠে কোন বিচরণকারীকে তিনি অবশিষ্ট রাখিতেননা, পক্ষান্তরে— আল্লাহ তাহাদিগকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ঢিল দিয়া রাখিয়াছেন,— আন্‌নহল, ৬১ আয়ত। পার্থিব বিচার অথবা ব্যাপক কর্মফলকে 'ইয়াওমুদ্দীনের অন্তরভুক্ত মনে করা কোর্‌আন ও আরাবী সাহিত্যে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। আল্লাহ দুনয়ায় যেসকল বিচার করিয়া থাকেন, সেগুলির কার্য, কারণ ও ফলাফল সুস্পষ্ট ও অবিসম্বাদিত নয়। সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট এবং দ্বন্দ্বহীন বিচার কেবল কিয়ামতের দিনেই নিষ্পত্তি হইতে পারিবে, একথাকে উপহাস করা সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। দুনয়ার কর্মক্ষেত্রে যতটুকু এবং যে আকারে প্রয়োজন, শুধু সেইটুকু এবং পৃথিবী ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ে আলমে বর্‌যখে কিয়ামতের পূর্বাভাষ স্বরূপ কর্মের ফল ভুগিতে হইবে, এই আংশিক এবং অবস্থাগতিক বিচার কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করিবেনা, কিন্তু চূড়ান্ত, স্থায়ী এবং চূলচেরাভাবে— কর্মের ফলাফল দান ও ভোগকরা পৃথিবীর চরমত্ব-লাভের পরেই সম্ভবপর হইবে, উক্ত চূড়ান্ত বিচারের জন্য যে দিবস ধার্য হইয়াছে, তাহাই ইয়াওমুদ্দীন।

কিয়ামতের দিনের মালিক হওয়ার দরুণ অন্যান্য সময়ের উপর হইতে আল্লাহর মালিকানা স্বত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে, এ আশংকা অলীক, এরূপ অপব্যাখ্যাকেই 'তফ্‌ছীর বির্‌রায়'— কাল্পনিক তফ্‌ছীর বলে। কোন ন্যায়শাস্ত্রেই একটী বস্তুর অধিকার দ্বারা— অন্যান্য বস্তুর অধিকার বাতিল সাব্যস্ত হয়নাই। বক্ষ্যমান ছুরত-আল্‌ফাতিহায় আল্লাহর বিচারগুণ ব্যতীত তাঁহার মাত্র দুইটী গুণ— রব্‌বীয়ত ও রহ্‌মত— প্রত্যক্ষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাই বলিয়া কি আল্লাহর অপরাপর গুণরাজী অস্বীকৃত হইবে? বিচার দিবসে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব যেরূপ মূর্ত, অবিসম্বাদিত ও সন্দেহাতীত হইবে, দুনয়ায় আল্লাহর আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব সেরূপ নিঃসন্দেহ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী-নয়, তাই 'ইয়াওমুদ্দীনে' সমুদয় আপেক্ষিক (Relative) ও সীমাবদ্ধ (Limited) প্রভুত্ব ও আধিপত্য বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। لمن الملك اليوم ? সে দিবস বিঘোষিত হইবে, আজ প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কাহার? لايملكون منه خطابا ـ চতুর্দিকে শুধু নিস্তব্ধতা বিরাজ করিবে। শাহানশাহ, হিজ ম্যাজিস্টি এবং মানবসমাজের কাল্পনিক ভাগ্যবিধাতারদল চিরঞ্জীবী وعنت الوجوه للحى القيوم ও প্রতিষ্ঠাবান আল্লাহর সম্মুখে সে দিবস অবনত-মস্তক হইয়া থাকিবে।— বুখারী ও মুছ্‌লিম রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, চরম বিচার দিবসে আল্লাহ বলিবেন, আজ বিক্রম- اين الجبارون ? اين শীলের দল কোথায়? المتكبرون ? আজ দাম্ভিকের দল কোথায়? কিন্তু কাহারো উচ্চবাচ্য করার ক্ষমতা থাকিবে না। অবশেষে আল্লাহর পক্ষ হইতেই বিঘোষিত হইবে, অদ্য অধিকার ও প্রভুত্ব একক ও لله الواحد القهار ! প্রবলপরাক্রান্ত আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট! কোর্‌আন ও ছুন্নতের উল্লিখিত বিশ্লষণের সাহায্যে প্রমাণিত— হইল যে, ইয়াওমুদ্দীনের মালিক হওয়ার তাৎপর্য

www.ahlehadeethbd.org

কি? পুনর্জন্মবাদী মুশ্‌রিক এবং নাস্তিক দল ছাড়া খ্রীষ্টান, ইয়াহুদ ও মুছলমানগণের পক্ষে আল্লাহর 'মালিকে ইয়াওমিদ্‌দীন' হওয়ার তাৎপর্য বিতর্কের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। কারণ কোর্‌আনের ন্যায় তওরাত ও ইন্‌জীলেও কিয়ামত স্বীকৃত হইয়াছে।*

পুরস্কার ও তিরস্কারের বিধান।

কোর্‌আনের অবতরণযুগে এ সম্বন্ধে যে বিশ্বজনীন মতবাদ প্রচলিত ছিল, তার সারাংশ এইযে, পুরস্কার ও তিরস্কার আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ক্রোধ ও বিক্রমের পরিণতি মাত্র, কর্মের ফলাফলের সহিত পুরস্কার বা তিরস্কারের কোন সম্পর্ক নাই। আল্লাহর উলুহীয়তকে রাজতন্ত্রের সহিত উপমিত করার—পরিকল্পনা অপরাপর ধর্মীয় চিন্তাধারার মত উপরিউক্ত বিষয়টীকেও দুস্থ ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাইত যে, স্বৈরাচারী নরপালের দল কখনো বা খুশী হইয়া একধার হইতে পুরস্কৃত করিতে লাগিয়া গিয়াছে পরক্ষণেই আবার রুষ্ট হইয়া তাহারা দণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশ্বপতি আল্লাহর অবস্থাও জনগণ তাহাদের রাজাদের মতই অনুমান করিয়া লইয়াছিল, অর্থাৎ এক মুহূর্তে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট অন্য মুহূর্তে রুষ্ট হইয়া পড়েন, সুতরাং দেবতাদের ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত করার জন্য তাহারা সবসময়ে বলীদান আর—তাঁহাদের মনোরঞ্জন কল্পে ভোগ উৎসর্গ করিতে অভ্যস্ত ছিল। দুন্‌য়ায় বলী ও উৎসর্গের রীতি এই পরিকল্পনা হইতেই উদ্‌ভূত হইয়াছে। দেববাণী পরিকল্পনা—অপেক্ষা ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের পরিকল্পিত মতবাদ অধিকতর উন্নত ও মার্জিত হইলেও আলোচ্য বিষয়ে তাহাদের মধ্যেও বিশেষ কোন পরিপুষ্টি ও উন্নত ব্যতিক্রম সাধিত হয়নাই। ইয়াহুদরা বহু দেবতার পরিবর্তে ইছ্‌রাঈলীদের জন্য এক যিহোবাকে মানিয়া লইলেও এই খোদা পুরাতন ঠাকুর দেবতাদের মতই স্বৈরাচারী ও খামখেয়ালী ছিলেন, তিনি বিনা—কারণে সমগ্র জাতির পরিবর্তে শুধু ইছ্‌রাইলদিগকে 'নির্বাচিত বংশধর' (Chosen Seed) রূপে বরণ—করিয়া লইয়াছিলেন। খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল যে, মা হাউওয়ার পাপের জন্য আদমের গোটা বংশটাই অভিশপ্ত হইয়াছে, পিতা ঈশ্বর নিজের পুত্রত্বগুণকে যীশুর আকারে শূলে না ঝোলানো পর্যন্ত আদমের বংশজ পাপ ও অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর—হয়নাই।

'পুরস্কার ও তিরস্কার বিধির' একটা নূতন দৃষ্টিভংগী কোর্‌আন বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে, কোর্‌আন বলে যে, বিশ্বভুবনের নিয়ন্ত্রণ ও—পরিচালনার জন্য যে বিধান কার্যকরী রহিয়াছে, পুরস্কার ও তিরস্কারের বিধান তাহা হইতে পৃথক ও—স্বতন্ত্র নয়, উহা প্রাকৃতিক বিধানেরই স্বাভাবিক অংগ। স্থিতিমান জগতে এই বিশ্বজনীন বিধি বলবৎ — আছে যে, প্রত্যেকটী ক্রিয়ার কোন না কোন প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যেকটী দ্রব্যের কোন না কোন গুণ অবশ্যই রহিয়াছে। ইহা আদৌ সম্ভবপর নয় যে,—দুন্‌য়ায় একটি জিনিষ বিদ্যমান রহিবে অথচ উহা প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি শূন্য। স্থূলদেহ ও জড়উপাদানের ন্যায় কার্য ও আচরণসমূহও গুণশূন্য ও প্রতিক্রিয়াবিহীন নয়, দেহের ন্যায় মানুষের আত্মাও—স্বভাবসিদ্ধ অনুভূতি ও চেতনায় ভরপুর রহিয়াছে। দৈহিক প্রতিক্রিয়া দেহকে যেমন প্রভাবান্বিত করে, আধ্যাত্মিক অনুভূতি দ্বারা তদ্রূপ আত্মা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। আচরণ ও কর্মের এই যে স্বাভাবিক গুণ ও ফল, ইহাকেই কোর্‌আনে পুরস্কার ও তিরস্কার বলা হইয়াছে। সদাচরণের ফল সৎ ছাড়া আর কি হইবে? ইহাই পুরস্কার বা ছওয়াব। মন্দ—আচরণের ফল মন্দ ছাড়া আর কি হইতে পারে? সুতরাং উহাই তিরস্কার বা আযাব। ছওয়াব ও—আযাবের প্রকৃতি কিরূপ হইবে—সে সম্বন্ধে কোর্‌আনে আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি অনুসারে যে চিত্র অংকিত হইয়াছে তাহার একাংশ হইল — বেহেশত্‌ আর এক অংশের নাম দোযখ বা নরক। যাহাদের আচরণ ও ব্যবহার স্বর্গীয়, স্বর্গের সুখ ও ন্যা'মৎ তাহাদের জন্য, আর যাহাদের ব্যবহার নারকীয়, নরকের দুঃখ ও যন্ত্রণা তাহাদের জন্য। কোর্‌-

* Bible, Luke XIV, 14.

www.ahlehadeethbd.org

আনের ঘোষণা, — লাইয়াস্তাবী আছহাবুন্নারি ওয়া আছহাবুল জান্নাতি (لايستوى اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون –) নরক-বাসী আর — জন্নতের অধিবাসীরা সমতুল্য নয়! জন্নতের অধিবাসীরাই সফলতার অধিকারী— আল্‌হশর : ২০।

আগুনের প্রকৃতি হইতেছে পোড়ান, সুতরাং দহন ও জ্বালার যে প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া, আগুনের স্ফুলিঙ্গ যে স্পর্শ করিবে, তাহাকে উহা ভোগ করিতে হইবেই। পানীর প্রকৃতি হইতেছে আর্দ্রতা ও শীতলতা, ইহা পানীর স্বভাবদত্ত প্রতিক্রিয়া, সুতরাং নদীতে অবতরণ করার পর পানীর আর্দ্রতা ও প্রতিক্রিয়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই। আগুন জ্বালায়, পানী ঠাণ্ডা করে, আর্সেনিক খাইলে মৃত্যু ঘটে, দুধে শক্তি সঞ্চার হয় আর কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হইয়া থাকে; দ্রব্যের এই প্রতিক্রিয়াগুলি যদি বিস্ময়কর বিবেচিত না হয় এবং এ সমস্ত যদি জীবনের বিশ্বাসসমূহের (Faiths) পর্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে আচরণ ও অনুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়াকে সন্দেহ করার কারণ — কি? আর এ বিধান কেন আশ্চর্যজনক বিবেচিত হইবে?

গমের চাষ করিয়া কেহই সন্দেহ করেনা যে, গম জন্মিবেনা, অথবা গমের পরিবর্তে কলাই জন্মিবে। কেহ এরূপ ধারণা প্রকাশ করিলে সকলেই তাহাকে পাগল বলিবে। কেন? যেহেতু প্রকৃতির প্রতিফল-দান করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রহিয়াছে, অতএব মুহূর্তের জন্যও কাহারো মানসলোকে এ-সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়না যে, প্রকৃতি গম গ্রহণ করিয়া কলাই প্রত্যর্পণ করিতে পারে! এমনকি ইহাও কেহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেনা যে, প্রকৃতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গম লইয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর গম ফিরাইয়া দিবে! আমরা সকলেই নিশ্চিত রূপে অবগত— আছি যে, প্রতিফল দান করার ব্যাপারে প্রকৃতি-সুন্দরী সকল সন্দেহের অতীত। এখন ইহা চিন্তা— করিয়া দেখা উচিত যে, যে প্রকৃতি গমের পরিবর্তে গম আর কলাইয়ের বদলে কলাই দিয়া থাকে, উহার মধ্যে সদাচরণের জন্য সৎ প্রতিদান এবং অসদাচরণের জন্য মন্দ প্রতিফল দিবার কি শক্তি নাই? আল্লাহর নির্দেশ, যাহারা — পাপাচরণে লিপ্ত হইয়াছে, তাহারা কি মনে করে যে আমরা বিশ্বাস-পরায়ণ ও সদাচার-শীলদের সংগে যে রূপ ব্যবহার করিব, তাহাদের সংগেও সেই রূপ ব্যবহার করিব? জীবনে আর মরণে একই রূপ ব্যবহার? মস্তবড় ভুল ইহা, যাহা তাহারা ধারণা করিয়া রাখিয়াছে! এবং আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী অনর্থক সৃষ্টি করেননাই বরং সত্যসহকারে সৃজন করিয়াছেন এবং প্রত্যেক সত্তাকে তাহার— উপার্জন অনুসারে প্রতিফল দেওয়ার জন্যই উহা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রতিফল সঠিক ভাবেই দেওয়া হইবে, তাহারা কেহই অত্যাচারিত হইবেনা,— আলজাছিয়া, ২১ ও ২২ আয়ত।

ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصلحت سواء محياهم ومماتهم ? ساء ما يحكمون – وخلق الله السموات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لايظلمون !

আল্লাহর নির্দেশ যে, كل امرئ بما كسب رهين – প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার— উপার্জনের ফলাফলের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে — আত্‌তুর : ২১ আয়ত। আল্‌বাকারায় পুরস্কার ও তিরস্কারের মূলনীতি বর্ণনা করা হইয়াছে,—প্রত্যেক মানুষ যাহা উপার্জন করিয়াছে, তদনুসারে লها ما كسبت وعليها ما اكتسبت – সে ফলভোগ করিবে এবং কৃতকর্ম অনুসারে তাহাকে জওয়াবদিহী করিতে হইবে (২৮৬ আয়ত)। জাতি এবং সমাজ সম্পর্কেও একটি সাধারণ নিয়ম উক্ত ছুরতে বিঘোষিত হইয়াছে,—এ উম্মত অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা যাহা উপার্জন করিয়াছে, তাহা তাহাদের জন্য, আর তোমরা যাহা উপার্জন করিয়াছ তাহা তোমাদের জন্য এবং পূর্ব-পূ

تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولاتسئلون عما كانوا يعملون –

www.ahlehadeethbd.org

বর্তীদের আচরণের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবেনা—আল্‌বাকারাহ : ১৩৪।

ইবাদত ও সৎকর্মের উদ্দেশ্য কি?

ইহা অনস্বীকার্য যে, ইছ্‌লাম ইবাদত এবং সদাচরণের জন্য মানুষকে প্ররোচিত করিয়াছে এবং অনাচার ও উচ্ছৃংখলতাকে দমন করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু কেন এরূপ করিয়াছে বা করিতে চাহিয়াছে? শুধু এই জন্যই কি যে, আল্লাহ স্বীয় রুদ্র ও সংহার গুণের বশবর্তী হইয়া মানুষকে অভিশপ্ত ও দণ্ডিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আর তাঁহার সেই কোপ ও অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য কঠোর যোগসাধনা ও উপাসনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে? কোর্‌আনে সাধুতাকে বরণ এবং অনাচারকে বর্জন করার এই কারণ কুত্রাপিও স্বীকৃত হয় নাই, কোর্‌আনের নির্দেশিত নীতি এই যে, যে ব্যক্তি সৎকর্ম করিয়াছে, সে নিজের সুবিধার জন্যই করিয়াছে আর যে অসৎকর্ম করিয়াছে, তাহার ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে এবং হে রছুল (দঃ) আপনার প্রতিপালক তাঁহার দাসগণের প্রতি অত্যাচারকারী নহেন,—হা-মীম, আছ্‌ছিজ্‌দা : ৪৬ আয়ত।

من عمل صالحا فلنفسه، و من اساء فعليها' وما ربك بظلام للعبيد –

মুছ্‌লিম আবুযর গিফারীর বাচনিক হাদীছে-কুদছী রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আল্লাহ বলেন,—হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ—এবং তোমাদের মানব ও দানবগণ সকলেই তোমাদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা সাধু ব্যক্তির তুল্য সৎ হয়, তাহাতে আমার সাম্রাজ্য—কিছুই বর্ধিত হইবেনা। হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ— এবং তোমাদের মানব ও দানবগণ সকলেই তোমাদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ — ব্যক্তির তুল্য অনাচারী হইয়া উঠে, তাহাতে আমার সাম্রাজ্য কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবেনা। হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তীগণ এবং তোমাদের মানব ও দানবগণ সকলেই সমবেত ভাবে—ভূভাগের কোন অংশে দাঁড়াইয়া আমার কাছে নানারূপ যাচ্ঞা করিতে থাকে আর আমি প্রত্যেক মানুষের যাচ্ঞা যদি পূরণ করিয়া দেই তাহাতে আমার রহ্‌মত ও বখ্‌শীশের ভাণ্ডার শুধু এইটুকু কম—হইবে যেপরিমাণ সূচকে সমুদ্রে ডুবাইয়া উত্তোলন করিলে সমুদ্রের পানী কমিয়া যায়! হে আমার বান্দাগণ, মনে রাখিও, আমি কেবল তোমাদের আচরণগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি, অতঃপর—উহাদের প্রতিফল তোমাদিকে পুরাপুরিভাবে দান করিব। অতএব যদি কেহ পুরস্কৃত হয়, তজ্জন্য তাহার পক্ষে আল্লাহর হাম্‌দ করা উচিত আর যদি কেহ অন্যরূপ ফলভোগ করে তার জন্য সে নিজেকে তিরস্কৃত করা ছাড়া অন্য কাহাকেও দোষী করিতে পারেনা।

يا عبادى لوان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا عـلى اتقى قلب رجل واحد منكم' ما زاد فى مـلكى شيئا – يا عـبادى لـوان اولـكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا – يا عبادى لو ان اولكم وأخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسالونى فاعطيت كل انسان مسئلته' مانقص ذلك مـما عندى الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر – يا عـبادى انـما هى اعـمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم ايـاها' فمن وجد خـيرا فليحمد الله' ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الانفسه –

কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর সন্তোষ ও ক্রোধের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে, বরং যে কর্ম শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিবিধান ও নৈকট্যঅর্জনের জন্য অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাকেই শ্রেষ্ঠতম সৎকর্ম রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু কোর্‌আন যে সন্তোষ ও ক্রোধকে সাব্যস্ত করিয়াছে তাহা পুরস্কার ও দণ্ডের কারণ নয়, বরং পুরস্কার ও দণ্ডের স্বাভাবিক পরিণাম মাত্র। অর্থাৎ কোর্‌আনে ইহা কথিত হয়নাই যে, পুরস্কার

(৩৫৭ পৃষ্ঠার নিম্নাংশ দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

রোজার চাঁদ

—আতাউল হক তালুকদার

হে রোজার চাঁদ, বহুদিন আগে দেখেছি মোদেরি মাঝে
এ-পাপ-পঙ্কিল মানুষের বিশ্বে মহামহিম সাজে
অভিনব এক চাঁদের উদয় অচিরাৎ হয়েছিল;
সেই চাঁদ এই আঁধার ধরণী আলোকিত ক'রে দিল!
তাঁরি কথা আজো মনে পড়ে প্রিয়, কী সুন্দর সেই শশী!
পূর্ণিমায় চাঁদ, তাঁহারি কিরণে উঠেছিল ধরা হাসি'!
সেই চাঁদেরই রূপ নিয়ে তুমি উদিত হয়েছ আজ
তোমার কায়াতে তাঁহারেই দেখি. দেখি তাঁহারই সাজ!
বিশ্বাঙ্গনে তিনি আসিয়াছিলেন বিশ্বেরে করিতে স্বর্গ,
মানুষের চির-সুন্দর করাই সাধনা ছিল তাঁর গো!
তুমিও এসেছ করিতে সুন্দর মানুষের দেহ-মন,
পঙ্কিল জগতে পুষ্প ফুটাইয়া করিবার সুশোভন!
তোমার বাঁশীতে উঠে যেই সুর বুঝিয়া দেখেছি তায়,
এ-বিশ্ব-জগতে সে শুধু মানুষে মহান করিতে চায়!
তুমি আনিয়াছ পূত পয়গাম—ছিয়ামের মহাবাণী;
তুমি বল, রোজা উপবাস নহে,—মানব-মঙ্গল-খনি!
শুধু যদি সবে রোজা রাখে ভবে মানুষ মহান হ'বে,
নিখুঁত সুন্দর নন্দন আসিবে চির-কলুষিত ভবে!
নবীর নিশান হাতে নিয়ে তুমি ধূলার ধরায় এসে
বরষে বরষে মানুষেরে তুমি মানুষ করিছ হেসে!
তোমারে দেখিয়া মনে হয় মোর নবীবর চাঁদ হ'য়ে
মানুষের কানে মানুষের বাণী যাইছেন যেন ক'য়ে!
পবিত্র রোজার পতাকা বাহিয়া ধরায় এসেছ প্রিয়,
হে রোজার চাঁদ, হে সোনার চাঁদ, ছালাম আমার নিও!

---

৩৫৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এবং দণ্ড কেবল আল্লাহর সন্তোষ ও ক্রোধের ফল—মাত্র, সৎ ও অসৎ কর্মের ফল নয়, পক্ষান্তরে কোর্‌আনে ইহাই বিঘোষিত হইয়াছে যে, পুরস্কার ও দণ্ড মানুষের কর্মফল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সৎকর্ম দ্বারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জিত হয় আর অসৎকর্ম তাঁহার বিরাগ ও দূরত্ব ঘটাইয়া থাকে।

কর্ম এবং তাহার প্রতিফলের এই মতবাদ পৃথিবীর পূর্ববর্তী এবং প্রচলিত মতবাদ হইতে শুধু স্বতন্ত্রই নয়, সম্পূর্ণ বিপরীতও বটে। ছুরত-আল্‌ফাতিহার কর্মফলের অর্থে 'দীন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অতীত ও বর্তমান সমুদয় ভ্রান্তির অপনোদন এবং পুরস্কার ও দণ্ডের ইছলামী দৃষ্টিভংগী ব্যক্ত করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

ইক্‌বালের জীবন-দর্শন।

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার।

কবিত্ব কবির মর্ম্মরূপ। কবির মানস-লোকে যে রূপ ও রস ঘনীভূত হইয়া উঠে, সুর ও ছন্দের ভিতর দিয়া তিনি তাই বাহিরের বিশ্ব-বুকে ছড়াইয়া দেন। ভাবের সাধনা এবং ভাবের ব্যঞ্জনা-ই—তাঁর গৌরব বা অগৌরব, সৃষ্টি বা অনাসৃষ্টি, সার্থকতা বা ব্যর্থতার পরিচয় পৃথিবী বুকে রাখিয়া যায়। কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি মরমী-মানুষ দুনিয়ায় চিরদিন ব্যথা-রঙ্গীন জীবনের বোঝা বহন করিয়া চলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন,

"অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বুকে
বেদনা অপার, নিত্য তার জাগরণ।"

কবি-মনের এই নিত্য জাগরণই দুনিয়ায়—চিরদিন নতুনের বাণী আনিয়াছে। ভোগ-বিলাস-মত্ত মানব-সমাজের জন্য নব সৃষ্টি ও মঙ্গল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দান করিবার প্রেরণায় তাঁহারা আপনহারা, মানুষের কল্যাণ কামনার অপরাধে যুগে যুগে তাঁহারা মানুষের হাতে নির্যাতিত হইয়াছেন। পরম করুণা-ময়ের বিশেষ অনুগ্রহে যাঁহারা এই পথের সর্ব্বশেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, ইছলামের পরিভাষায় তাঁহাদিগকে "নবী" বলা হয়। বস্তুতঃ কবি ও কবিত্ব উন্নত জীবনের উপর তলায় উঠিবার সিঁড়ির ধাপ বিশেষ; নবী ও নবুয়ত সেই সিঁড়িরই সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ প্রান্ত। প্রথমটী মানুষের সাধনা-লব্ধ ও—অর্জ্জিত বিষয়, দ্বিতীয়টী মানবীয় সাধনার উর্দ্ধো-স্থিত আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অবদান। মহাকবি ইক্‌বালের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে এই বিশেষ সত্য ও তথ্যটীর প্রতি নজর না দিলে তাঁহাকে—বুঝিবার উপায় নাই অথবা তাঁহার চিন্তার মৌলিক-ত্বের রহস্য ধরা পড়িবেনা।

এই বিংশ শতাব্দীর জগত। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে কত প্রকার নূতন চিন্তা ও মতবাদের জন্মলাভ হইল এবং অপমৃত্যু ঘটিল। ইক্‌বালের সমসময়েই ইউরোপে—জার্ম্মান, ফরাসী ও ইংরাজ জাতির মধ্যে কত দার্শনিক ও চিন্তানায়ক জন্মগ্রহন করিলেন এবং নিত্য নূতন চিন্তা ও মতবাদের এমন এক বিরাট—গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করিয়া গেলেন যে সমগ্র প্রাচ্যের চিন্তাজগত তাহাতে প্লাবিত হইয়া গেল। শুধু তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানস-লোকের ভিত্তিমূল নড়িয়া উঠিল। আশ্চর্যের বিষয়,—সমগ্র চিন্তা-বৈষম্য—এবং আইডিয়ার গোলক ধাঁধা মুক্ত হইয়া—কবি ইকবাল শুধু নিজের স্বকীয়ত্ব বজায় রাখিলেন না, সমগ্র দুনিয়ার মনীষীদের দরবারে বিশেষতঃ মোছ-লেম জাহানের সর্বত্র এক মহা আলোড়ন উপস্থিত করিলেন। কী জন্য ইহা সম্ভবপর হইল?

ভারতে মোগল রাজত্বের শেষভাগে ভারতীয়—মোছলমানদের জীবনে অধঃপতনের যে অমানিশা ঘনাইয়া আসিয়াছিল,—ইক্‌বালের পূর্ব্বে মহাকবি আলতাফ হোছেন হালীর প্রাণে সে ব্যথা বড়ই তীব্র ভাবে বাজিয়াছিল। তিনি আগুন ঝরানো ভাষায় লিখিয়াছিলেন :—

کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم
ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم -
نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ
نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ -
بہائم کی اور انکی حالت ہے یکساں
کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہیں شاداں -
نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارماں
نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں -

"কাল তুমি কি ছিলে, আজ কি হয়ে গেলে? জাগতে জাগতেই তুমি ঘুমিয়ে পড়লে? নিজের অধঃপতিত অবস্থায় এদের একটুও আফছোছ নাই,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অন্ত জাতির সম্মান দেখে এদের একটু ঈর্ষা জাগে না। পশুদের মতই এদের অবস্থা, এক অবস্থায় সর্ব্বদাই ডুবে থাকে। অপমানেও এদের কোন অভিযোগ নাই, সম্মানেরও কোন আকাংখা নাই। এদের—দোজখেরও ভয় নাই, বেহেশতেরও আশা নাই।"

জাতীয় অধোগতির এই তীব্র কষাঘাত মহাকবি ইকবালের মনে তীব্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তদুপরি আকাশপারের আলোক ঝর্না মহাগ্রন্থ—কোর্‌আন মজীদ তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিল। ভারতীয় তথা বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি ভুলে যাওয়া চির দিবসের অমর বাণী তুলিয়া ধরিবার প্রেরণা লাভ করিলেন। সমস্ত চিন্তার সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যে তিনি অবিনশ্বর মহাপথের সন্ধান পাইলেন। যে বাণী রুমী ও হাফেজের মর্ম্মবীণায় ঝংকৃত হইয়া বিশ্বের বুকে চিরন্তন দীপ্তি দান করিতেছে,— ইক্‌বাল সেই পথে নিজের সত্তা খুঁজিয়া পাইলেন।

সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিন্তার সংঘাত, সকল প্রকার—অচল দার্শনিকতা ও অসম্ভব আদর্শবাদিতা পরিহার করিয়া তিনি মানুষকে নিজস্ব স্বকীয়ত্ব উপলব্ধি এবং সত্তাকে বলিষ্ঠ করিবার আবেদন জানাইলেন— যা পবিত্র কোরআন ও হাদীছের মূলমন্ত্র। ইউরোপের জড়বাদীশিক্ষা ও অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে-ই তাঁর প্রথম জেহাদ। রমূজে-বেখু-দীতে তিনি তীব্র শ্লেষ হানিয়াছেন—

علم غیر اموختی اندوختی
روئے خویش از غازہ اش افرو ختی -
ارجمندی از شعارش مے بری
من ندانم توتوئی یادیگری -

عقل تو زنجیر افکار غیر
درگلوئے تو نفس از تار غیر-
هر زباں ت گفتگو ها مستعار
در دل تو ارزو ها مستعار-

تا کجا طوف چراغ محفلی
زآتش خود سوز اگر داری دلی -

فرد فرد امد که خود را شنا خت
قوم قوم امد که خبر با خود نساخت -

"শুধু তুমি অপরের শিক্ষা এবং জ্ঞান আহরণ করেছ এবং তাদের রং দিয়ে নিজের মুখখানা রাঙিয়ে নিয়েছ। তাদের দেখানো আগুনের ফুলকীর—আলোকে তুমি নিজের ভাগ্য অন্বেষণ করতে গিয়েছ। আমি বুঝিনা যে তুমি তুমিই না অপর কেহ? অপরের শিক্ষার প্রেরণায় তোমার চিন্তা ও ধ্যান ধারণা বন্দী, অন্যের বীণার তারে তারে তোমার অন্তরের বাণী ঝংকার দিয়ে উঠ্‌ছে। তোমার মুখে ধার করা কথার খৈ ফোটে, তোমার হৃদয়ে অপরের আকাংখা বাসা বেঁধেছে। আর কতকাল তুমি এই অপরের প্রদীপের আলোকে ঘুরে বেড়াবে? তোমার যদি হৃদয় থাকে, তা হলে নিজ আত্মার আগুন জ্বালিয়ে তোল। প্রত্যেকটা মানুষ নিজের আত্ম-উপলব্ধিতে সত্যিকার মানুষ হ'য়ে উঠে। জাতি তখনই সত্যিকার জাতি হ'য়ে উঠে, যখন তারা নিজের সত্যিকার—পরিচয় জেনে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেনা (!)"

মানসিক দৈন্য এবং অন্ধ পরানুকরণের প্রবৃত্তিকে তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারেন নাই।

از سوال اشفتہ اجزاے خودی
بے تجلی نخل سینائے خودی -
از سوال افلاس گردد خوارتو
ازگدائی گریۂ نادارتو -

"ছওয়াল বা ভিক্ষা-বৃত্তি আত্মাকে দীনহীন কাঙালে পরিণত করে। এই হীনতায় আত্মার সিনাই পাহাড় আলোকহীন অন্ধকারায় পরিণত হয়। মনের কাঙালপনায় দারিদ্রের দুঃখ তোমাকে আরও অবনমিত ক'রবে। ভিক্ষা বৃত্তিতে তোমার সত্তা আরও নীচ এবং কলুষিত হবে।"

ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে মনের দেউলিয়া ভাব পরিহার করিবার জন্য তিনি ফরিয়াদ করিয়াছেন—

دلا تا رائی پروانه تا کے
نگیری شیوه مردانه تا کئے -

www.ahlehadeethbd.org

یکے خود را بسوز خویشتن سوز
طواف آتش بیگانہ تا کے۔

"হৃদয় আমার, আর কতদিন তুমি এই পতঙ্গের বৃত্তি অবলম্বন ক'রে পরের আগুনে পুড়ে ম'রবে? সত্যিকার মনুষ্যত্বের পথকে তুমি কতদিন আর—এড়িয়ে চলবে? একবার তোমার নিজেকে তোমার নিজের আগুনে পুড়িয়ে রাঙ্গিয়ে তোল। অপরের আগুনের চারি পাশে কতদিন আর ঘুরে মরবে?

আবার তিনি বলিয়াছেন—

زخاک خویش طلب آتشے کہ پیدا نیست
تجلی دگرے در خور تقاضا نیست۔

"যে মাটীর কাদায় তোমার জন্ম, আগুনে পোড়ানোর অভাবে তার কী দুর্দ্দশা হ'য়েছে, একবার ভেবে দেখ। অপরের আলোকে তোমার আত্মা কোন দিনই বাঞ্ছিতের সন্ধান পাবেনা।"

প্রতীচ্যের জড়বাদী ভাবধারায় মোছলমানের আত্মা যখন এই ভাবে মরিয়া যাইতেছিল, তখন পথভোলা মানুষকে তিনি আত্ম-উপলব্ধির সন্ধান দিলেন। 'আছরারে খুদী' সেই সন্ধানের-প্রতীক। বিশ্বজীবনের চির চলমান গতিধারাও চিরন্তন সুরের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে তিনি লিখিয়াছেন—

چون حیات عالم از زور خودی است
پس بقدر استواری زندگی است۔
قطرہ چون حرف خودی از بر کند
ہستی بے مایہ را گوہر کند۔
سبزہ چون تاب دمید از خویش یافت
ہمت او سینۂ گلشن شگافت۔
چون زمین بر ہستی خود محکم است
ماہ پابند طواف پیہم است۔
چون خودی آرد بہم نیروئے زیست
می گشاید قلزمے از جوئے زیست۔

"বিশ্ব-জীবন যেহেতু খুদীর শক্তিতে দণ্ডায়মান, তাই দৃঢ়তার পরিমাণ মত সত্যিকার জীবনের পরিচয় হয়। ক্ষুদ্র জলবিন্দু যখন নিজের মধ্যে আত্ম-শক্তি উপলব্ধি করে, তখন তার মূল্যহীন সত্বা মুক্তায় পরিণত হয়। তৃণ যখন নিজের ভিতর—বর্ধনের শক্তি অনুভব করে, তখন তার প্রকাশের শক্তি বাগানের বুক চিরিয়া বাহির হয়। এই পৃথিবী নিজের শক্তির উপর দৃঢ় ভাবে কায়েম আছে বলেই চন্দ্র বন্দীর ন্যায় তার চারি দিকে ঘুরে চলে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। প্রতিটী জীবন-কণিকা যখন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়, জীবন-তটিনী তখন বৃহত্তর ও মহত্তর সমুদ্রের বিস্তারের সাথে নিজেকে মিলিয়ে দেয়!"

খুদীর এই রহস্য তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—বালে জিবরিল গ্রন্থে।

ہر چیز ہے محو خود نمائی
ہر ذرہ شہید کبریائی۔
بے ذوق نمود زندگی موت
تعمیر خودی میں ہے خدائی۔
رائی زور خودی سے پربت
پربت ضعف خودی سے رائی۔
ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں
باقی ہے نمود سیمیائی۔

প্রতিটী বস্তু আত্মবিকাশের জন্য উন্মুখ ও পাগল, প্রতিটী পরমাণু মহামহিমত্ব লাভের জন্য আত্মোৎসৃষ্ট। বর্ধনের ইচ্ছা ব্যতীত জীবন মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। নিজস্ব শক্তিকে সংগঠিত করলে মানুষ খোদার গুণে গুণান্বিত হয়। আত্ম-শক্তির বলে সামান্য রাই পর্ব্বতের গুরুত্ব ধারণ করতে পারে। আবার আত্ম-শক্তির অভাবে পর্ব্বতও রাই-এর মত ক্ষুদ্র বস্তুতে পরিণত হয়। এই দুনিয়ায় একমাত্র তুমিই সত্য, আর সমস্তই মায়া মরীচিকা।

বস্তুতঃ এই অহং বোধ কর্ম্মহীন অদৃষ্টবাদ এবং ঈমান ও বিশ্বাসহীন কর্ম্মবাদ—উভয়কেই নির্ম্মমভাবে আঘাত হানিয়াছে। কর্ম্মহীন বিশ্বাস ও বিশ্বাসহীন কর্ম্ম দুইই অনিষ্টকর এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের অন্তরায়। ঈমান ও আমালে-ছালিহা অর্থাৎ বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাহ পাকের সত্বা হৃদয়ে ধারণ করতঃ হৃদয়ের সূক্ষ্মতম সুকুমার গুণগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ এবং যাবতীয় মঙ্গলজনক কাজে আত্ম-নিয়োগ—করিয়া ফলাফল তাঁহারই প্রতি সমর্পণ করিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে— পবিত্র কোর্আনের এই শিক্ষা বহুদিন পরে মহাকবি ইকবাল আবার দুনিয়ায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই শিক্ষা এমন সত্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও বলবন্ত যে ইহার প্রভাবে দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা-নায়ক ও দার্শনিক অবাক হইয়া গিয়াছেন। দার্শনিক নীট্‌শের Superman এর কাছে নিস্প্রভ হইয়া গিয়াছে। সত্য ও সুন্দরের পথে ক্রমাগত অগ্রগতিই মানব-জীবনের লক্ষ এবং মহা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্যের আত্ম-জ্ঞান-হীন শিক্ষায় আমরা ইহা ভুলিতে বসিয়াছিলাম একটা বিরাট ধাক্কায় আমাদের সম্বিত ফিরিয়া আসিয়াছে।

দুনিয়ার সম্মুখে সম্পূর্ণ নুতন হইলেও ইহা নুতন চিন্তা আদৌ নহে। আছ্‌রারে খুদীতে তিনি অহং বা মানব-সত্তার যে মহা বলবন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মানব সত্তার মহিমাময় পরিচিতির অপূর্ণ চিত্রন। মানুষ খলিফাতুল্লাহ বা ধরাবক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি। তার—এই মহা মহিম পরিচয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ আল্লাহ পাক বলিতেছেন :—

انا عرضنا الاما نة على السموات والارض
والجبال ـ فابين ان يحملنها واشفقن منها
وحملها الانسان ـ الله كان ظلو ما جهو لاً ـ

আমার (দেওয়া তাওহীদ ও ঈমানের) আমানত্ আমি আকাশ সমূহ, পৃথিবী এবং পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা সকলেই—এই আমানতের মহা গুরুভার বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু মানুষ যদিও সে (সময় সময় আপন আত্মার উপর) অবিচারকারী এবং (পূর্ব্বাপর কার্য্যফল ও পরিণাম সম্বন্ধে) অজ্ঞ, তথাপি সে এই মহা দায়িত্বের বোঝা বহন করিয়াছে।" (কোরআন, ছুরা আহ্‌জাব) বস্তুতঃ মানুষের সত্তা, তার জীবন,—জীবনের বিকাশ, জীবনের কর্ম্ম, কর্ম্মের ফলাফল ইত্যাদি সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে এত বেশী বর্ণনা ও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে কোন চিন্তা নায়কেরই তার নিকটবর্ত্তী হইবার উপায় নাই, মৌলিকত্ব দাবী করিবারও অধিকার নাই। দার্শনিক কবি ইক্‌বাল মহাগ্রন্থ কোরআন অধ্যয়ন এবং সাধনা করিয়াই দুনিয়ার সম্মুখে সেই সাধনালব্ধ অমৃতের সংবাদ উপস্থিত করিয়াছেন।

দুর্ব্বলতা, অবসাদ, কর্ম্মহীনতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, ক্লীবত্ব, জীবন সংগ্রামে পরাজিত মনোভাব ইত্যাদি ——মানব জীবন বিকাশের যাবতীয়—অন্তরায়গুলিকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়া ঘৃণা করিতেন। এইগুলিরই অপর নাম শয়তান। নিষ্ক্রিয় অদৃষ্টবাদীকে তিনি বলিয়াছেন—

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا خود پوچھے بندوں سے بتا تیری رضا کیا ہے ـ

"তোমার সত্তাকে এতখানি উন্নত কর যে স্বয়ং খোদা প্রত্যেকটী ব্যাপারের তক্‌দীর নির্দ্ধারণ করিবার—সময় তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন,—বান্দা, বল, কিসে তুমি সন্তুষ্ট।"

উন্নতিকামী জীবন যুদ্ধের সৈনিককে তিনি উপদেশ দিয়াছেন—

شوق وسعت ہے تو ذرہ سے بیاباں ہو جا
نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا ـ

"তোমার যদি নিজকে প্রসারিত করবার ইচ্ছা—থাকে, তবে তুমি সামান্য ধুলি বিন্দু থেকে অন্তহীন মরুভূমি হয়ে যাও. ঢেউ এর কুলুধ্বনি থেকে তুফানের কর্ণ-বিদারী ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যাও।"

সকল কথার সার কথা হিসাবে আজ তাঁর—অমূল্য বাণী স্মরণ করেই আমরা ক্ষান্ত হচ্ছি।

سبق پڑھ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا ـ
لیا جائیگا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا ـ

"তুমি আবার নূতন করিয়া পাঠ গ্রহণ কর—সত্যের, ন্যায়ের এবং বীরত্বের। আবার তোমার দ্বারা—দুনিয়ার পরিচালনার কাজ লওয়া হবে।"

আল্লাহ এই মোমেন-দেল মনীষীর রূহ মোবারককে শান্তি দিউন এবং তাঁর ফয়েজ আমাদের যাবতীয় গ্লানি দূর করিয়া দিক। আমীন।

www.ahlehadeethbd.org

ঈরাণী তৈলের পটভূমিকা

উনবিংশ শতক বিদায়োন্মুখ, নাছিরুদ্দীন শাহ কাচার পারস্যের সিংহাসনে বিরাজমান। বিদেশী-দের জন্য পারস্য তখন নিষিদ্ধভূমি বলে গণ্য ছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিশাপ ঈরানীদের তখনো—স্পর্শ কর্‌তে পারেনি। ঠিক এমনি সময়ে উইলিয়ম নক্স ডিয়ার্কী নামে অষ্ট্রেলিয়ার একজন খৃষ্টান পাদ্রী কলেকৌশলে পারস্য সম্রাট শাহ নাছেরুদ্দীনের কাছ থেকে পারস্যে প্রবেশ করার অনুমতি যোগাড় করে ফেল্‌লেন। পাদ্রীছাহেব পারস্যভ্রমণের কৈফিয়ত স্বরূপ বলেছিলেন যে, ঈরানের ইতিহাস, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার পবিত্র উদ্‌দেশ্য ছাড়া তাঁর অন্য কোন মতলব নেই।

ডিয়ার্কী যরতশ্‌তীদের ইতিহাসে ঈরাণের—প্রাচীন অগ্নিকুণ্ডের উপাখ্যান পাঠ কর্‌লেন আর এরই সংশ্রবে 'চির দীপ্তিমান অগ্নি' আর 'জলন্ত বারিধি'র আলোচনা পুনঃ পুনঃ শুন্‌তে পেলেন। তাঁর মনে—এই প্রশ্ন ভেসে উঠলো— 'জলন্ত বারিধি'র তাৎপর্য কি হতে পার? এক উজ্জ্বল প্রভাতে হঠাৎ পাদ্রী—ছাহেবের মানসলোকে এই অদ্ভুত কল্পনা দোলা দিয়ে গেল যে,—'জলন্ত বারিধি'র তাৎপর্য কি তেলের খনি হতে পারেনা? কল্পনায় বিভোর হয়ে যতই তিনি চিন্তা কর্‌তে লাগলেন, ততই তাঁর মনে এ বিশ্বাস—দৃঢ়তর হতে থাক্‌লো যে, পারস্যের মাটিতে অবশ্যই তেলের খনি রয়েছে। এরপর ডিয়ার্কী লণ্ডনে চলে—গেলেন, বিশেষজ্ঞ আর পুঁজিপতিদের সংগে বুঝাপড়া করার জন্যে। কয়েক জন বড় বড় পুঁজিপতি কিছু মোটা টাকাও তাঁর হাতে দিয়েদিলেন। ডিয়ার্কী পারস্যে প্রত্যাবর্তন করে পারস্যের শাহ নাছিরুদ্দীন কাচারের সংগে সাক্ষাৎ কর্‌লেন আর তাঁর কাছ থেকে তেল অনুসন্ধান করার অনুমতি লাভ কর্‌লেন।

ডিয়ার্কী পারস্য ভূমিতে যে কোন্ অমূল্য সম্পদ অনুসন্ধান কর্‌ছিলেন আর সে অনুসন্ধান সফল হলে ঈরানের ইতিহাসে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযুক্ত হবে, পারস্যের শাহ আর তাঁর সরকার তা স্বপ্নেও তখন কল্পনা কর্‌তে পারেননি। সে যাইহোক ডিয়ার্কী তেলের সন্ধানে পারস্যের ৪৫ লক্ষ বর্গ মাইল ভূমি মন্থন করে ফেল্‌লেন কিন্তু তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ হলোনা, তেলের কোনই সন্ধান তিনি করে উঠতে পার্‌লেননা। মুষ্টিমেয় ধনিকদের সীমাবদ্ধ অর্থ সাহায্যে এ বিরাট আর দুরূহ কাজ সমাধা করা সম্ভবপর ছিলনা, মেশি-নারী আর বিশেষজ্ঞ দলের প্রয়োজন ছিল সবচাইতে বেশী, কিন্তু ডিয়ার্কীর পক্ষে এ দুটী বিষয় সংগ্রহ করা তখনো সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

ডিয়ার্কীর পুঁজি শেষ হলেও তাঁর উৎসাহ উবে গেলনা, একান্ত অভাব ও দৈন্যদশাগ্রস্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও তিনি তেলের খোঁজে চর্‌কির মত ঘুরে বেড়াতে থাক্‌লেন। ইতিমধ্যে তাঁর ধৈর্য ও অধ্যবসায় পুর-স্কৃত হবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হলো। পারস্য-সম্রাট নাছেরুদ্দীন শাহ আকস্মাৎ ঈরানকে ইউ-রোপীয় সভ্যতার সহিত সুপরিচিত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আর এই উদ্‌দেশ্যে তিনি উইলিয়ম নক্স ডায়ার্কীরই স্মরণাপন্ন হলেন। সম্রাট পাদ্রী—ছাহেবের পরামর্শে এতই সন্তুষ্টি লাভ কর্‌লেন যে, এশিয়ার দেবতা ও সম্রাটদের সনাতন রীতি অনুসারে ডিয়ার্কীকে বরদান করে ফেল্‌লেন যে, তিনি যা—প্রার্থনা কর্‌বেন, তাই পূরণ করা হবে। ডিয়ার্কী সম্রা-টের কাছে ধনসম্পদ বা অন্য কোনরূপ পুরস্কার চাই-লেননা, তিনি সম্রাটের কাছ থেকে শুধু পারস্যে তেল আবিষ্কার করার সুবিধা যাচ্ঞা কর্‌লেন। এরূপ সুবিধা দানের ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে পারস্য সরকারের কোন ধারণা না থাকায় পাদ্রী ছাহেবের প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ গ্রাহ্য হয়ে গেল।

ঈরানের সংগে প্রথম তৈল চুক্তি

১৯০১ সালে পারস্যের কাচার সরকারের সংগে যে তৈল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তার দফাগুলি অতি চমৎকার, অর্থাৎ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(ক) উইলিয়ম নক্স ডিয়ার্কী অথবা তাঁর—স্থলাভিষিক্তরা পারস্যের ৪৫ লক্ষ বর্গ মাইলের ভিতর তেল অনুসন্ধান করবেন আর তারজন্য তাঁরা পারস্য সরকারকে বার্ষিক চারি পাউণ্ড (৫৩।৪পাই) কর প্রদান করবেন।

(খ) চুক্তির মীআদ হবে ৬০ বৎসর।

(গ) এই সময়ের ভিতর উইলিয়ম নক্স কিংবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত অথবা তেলের অনুসন্ধানকারীরা যদি তেল আবিষ্কার করতে সক্ষম হন তাহলে তাঁরা লভ্যাংশের শতকরা ষোল টাকা ঈরান সরকারকে সেলামী বা রয়ালটি দিতে বাধ্য থাকবেন।

পাদ্রী ছাহেব পুনরায় নৈরাশ্যের সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় তিনি সংবাদ পেলেন দক্ষিণ ঈরানের খুজিস্তানে এক স্থানে তেল আবিষ্কৃত হয়েছে। ডিয়ার্কী দ্রুত গতিতে ইছ্ফিহান হতে আহ্ওয়াযে উপস্থিত হলেন। প্রথম তৈল কূপ আহ্ওয়াযের দক্ষিণাংশে অবস্থিত মছজিদে চুলয়মানে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

ডিয়ার্কী ছিলেন, খৃষ্ট ধর্মের প্রচারক আর এ কাজে তাঁর নিষ্ঠাও ছিল অবিমিশ্র। অর্থ উপার্জন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, খৃষ্ট ধর্মের প্রচারণাই ছিল তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে তেল নিষ্কাশনের কাজ সঁপে দিয়ে আমেরিকা যাত্রা করলেন, কোন বড় আমেরিকী খ্রীষ্টান মিশনের—সাহায্যে পারস্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে সমস্ত জাহানে খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, ঈরানে তেল—আবিষ্কৃত হয়েছে আর সেস্থানে পেট্রোলের ভাণ্ডার রয়েছে প্রচুর!

ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ড,

উইলিয়ম নক্স আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হলে অসংখ্য ইংরাজ ব্যবসায়ীর দল তাঁকে ঘিরে ফেল্লো আর তেলের কনট্রাক্ট তাদের হাতে সমর্পণ করার জন্য সাধ্যসাধনা শুরু করলো, ডিয়ার্কীকে বিনিময়ে ৩০লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত অর্পণ করার প্রস্তাব তারা দিয়েছিল, কিন্তু পাদ্রী ডিয়ার্কী পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন—তিনি ধর্মপ্রচারক। পারস্যে খৃষ্টধর্মের প্রচারকল্পে তিনি তেলের চুক্তি কোন আমেরিকান মিশনের হস্তে অর্পণ করবেন আর এইভাবে তিনি যীশুর—স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবেন। ডিয়ার্কীর অবিচলিত ভাব লক্ষ করে পুঁজিপতিদের এজেণ্টরা হতাশ হলো বটে কিন্তু নিরস্ত হলোনা, দিনদুপুরে আলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে ডিয়ার্কীকে হত্যাকরার জন্য—আক্রমণ করা হলো, কিন্তু যেভাবেই হোক তিনি তখনকার মত রক্ষা পেয়ে গেলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কায়রো যাত্রা করলেন। গুপ্তচররা ছায়ার মত তাঁর অনুগমন করলো, কায়রোর যে হোটেলে তিনি অবতরণ করেছিলেন, সেস্থানে তাঁর জিনিষপত্রের তলাশী লওয়া হলো, ঈরানী তেলের চুক্তিপত্রখানা চুরি করার চেষ্টা করাহলো, কিন্তু পুঁজিপতিদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে পাদ্রী উইলিয়ম নক্স ডিয়ার্কী মিছর থেকে অবশেষে আমেরিকা যাত্রা করলেন।

ডিয়ার্কী জাহাযে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি জানতে পারলেন যে, ঐ জাহাজেই একজন আফ্রিকার পাদ্রী আমেরিকা গমন করছেন। ডিয়ার্কী তাঁর সংগে পরিচিত হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্লেন, দেখ্তে দেখ্তে—উভয় ধর্মযাজকের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেলো। ডিয়ার্কী আফ্রিকার পাদ্রীকে অতিশয় সাধু ও সরলচিত্ত বলে বুঝ্তে পারলেন, একদিন তিনি ঈরানী তেলের কাহিনী তাঁর কাছে বর্ণনা করতে উদ্যত হলে আফ্রিকার পাদ্রী মুখ ফিরিয়ে নিলেন আর—দুঃখিতস্বরে ডিয়ার্কীকে বল্লেন যে, এসকল পার্থিব বৈষয়িক বিষয়ে আলাপ করার তাঁর অবসরের সত্যিই একান্ত অভাব। আফ্রিকার পাদ্রীছাহেবের বৈষয়িক নির্লিপ্ততা আর ধর্মানুরাগ লক্ষ করে ডিয়ার্কী তাঁর অধিকতর ভক্ত ও পক্ষপাতি হয়ে পড়লেন।

একদিন ডিয়ার্কী তাঁর মনের গোপন কথা—আফ্রিকার পাদ্রীর কাছে ব্যক্ত করলেন, তিনি তাঁকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন, কেন তিনি আমেরিকা যাচ্ছেন। তিনি বল্লেন— আমি ঈরানী তেলের কনট্রাক্ট কোন আমেরিকান খ্রীষ্টান মিশনের হাতে

www.ahlehadeethbd.org

সমর্পণ করবো, যাতেকরে ঈরানী তেল থেকে উপার্জিত বিপুল সম্পদ দিয়ে এশিয়ায় যীশুখৃষ্টের রাজ্য স্থাপিত হতে পারে। আফ্রিকার পাদ্রীর ভাব ডিয়ার্কীর কথা শোনামাত্র বদ্‌লে গেল, তিনি তৎক্ষণাৎ উইলিয়ম নক্সকে দৃঢ় আলিংগনে আবদ্ধ করলেন আর অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে খৃষ্ট ধর্মের ভাবী সম্ভাবনা সম্বন্ধে এমন ধরণের কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন যে, ডিয়ার্কী তাঁর পদ চুম্বন করে ফেল্‌লেন আর চুক্তি সম্পর্কিত কাগজপত্রগুলি সমস্তই তাঁর হস্তে প্রদান করে তাঁর সংগে ঠিকঠাক করে নিলেন যে, আমেরিকায় পৌঁছামাত্র তিনি ডিয়ার্কীকে আমেরিকার সর্বোত্তম খ্রীষ্টান মিশনের সংগে পরিচিত করে দেবেন আর পাদ্রী ডিয়ার্কীর অভিপ্রায় মত সমস্ত ব্যাপার সমাধা করবেন।

নিউইয়র্কে পৌঁছার পর উভয় পাদ্রী জাহায হতে অবতরণ করলেন আর এক হোটেলে রাত্রিবাসের জন্য উভয়ে স্থান গ্রহণ করলেন। কিন্তু সে রাত্রির প্রভাত হতে আজ পর্যন্ত এই অর্ধ শতাব্দীর ভিতর আর পাদ্রী উইলিয়ম নক্স ডিয়ার্কীর কোন সন্ধান জগদ্বাসী অবগত নয়।

তাঁর সহচর আফ্রিকার অতি ধার্মিক পাদ্রীটী প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুচতুর গোয়েন্দা ক্যাপ্টেন এলী ছিলেন! বিলেতের পুঁজিপতির দল খৃষ্টধর্মের উন্নতিকল্পে তাঁকে নিযুক্ত করে রেখেছিল, তাই তিনি ছায়ার মত ডিয়ার্কীর অনুসরণ করছিলেন! পুঁজিপতিদের অভিপ্রায় মত ডিয়ার্কী তাঁদের পথ থেকে অপসারিত হলেন আর ১৯০৯ সালে অ্যাংলো ঈরানী অয়েল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হলো। পৃথিবীতে ইংরেজদের এইটেই হচ্ছে সবচাইতে তেলের বড় কোম্পানী, এতে ব্রিটিশ সরকারের অংশের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ছাপ্পান্ন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উইনিস্টন চার্চিল অ্যাড্‌মিরাল্‌টির প্রথম লর্ড ছিলেন। তিনি ঈরানী তেলের গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করেন, তিনি বুঝতে পারেন যে, পারস্যোপসাগরের উপকূলের সুবিস্তির্ণ এই তৈলভাণ্ডার ইংরাজী নৌশক্তির পক্ষে শুধু ভূমধ্যসাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরেই প্রয়োজনীয় নয়, সুদূর প্রাচ্যের ইংরাজ নৌশক্তির পক্ষেও ওর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। চার্চিলের চেষ্টায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অ্যাংলো ঈরানিয়ান ওয়েল কোম্পানীতে ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন নিয়োগ করলেন আর ওর শতকরা ৫০টী অংশ কিনে নিলেন।

কোম্পানি চল্‌তে থাক্‌লো আর পারস্যসম্রাট শাহ নাছেরুদ্দীনের সংগে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ওয়েল কোম্পানি লভ্যাংশের শতকরা ষোল ভাগ ঈরান সরকারকে দিয়েযেতে লাগলো।

... ...

১৯৩২ সালের ঘটনা,

কাচারী বংশের রাজত্ব নয় বৎসর হলো লোপ পেয়েছে, পারস্যের সিংহাসনে রিযাশাহ্ পহ্‌লভী বিরাজ করছেন। গোঁড়ার স্বভাবের সৈনিক হলেও রিযাশাহ্ সুচতুর নরপতি ছিলেন, তিনি জান্‌তেন. ব্রিটিশ ওয়েল কোম্পানি কেমন করে দু হাতে পারস্যকে লুঠ্‌ছে আর শতকরা ষোল ভাগ রয়ালটী পরিশোধ করার বেলাতেও তারা কিরূপ প্রবঞ্চনা করছে, কিন্তু ষাট বৎসর আগে যে অংগীকার করা হয়েছিল, তাদের ঘরের মত তা উবিয়ে দেওয়াও সহজ ছিলনা।

রিযাশাহ আবাদান অঞ্চলে শিকার খেল্‌তে বেরিয়েছেন, পরিস্কৃত তেলের পাইপলাইনের কাছ দিয়ে তাঁর ঘোড়া ছুট্‌ছে। হঠাৎ বাদ্‌শাহ ঘোড়ার গতিরোধ করে হুকুম দিলেন, পাইপ ভেংগে তেলের ফোওয়ারা ছোটার তামাশা দেখবেন তিনি! কোম্পানির কর্মকর্তারা বাদ্‌শাহর পাগলামি আব্দার শুনে হেসে খুন হলো আর এ খেলায় যে তেল নষ্ট হবে, তার ক্ষতিপূরণ দাবী কর্‌লো। রিযাশাহ 'বি-ফর্‌মায়িদ' বলে ক্ষতিপূরণের দাবী মন্‌যুর করলেন — অবশেষে পাইপ ভেংগে ফেলা হলো, এক ঘণ্টা ধরে প্রান্তরে মুষলধারে 'তৈলবৃষ্টি' হতে থাক্‌লো আর প্রান্তরের বালি সে তেল শুষে নিতে লাগলো। এক ঘণ্টা পর পাইপ বন্ধ করে দেওয়া হলো আর রাজধানী তিহ্‌রানে ক্ষতিপূরণ বাবত কয়েক লক্ষ তুমানের বিল প্রেরিত হলো (১ তুমান পারস্য স্বর্ণমুদ্রা, প্রায় ৬

www.ahlehadeethbd.org

টাকার সমান)। রিযাশাহ পহলভীর কাছে কোম্পানির বিল পেশ করা হলে তিনি বল্লেন,—"কোম্পানি দীর্ঘকাল থেকে পারস্যের সংগে প্রতারণা করছে। এক ঘণ্টার নিষ্কাশিত তেলের যে ক্ষতিপূরণ —কোম্পানী দাবী করেছে, তাতে প্রতি ঘণ্টায় কত টাকার তেল পরিস্কৃত হয়ে আবাদান থেকে বাইরে রপ্তানী হচ্ছে তা স্পষ্টই জানা যাচ্ছে অথচ দীর্ঘকাল যাবৎ কোম্পানি শতকরা ১৬৲ টাকা হারে রয়ালটীর যে টাকা পারস্য সরকারকে দিয়ে আসছে তাতে—নিষ্কাশিত তেলের পরিমাণ খুব কম দেখানো হয়েছে। কোম্পানির এই প্রবঞ্চনার জন্য আমার সরকার—কোম্পানির ঠিকা বাতিল করে দিচ্ছে।"

রিযাশাহ পহলভীর পাগ্‌লামির রহস্য তৈলকোম্পানির সাথে সাথে ব্রিটিশ সরকারের কাছেও ব্যক্ত হয়ে পড়লো, তাঁরা যে ব্যাপারটাকে একান্ত তামাশা মনে করেছিলেন, তার ফলে যা সংঘটিত হলো তাতে উভয়েরই চোখ চড়কগাছ হয়ে গেল। ব্যাপার সাধারণ আদালত অতিক্রম করে লীগ অফ্ ন্যাশন্‌স—পর্যন্ত গড়লো। নূতন চুক্তি সম্পাদিত হলো আর তদনুসারে রয়ালটীর পরিমাণও অনেকটা বেড়ে গেল। বাকী হিসাব পূরণ করার জন্য কিস্তি ধার্য হয়েগেল।

১৯৩৩ সালের ২০শে নভেম্বর তারীখে পুনশ্চ ৬০ বৎসরের নূতন চুক্তি সম্পাদিত হলো কিন্তু পারস্য সরকার এ চুক্তির জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না. এর পশ্চাতে ঈরানের জনমণ্ডলীরও কোন সমর্থন ছিলনা। পারস্যে ইংরাজী প্রভাব আর জাতিসংঘের চাপ রিযাশাহ পহলভীর সরকারকে নূতন করে ষাট বৎসরের চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করেছিল।

পরিস্থিতির পরিবর্তন,

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে মিত্রপক্ষ ঈরানী তেলের সাহায্যেই জয়লাভ করেছিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে রুষকে ঈরানের পথেই সাহায্য পাঠানো হয়েছিল। ১৯৪২ সালের শেষাংশ থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৫ সালের মে মাস পর্যন্ত—ঈরানের পথে দৈনিক ৩০ হাজার যুদ্ধোপকরণে বোঝাই ট্রাক ঈরানের পথে যাতায়াত করতো। এর মধ্যে স্মরণ রাখার উপযোগী ব্যাপার এইযে উক্ত সমরোপকরণের মধ্যে ঈরানী তেলের পরিমাণ ছিল সবচাইতে বেশী। এর ফলে ঈরানকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হলেও উল্লিখিত জংগী সড়কের কল্যাণে দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে ঈরান আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হবার সুযোগলাভ করেছিল। কয়েক বৎসর পর্যন্ত ঈরানী, রুষী, ইংরাজ, মার্কিন, হিন্দুস্তানী, ইরাকী, ইটালিয়ান, চেক ও পোল সিভিলিয়ানের দল পাশাপাশি বাস করতো বলে এই জাতিগুলোকে খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করার স্বর্ণ সুযোগ ঘটেছিল পারস্যের। সামরিক কার্যকলাপ—ছাড়া রুষ, আমেরিকা ও ব্রিটিশের কূটনৈতিক চালবাজীর মহড়াও চলছিল পারস্যে, ফলে শত্রু ও মিত্রকে চিনে নেওয়ার বিদ্যাও সে এই সুযোগে আয়ত্ত করে ফেল্‌লো, পারস্য নিজের লাভ ও নোক্‌ছানের প্রকৃত তাৎপর্য ও পার্থক্য হৃদয়ংগম করতে সমর্থ হলো। তাই ইরান আজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে—পেরেছে যে, পৃথিবীতে সত্যিকার বন্ধু তার কেউ নেই, ইরানী সম্পদের উপর ঈরানীদের নিজস্ব—অধিকার না বর্তানো পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা কিছুতেই সুদৃঢ় করে তুল্‌তে পারবেনা, আর ঈরানের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হচ্ছে তার তেল!

চৈতন্যের পর,

পারস্যের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আলী রয্‌ম আরা ঈরানের তেলসম্পদ জাতীয়করণের পক্ষপাতি ছিলেননা বলে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।—আলীরযমের পর হুছয়ন আলার গবর্ণমেণ্ট এক মাসের বেশী টিক্‌তে নাপারায় অবশেষে আকা—মোহাম্মদ মুছাদ্দিক প্রধান মন্ত্রীর গদীলাভ করেছেন। ইংরাজের বহুবিধ ধমক ও চোখরাঙানী সত্ত্বেও বিগত ২১শে জুন তারীখে ঈরাণের রাজধানী তিহ্‌রানস্থ অ্যাংলো ঈরাণী ওয়েল কোম্পানির অফিসগৃহগুলি পারস্যের জনমণ্ডলী দখল করে ফেলেছেন। আকা মুছাদ্দিক তেলের সমস্ত খনি দখল করে ফেলার জন্য দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর বেতার—বক্তৃতায় বলেছেন,—পারস্যে পঞ্চাশ বৎসরের পুরা-

www.ahlehadeethbd.org

"সমাজ"

আশ্‌রাফ ফারুকী

জামালশাহী শহরের শহরতলীর এক বর্ধিষ্ণু— মৎস্যজীবী-পল্লী। সরল আড়ম্বরহীন মৎস্যজীবিদের স্বচ্ছন্দ্য জীবন প্রণালী। ধর্মপরায়ণতা এদের সমাজ জীবনের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ মৎস্যজীবী পল্লী বলে কথিত হলেও এর সব গুলো পরিবার জীবিকা হিসেবে মৎস্য ব্যবসায়কে একমাত্র অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেনি। এদের অনেকেই কাষ্ঠ ও বস্ত্রের ব্যবসায় করে বেশ উন্নতি করেছেন। কেউ কেউ শহরে খাবার ও মনোহারী দোকান চালিয়ে বেশ দু পয়সা রোজগার করেছেন। চাকুরীজীবীও নিতান্ত কম নয়। যারা শুধু মাত্র মৎস্য ব্যবসায়ের উপর জীবিকা— নির্বাহ করে তারা বেশীর ভাগই অশিক্ষিত এবং তাদের আর্থিক অবস্থাও ব্যবসায়ের উত্থান পতনের সাথে পরিবর্তনশীল। গ্রামাঞ্চলের 'দিনমুজুর' বা সাধারণ কৃষকদের সাথে এদের জীবনধারার সংগতি আছে। তবু এ পল্লীর আর্থিক জীবন-মান শহরের অন্যান্য অংশের চেয়ে উন্নত। এ মহল্লার কয়েকটা পরিবার শিক্ষাদীক্ষাতেও শহরের যে কোন প্রতিষ্ঠ পরিবারের সমকক্ষতার দাবী করতে পারে। এমনি একটা শিক্ষিত পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কোন একটা বিশেষ পরিবারের সাথে পরিচিত হওয়াকে সৌভাগ্যের নিদান বলে মনে করাকে কেউ কেউ 'হাস্যকর' বা অনেকেই 'অপমানজনক' বলে মনে করতে— পারেন। কিন্তু আমি তাদের বিদ্রূপ বা ভ্রূকুঞ্চনকে বিন্দুমাত্র পরওয়া করিনে। এই পরিবারটির সাথে পরিচিত হওয়ায় এতদ্দেশীয় সামাজিক প্রথা ও বিধি-বিধান সমূহের বিরুদ্ধে যে বৈপ্লবিক দৃষ্টি লাভ করেছি তাকে আমি সৌভাগ্য বলেই মনে করে থাকি।— আমার পূর্বে ধারণা ছিল যে মৎস্যজীবীদের সকলেই শিক্ষাদীক্ষা ও পারিবারিক ঐতিহ্যে পশ্চাৎপদ। তাই এদের সাথে সামাজিক মেলামেশার প্রতিকূলে— কাউকে যুক্তি প্রদান করতে দেখলে তার বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেনি। কিন্তু আজকাল আমার ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

* * *

প্রায় দশ বৎসর আগের কথা। আমি জামালশাহী সরকারী বিদ্যালয়ে সবে ভর্তি হয়েছি। ছাত্রাবাসে থাকবার সঙ্গতি নেই। জায়গীর অভাবে লেখাপড়া কি করে চালাবো ভেবে পাচ্ছিনে। মাহমুদ বল্‌লো— রশীদ, আমি তোমাকে আমার বাসাতেই রাখতে পারি, কিন্তু লোকচক্ষুতে পাছে তোমায় হেয় হতে হয়, তাই বলতে সাহস করছিনে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বল্‌লুম— কেন? তোমার বাসায় থাকলে লোকে আমায় হীন ভাববে কেন?

সে শুষ্ক মুখে বললো— কারণ আমরা যে মৎস্যজীবীবংশীয়। লোকে আমাদের মেছুয়া বলে গালি দেয়। মেছুয়া বাড়ী খেলে নাকি 'মুছলমান'দের—

তন সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটেছে।

ঈরানের এ চেতনা যদি স্থায়ী হয় অর্থাৎ আকামুছাদ্‌দিক পারস্যের জনমণ্ডলীকে যে প্রতিশ্রুতি— দিয়েছেন তা যদি পালন করতে তিনি সমর্থ হন, তা হলে ঈরানে যে নব প্রভাতের সূচনা হবে তার শুভ্র আলোকে সমগ্র এশিয়া রওশন হয়ে উঠবে। এশিয়ার প্রতিটী রাষ্ট্র তার নিজস্ব সম্পদের ওপর যদি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে তার পুরাতন গৌরব আবার ফিরে আসবে, তাদের স্বাধীনতার অর্থ হবে বাস্তব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জাত থাকে না।

—সে কি? তোমরা মুছলমান নও?

—মুছলমান হলেও যে আমরা ভাগ্যদোষে—মৎস্যজীবী কুলে জন্মগ্রহণ করেছি। তোমাদের অভিজাত বংশীয়রা আমাদের 'ইতর' বলে মনে করে।

—যে সব অভিজাতরা আমার মতো অভিজাতকে দু মুঠো খেতে দিতে পারে না, আমার জাত নষ্ট—হওয়ার জন্যে তাদের দুশ্চিন্তার তো কোন কারণ দেখিনে। তুমি যদি দয়া করে আমায় থাকৃতে দাও তো নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।

* * *

দশ বৎসর পর আজ দেখতে পাচ্ছি সেই 'ইতর' মৎস্যজীবী পল্লীতে বহু 'ভদ্র' বংশীয় ছেলে আহার বাসস্থান পেয়ে জাত রক্ষা করছেন। 'মেছুয়া বাড়ীতে' ছেলে জায়গীর পেলে অনেক শরীফ ভদ্রলোকই আজ নিজকে ধন্য মনে করেন।

* * *

এই পল্লীর পূর্ব কথিত পরিবারটির গৃহস্বামী জনৈক হাজী ছাহেব অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও —পরোপকারী। তার নিজের সবগুলো সন্তানকেই উপযুক্ত শিক্ষার আলো দিয়ে সত্যিকার "মানুষ" —করেছেন। আমার বন্ধু মাহ্‌মুদ এই হাজী ছাহেবেরই কনিষ্ঠ পুত্র। আধুনিক শিক্ষিত অধ্যাপক হয়েও সে "প্রতিক্রিয়াশীল" খেতাব পেয়েছে। শিক্ষিত মহলে 'মধ্য যুগীয়' বলে তার দুর্নাম আছে। আধুনিক—অধিকাংশ শিক্ষিতের মতো সে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করতে পারেনি। কলেজের অর্থ শাস্ত্রের অধ্যাপক হয়েও অতি প্রগতিশীলদের মতো সে ইছ্‌লামী অর্থ শাসনের অকার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ অভিমত ব্যক্ত করে না, সাহিত্যে রুচি সম্পন্ন হয়েও রসের খাতেরে 'সাহিত্যে সুনীতি' অস্বীকার করে বাস্তববাদী হয়ে উঠেনি। 'প্রতিক্রিয়াশীল' হওয়ার জন্যে তার এ সব গুণই যথেষ্ট।

মাহ্‌মুদদের বাসার কাছেই তাদের কয়েকটা ভাড়াটে বাসা আছে। এম্‌নি একটা ভাড়াটে—বাসায় জনৈক ধর্মপরায়ণ ও বনেদী রাজকর্মচারী সপরিবারে বাস করেন। অফিসারটির একটি মাত্র কন্যা রূপে গুণে অলোকসামান্য। গল্পের নায়িকা সাধারণতই রূপসী হ'য়ে থাকে তবে আমার কাহিনীটির নায়িকা সুন্দরী না হলেও পারতো। শুধু সত্যের খাতেরেই তার যথার্থরূপ গোপন না করে প্রকাশ করলুম। তার নাম লতিফা।

অফিসার পত্নী মেয়েকে নিয়ে প্রায়ই হাজী সাহেবের বাড়ীতে তশ্‌রিফ আন্‌তেন।

হাজীপত্নী, কন্যা ও পুত্রবধুরা লতিফার রূপ ও ব্যবহার মাধুর্যে একেবারেই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। অফিসার পত্নীও হাজী মঞ্জিলের অন্তঃপুরচারীণীদের রূপ, গুণ ও শালীনতাদৃষ্টে এদের সামাজিক মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে আপন আপন অজ্ঞাতসারে হাজী পত্নীর সাথে সখিত্ব দৃঢ়ীকরণ করার সুন্দর যোগসূত্র আবিষ্কার করে নানা সুখময়ী কল্পনা—করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

* * *

একদিন কোন এক দিল্‌খোশ মুহূর্তে অফিসার-পত্নী স্বামীকে বললেন—ওগো চক্ষের মাথা কি খেয়ে বসেছ? মেয়ে যে আইবুড়ো হয়ে চল্‌লো সেদিকে যে বড় খেয়াল নেই…………আগামী চৈত্রে বারো পেরিয়ে তেরোতে পা দিবে…………এদিকেও তো একটু নজর দিতে হয়।

তোমার যত আজব কথা…………বার বছরেই মেয়ে আইবুড়ো হয়ে গেলো? আমার সাথে যখন তোমার বিয়ে হয় তখন তোমার বয়স কত ছিল মনে পড়ে?

—না হয় ষোলই হলো—একটু চোখ টিপে স্ত্রী বল্লেন—তুমি যখন আমাকে পড়াতে তখন আমি এক রত্তি মেয়ে না—? ন-কি দশ! তুমি আমায় কত যে নির্যাতন করতে! সে সব নীরবে সহ্য করেছি শুধু ভবিষ্যতের আশাতেই না! আশা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মেয়েরা বয়স বেশী হলেও ছোট থাকে,—নিরাশাতেই মেয়েরা ছোট বয়সে আইবুড়ো হয়ে পড়ে। অতঃপর গলা আরো নিচু করে বলতে—

www.ahlehadeethbd.org

পারেন—দেখ, আমি একজন ছেলের খবর রাখি। লতিফার সাথে সুন্দর মানাবে। হাজী সাহেবের ছোট ছেলে মাহমুদ এবার বি,এ পরীক্ষা দিয়েছে।—তোমার কাছে কেমন লাগে ছেলেটাকে?

ছেলেটাতো খুবই অমায়িক আর ভদ্র; কিন্তু ভুলে যাও কেন ছেলেটা কোন বংশীয়? হাজী ছাহেবের মতো লোক বড় একটা দেখতে পাইনে—তাঁর ছেলে গুলোত একেকটা রত্ন। কিন্তু তবু সমাজকে উপেক্ষা করবো কি করে? সমাজে যা অচল, সমাজের চোখে যা বিসদৃশ তাকে না মেনে উপায় কী? আর সমাজের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম—কিন্তু আব্বা আম্মাজান 'কফু' না মিলিয়ে বিয়ে দিতে কিছুতেই রাজী হবেন না—। আব্বার পূর্ব পুরুষের ছেল্‌ছেলা বখ্‌তিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন খিল্‌জী থেকে সুরু হয়েছে। আর আম্মা জন্মেছেন হিন্দুস্তানে ইছ্‌লাম প্রচারের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ আওলিয়া শেখ আখ্‌তারুদ্দিন ফরিদের বংশে। কাজেই তারা কিছুতেই বনেদী "শরীফ মহল" ছাড়া লতিফার বিয়েতে সম্মতিদেবেন না! কাজেই কি করে হবে?

—তাতো ঠিকই। গুরুজনের অসম্মতিতে—তাদের দোয়া খায়ের ছাড়া কি কোন শুভ কাজ করা যায়! তারপর উভয়েই নীরব।

* * *

আরো তিনটি বছর অতীতের কোলে ঢলে পড়েছে। মাহ্‌মুদ এম, এ পাশ করে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করছে। লতিফা প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। লতিফার দাদা দাদি এন্তেকাল ফরমায়েছেন। অফিসার ছাহেবের ঢাকাস্থ স্থায়ী বাসার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আর কেউ না থাকায় চেষ্টা-তদ্‌বির করে তিনি ঢাকায় বদলী—হয়েছেন। স্যার নাজিমুদ্দিন রোডে তাঁর সুদৃশ্য দ্বিতল প্রাসাদ আভিজাত্যের পরিচয় দিচ্ছে। লতিফার মা জামালশাহীর স্মৃতি ভুলতে পারেন না। মাঝে মাঝে মাহমুদের মার কাছে পত্রাদি দিয়ে কুশলাদি অবগত হন।

—হ্যাগো, মাহমুদ নাকি ঢাকা কলেজের—প্রফেসর, তার সাথে তোমার দেখা হয়না?

—প্রায়ই দেখা হয় তার সাথে। আমাদের অফিসের সামনেই তার কলেজ।

—মাঝে মাঝে আসতে বলনা কেন? ওদের ওখানে কত এহ্‌ছান পেয়েছি, কি একটা মধুর প্রীতি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমাদের সাথে ওদের পরিবারের।

—আমি তো তাকে প্রতিদিনই আস্‌তে বলি। তার সময় খুব কম— তাই সে আস্‌তে পারেনা। "সমাজ" বলে একটা পত্রিকার সম্পাদনা করছে সে। মুছলমান সমাজে প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস, যুক্তিহীন সংস্কার ও ইছলাম বিরোধী সামাজিক কুপ্রথার—মুলোচ্ছেদ করবার উদ্দেশ্যেই আল্লার কছম খেয়ে লেখনী ধরেছে মাহমুদ। ছেলেটার কি অদম্য উৎসাহ, কি অপূর্ব কর্মপ্রেরণা!

—তার পত্রিকার কথা তো এতদিন বলনি, কেমন চল্‌ছে সে পত্রিকা? সমাজপতিদের কাছে "সমাজের" প্রভাব-প্রতিক্রিয়াই বা কেমন মনে হচ্ছে?

—সমাজের সাধারণ ও মধ্যবিত্ত স্তরের মধ্যে 'সমাজ' পত্রিকার প্রচারক্ষেত্র প্রায় সীমাবদ্ধ।—ধনী ও অভিজাত মহলে এর প্রতিষ্ঠা আজো হয়নি। সমাজপতিদের মনগড়া সমাজবিধানের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে 'সমাজ'। তাই কায়েমী স্বার্থবাদী জমিদার, প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত ও ব্যবসায়ী পীর-মোল্লাদের মহলে চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

—মাহমুদের এই জিহাদে সামিল হওয়ার জন্যে উপযুক্ত উদার প্রাণ ধনীব্যক্তি কি কেহই এগিয়ে আসছেনা? ইছলামের সামাজিক সাম্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে উচ্চমহলবাসীদের কেহই কি তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না? মুছলমানে মুছলমানে আজ ভেদের যে সুউচ্চ প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে,—তাকে তীক্ষ্ণ শাবলাঘাতে চূর্ণকরে এক সমতলে দণ্ডায়মান হয়ে উদার বিস্তির্ণ আকাশতলে আল্লার সাম্য-মহিমা উপলব্ধি করার জন্যে আজো কি কেহই—আগ্রহশীল হয়ে উঠেনি?

৩৭১ পৃষ্ঠার শেষাংশে দ্রষ্টব্য

www.ahlehadeethbd.org

... মুহাম্মদ লাইব্রেরী, ... স্থাপিত- ১৯৬৬ ... পোঃ খোর্দ ... রাজশাহী

যাকাতুল-ফিত্‌র

(২)

রামাযানের শেষসূর্য অস্তমিত হওয়ার সংগে—সংগে ফিত্‌রা ফরয হয় বলিয়া যাঁরা অভিমত দিয়াছেন তাঁরা রছুলুল্লাহর (দঃ) الفطر من رمضان। উক্তি 'রামাযানের ইফ্‌তার' হইতে দলীল গ্রহণ—করিয়াছেন, কারণ সূর্যাস্তের পরেই ইফ্‌তার ওয়াজিব হইয়া থাকে। অন্য পক্ষ বলেন যে, রামাযানে প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর সাধারণতঃ যে ইফ্‌তার ফরয — হইয়া থাকে উল্লিখিত হাদীছে তাহা কথিত হয় নাই, প্রকৃত ইফ্‌তার ছিয়ামের শেষে ঈদের উষা উদিত হওয়ার সংগেই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং উল্লিখিত — হাদীছ সূত্রে ফিত্‌রাও সেই মুহূর্তে ফরয হইবে। *

ইমাম ইব্‌নে দকীকুলঈদ বলেন,— উভয়বিধ সিদ্ধান্তের জন্য উপরি উক্ত হাদীছকে দলীল-রূপে ব্যবহার করা — দুর্বল, কারণ 'রামাযানের ফিত্‌রা' শব্দ দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, ওজুবের সময়ও উহাই, বরং প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত হাদীছে ফিতর —

وكلا الا ستد لالين ضعيف لان اضافتها الى الفطر من رمضان لايستلزم انه وقت الوجوب بل يقتضى اضافة الزكوة الى الفطر من رمضان ... فيؤ خذ وقت الوجوب من امرآخر -

শব্দের সহিত যাকাৎকে সম্পর্কিত করা হইয়াছে, রামাযানকে নয়। উহা দ্বারা শুধু যাকাতুল ফিত্‌রের ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। এবং ওজুবের সময় নির্দিষ্ট, করার জন্য অন্য আদেশ অনুসন্ধান করিতে হইবে। *

হাফিয ইবনে হজর বলেন যে, ঈদের উষা উদিত হওয়ার সংগে ফিত্‌রা ওয়াজিব হইবার উক্তি বলিষ্ঠ, কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) ঈদের নমাযের জন্য বহির্গত হইবার পূর্বে ফিত্‌রা প্রদান করার আদেশ দিয়াছেন। † কিন্তু আমার বিবেচনায় উক্ত মর্মের হাদীছ গুলির সাহায্যে ফিত্‌রা আদা করার শেষ সময় — নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, ওজুবের সময় নির্ধারিত হয় নাই।

ইমাম মালিক, শাফেয়ী, বুখারী, আবুদাউদ, ইব্‌নে আবুশয়বা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে,— كان يبعث بزكاة الفطر الى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة - ফিত্‌রা যাহার নিকট জমা হইত, আবদুল্লাহ বিনে উমর তাঁহার কাছে ঈদুল ফিত্‌রের দুই, তিন দিন পূর্বে তাঁহার যাকাতুল ফিত্‌র প্রেরণ করিতেন। ইমাম বুখারী নাফেঅ এর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, وكانو يعطون قبل الفطر بيوم او يومين - ছাহাবাগণ এক দিন,

* ফত্‌হুলবারী (৩) ২৯১ পৃঃ।

* ইহ্‌কামুল আহ্‌কাম (২) ৫ পৃঃ।

† ফত্‌হুলবারী (৩) ২৯১ পৃঃ।

---

৩৭০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

—মাহ্‌মুদের মহতী উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলবার জন্যে তথাকথিত বনেদী ধনিকদের কোনপ্রকার প্রকাশ্য সাহায্য বা সহানুভূতি আজো পরিলক্ষিত হচ্ছে না। শুনেছি নিকারী ও তাঁতী সম্প্রদায়ের কতিপয় ধনবান ব্যক্তির অর্থানুকূল্যেই তার পত্রিকা চল্‌ছে। তবে বর্তমান সমাজে যারা উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত তাদেরও অনেকেই যে প্রাণে প্রাণে মাহ্‌মুদের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি। * * *

... ... লতিফার আব্বা আম্মার কথাবার্তা আর অগ্রসর হতে পারেনা। দুজনেরই অন্তরে ইছলামী সাম্যের জ্বলন্ত আদর্শ স্থাপনের একটা দুর্বার আকাঙ্খা জেগে উঠে, আবার চিন্তাস্রোতে ডুবে যায়। ... ...

আগামী বারে সমাপ্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অথবা দুই দিন পূর্বে ফিত্‌রা প্রদান করিতেন। ‡

ইমাম হাছান বছ্‌রীও ঈদুল ফিত্‌রের দু, এক দিবস পূর্বে ফিত্‌রা পরিশোধ করা দোষাবহ বিবেচনা করিতেননা।

মোটের উপর, ফিত্‌রা বাহির করার সময় সম্বন্ধে বিদ্বানগণ একমত হইয়াছেন যে, ঈদের নমাযের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে নির্গত হইবার অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত উহা বাহির করিতে হইবে। ইমাম মালিক বিনে আনছ, হাছান বিনে যিয়াদ লুলভী এবং হাফিয ইব্‌নে হযম বলেন যে, ঈদের প্রভাতের পূর্বে ফিত্‌রা বাহির করা জায়েয নয়।

ইমাম হাছান বছ্‌রী ও ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন যে, ঈদের দুই দিন পূর্ব পর্যন্ত ফিত্‌রা বাহির করা চলিবে, তাহার পূর্বে বাহির করা জায়েয হইবেনা।

ইমাম শাফেয়ী দুই তিন দিবসের অগ্রেও ফিত্‌রা বাহির করা জায়েয বলিয়াছেন।

ইমাম আবুহানীফাও ঈদের পূর্বে ফিত্‌রা প্রদান করা জায়েয বলিয়াছেন, কিন্তু কত দিন পূর্ব পর্যন্ত দেওয়া চলিবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেননাই।

হানাফী বিদ্বানগণের মধ্যে খলফ বিনে আইয়ুব বলেন যে, রামাযানের মাস সমাগত হইলেই ফিত্‌রা প্রদান করা যাইতে পারিবে।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহ্‌লভী উপরিউক্ত অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের সমসাময়িক আল্লামা ছাআতী 'গায়তুল আমানী' গ্রন্থে ইহাকে ইমাম শাফেয়ীর অভিমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

হানাফী বিদ্বানগণের মধ্যে নওহ বিনে মর্‌ইয়ম বলেন যে, রামাযানের শেষার্দ্ধের যে কোন দিন পর্যন্ত ফিত্‌রা দেওয়া চলিবে, শেষার্দ্ধের পূর্বে দিলে উহা সিদ্ধ হইবেনা।

কেহ কেহ বলেন যে, রামাযানের শেষ দশদিনের মধ্যে দেওয়া চলিবে, তার পূর্বে নয়।

হানাফী ফিক্‌হের খুলাছা গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দশ বৎসরের আগাম ফিত্‌রা প্রদান করা জায়েয। *

আমাদের অভিমত আবদুল্লাহ বিনে উমর, হাছান বছরী, শাফেয়ী ও আহমদ বিনে হাম্বল প্রভৃতি বিদ্বানগণের অনুরূপ। অর্থাৎ ঈদের দুই তিন দিবস পূর্ব হইতে পহেলা শওয়ালে ঈদগাহে রওয়ানা হইবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ফিত্‌রা প্রদান করা জায়েয হইবে, কারণ এ সম্পর্কে স্পষ্ট হাদীছ ও আছার বিদ্যমান রহিয়াছে। ঈদের দুই তিন দিবসেরও পূর্বে ফিত্‌রা আদা করার কোন প্রমাণ নাই।

ফিত্‌রা পরিশোধের শেষ সময়,

ইমাম মালেক ঈদের সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত ফিত্‌রা প্রদান করাকে জায়েয এবং ইহার অধিক বিলম্বকরাকে হারাম বলিয়াছেন। †

ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, ঈদের পূর্বে ফিত্‌রা বাহির করা মুছতহব এবং ঈদের সমস্ত দিনমানের মধ্যে উহা পরিশোধ্য।

ইব্‌নেছিরীন ও ইবরাহীম নখয়ী ঈদের পর অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করার অনুমতি দিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মদও বিলম্বিত করাকে দোষাবহ বলেননাই।

হিদায়ায় কথিত হইয়াছে যে ঈদের দিনের অতিরিক্ত বিলম্বিত করিলে ফিত্‌রা আদা হইবেনা।

ইব্‌নে রছলান ও ইব্‌নে হযমের অভিমত এই যে, ঈদের নামাযের জন্য বাহির হইবার পূর্বেই ফিত্‌রা প্রদান করিতে হইবে, বিলম্বিত করা হারাম।

আমরা এবিষয়ে মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের সহিত একমত হইতে পারিনাই, কারণ বিলম্বিত করার বৈধতা অপ্রমাণিত, পক্ষান্তরে আবুদাউদ, দারকুত্‌নী ইব্‌নেমাজা ও হাকিম প্রভৃতি আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়া- من ادى زكاة الفطر قبل

‡ মুওয়াত্তা (১) ২১৮; বুখারী ফত্‌হসহ (৩) ২৯৮পৃঃ; আবুদাউদ (২) ২৫ পৃঃ।

* মুওয়াত্তা ও মুছাফ্‌ফা (১) ২১৮; মছায়েলে ইমাম আহমদ ৮৫ পৃঃ; ফত্‌হুল বারী (৩) ২৯৯ পৃঃ; হিদায়া, ফত্‌হুল কদীর; নিহায়াসহ (২) ৪২ পৃঃ।

† শরহে মুয়াত্তা যুরকানী (২) ৮৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ছেন, যে ব্যক্তি যাকা- الصلوة فهى زكوة مقبولة
তুল ফিত্‌র ঈদের— ومن اداها بعد الصلوة فهى
নমাযের পূর্বে আদা صدقة من الصدقات —
করিল, তাহার দান যাকাতুল ফিত্‌র রূপেই গ্রাহ্য হইবে আর যে ব্যক্তি ঈদের নমাযের পর আদা করিল তাহার দান সাধারণ ছদ্‌কার পর্যায়ভুক্ত—হইবে, অর্থাৎ উহা যাকাতুলফিত্‌র রূপে গণ্য হইবেনা। এই হাদীছ বুখারীর শর্তানুসারে বিশুদ্ধ, সুতরাং রছুলুল্লাহর (দঃ) স্পষ্ট নির্দেশ মত ফিত্‌রাকে ঈদের নমাযের পর বিলম্বিত করা বৈধ নয়।

যাকাতুলফিত্‌র কিসের সাহায্যে আদা করিতে হইবে?

হাদীছে আট প্রকার খাদ্যবস্তুর নাম স্পষ্টভাবে এবং এক প্রকার খাদ্যবস্তুর নাম মোটামুটিভাবে উল্লিখিত আছে, যথা—খেজুর, যব, খোসাহীন যব জাতীয় খাদ্যশস্য ছুল্‌ত, কিশ্‌মিশ, গম, পনীর, আটা ও ছাতু। আর ব্যাপক-অর্থে কথিত হইয়াছে তাআম বা—ভোজ্য।

খেজুর, যব, কিশ্‌মিশ, পনীর ও তাআমের—হাদীছগুলি ইমাম মালিক, আহমদ, বুখারী, মুছলিম, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাছায়ী, ইবনেমাজা দারকুত্‌নী, দারমী, তাহাবী ও বয়হকী প্রভৃতি—আবদুল্লাহ বিনে উমর ও আবুছঈদুলখুদ্‌রীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। * এই সকল হাদীছ বিশুদ্ধ এবং ওগুলি সম্বন্ধে কোন দিকদিয়া কোন ত্রুটী বিদ্বানগণ ধরিতে পারেননাই।

যেসকল হাদীছে খোসাহীন চাউল জাতীয় খাদ্যশস্যের উল্লেখ আছে সেগুলির কতক হাকিম—ও যহবী আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, হাকিম উক্ত হাদীছকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং যহবী হাকিমের দাবীকে সাব্যস্ত রাখিয়াছেন। *

চাউল জাতীয় খাদ্য শস্যের হাদীছ দারকুত্‌নী, আবুদাউদ ও নাছায়ী প্রভৃতি ইবনেউমর ও আবুছঈদুল খুদ্‌রীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনেখুযয়মা ও দারকুতনী কর্তৃক এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছের ছনদ বিচ্ছিন্ন। +

গমের হাদীছ হাকিম ও যহবী ইবনে—উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং হাদীছটীকে উভয়েই বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু—হাফিয ইবনেহয্‌ম ছনদের জনৈক রাবীর জন্য উহাকে দুর্বল বলিয়াছেন। বয়হকী ও ইবনেহয্‌ম এ সম্পর্কে যে হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহার ছনদ—বিচ্ছিন্ন এবং রাবী অবিশ্বস্ত। গমের অন্যান্য হাদীছগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। ‡

আটার হাদীছ দারকুত্‌নী, আবুদাউদ ও নাছায়ী প্রভৃতি আবু ছঈদুল খুদ্‌রীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আবুদাউদ বলিয়াছেন, ছনদের অন্যতম রাবী ছুফ্‌য়ান বিনে ওয়েনিয়ার ভুলে এই হাদীছে আটার কথা যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ¶ আটার হাদীছ ইবনে খুযয়মা ও দারকুতনী আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের বাচনিকও বর্ণনা করিয়াছেন। §

ছাতুর হাদীছও ইবনেখুযয়মা ও দারকুত্‌নী ইবনে আব্বাছের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। §

আটা ও ছাতুর যে হাদীছ ইবনে খুযয়মা ও—দারকুত্‌নী আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহার ছনদ বিচ্ছিন্ন, কারণ রাবী মোহাম্মদ বিনে ছীরীনের আবদুল্লাহ বিনেআব্বাছের নিকট শ্রবণ প্রমাণিত নয়। ইমাম আহমদ, ইব্‌নুল মদীনী, ইবনেমুঈন ও বয়হকী বলিয়াছেন যে,—

* মুওয়াত্তা ও মুছাউয়া (১) ২১৭; মুছ্‌নদে আহ্‌মদ (৯) ১৩৪, বুখারী ও ফত্‌হ (৩) ৩৯১ পৃঃ, মুছ্‌লিম (১) ৩১৭; আবুদাউদ (২) ২৬; তিরমিযি (২) ২৮; দারকুতনী (১) ২২৯; মুছতদ্‌রক (১) ৪০৯ ও—৪১১ পৃঃ।

* মুছতদ্‌রক ও তল্‌খীছ (১) ৪০৯।

+ দারকুত্‌নী (১) ২২৩; আবুদাউদ (২) ২৮ পৃঃ; মুহাল্লা (৬) ১২৫ পৃঃ।

‡ মুছতদ্‌রক ও তল্‌খীছ (১) ৪১১; মুহাল্লা (৬) ১২১ ও ২২৫ পৃঃ; বয়হকী (৪) ১৬৮ পৃঃ।

¶ দারকুত্‌নী (১) ২২৩; আবুদাউদ (২) ৩০ পৃঃ।

§ নয়লুল আওতার (৪) ১৫৬।

www.ahlehadeethbd.org

ইব্‌নে ছীরীন ইব্‌নে আব্বাছের নিকট হইতে কিছুই শ্রবণ করেননাই। *

ইমাম মালিক, আহ্‌মদ, বুখারী, মুছ্‌লিম,— আবুদাউদ, নাছায়ী, তিরমিযী, দারকুত্‌নী, দারমী তাহাবী ও বয়হকী আবুছঈদুল খুদ্‌রীর বাচনিক এবং ইব্‌নে খুযয়মা ও দারকুতনী ইব্‌নে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন,

كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب –

—আমরা রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে এক ছা 'তাআম' অথবা এক ছা যব 'অথবা এক ছা— খেজুর অথবা এক ছা পনীর অথবা এক ছা কিশ্‌মিশ ফিত্‌রা বাহির করিতাম। 'তাআমে'র হাদীছ আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রমুখাৎ ইবনেখুযয়মা ও দারকুত্‌নী এবং আওছ বিনে হদছানের বাচনিক দারকুত্‌নী রেওয়ায়ত করিয়াছেন। প্রথম হাদীছের ছনদ বিচ্ছিন্ন এবং দ্বিতীয়টীর ছনদের অন্যতম রাবী উমর বিনে মোহাম্মদ বিনে ছহবানকে নাছায়ী, রাযী ও দারকুত্‌নী পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন, ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল বলেন যে, উমর বিনে মোহাম্মদ কিছুই নন। †

বুখারী ও তাহাবী আবুছঈদুল খুদ্‌রীর প্রমুখাৎ 'তাআম' সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভাবে দুইটী হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। বুখারীর রেওয়ায়ত সূত্রে আবুছঈদ—

كنا نخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام' وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر -

বলেন যে, আমরা— রছুলুল্লাহর (দঃ)— যুগে ঈদুল ফিত্‌রের দিবস এক ছা 'তাআম' ফিৎরা বাহির করিতাম। আমাদের 'তাআম' ছিল—যব, কিশ্‌মিশ, পনীর ও খেজুর। তাহাবীর বর্ণনা সূত্রে আবুছঈদ বলেন, রছুলুল্লাহর—

انما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاع من اقط' لانخرج غيره' فلما كثر الطعام فى زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة –

(দঃ) যুগে আমরা কেবল এক ছা খেজুর অথবা এক ছা যব,— অথবা এক ছা পনীর ফিত্‌রা বাহির করিতাম, ইহা ব্যতীত— অন্য কোন জিনিষের সাহায্যে আমরা ফিত্‌রা দিতামনা। তারপর— মুআবিয়ার রাজত্বে যখন 'তাআমে'র পরিমাণ বাড়িয়া গেল, তখন তিনি উহা দুই মুদ অর্থাৎ অর্ধ ছা গমের সমকক্ষ স্থির করিলেন। *

তাআমের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণের মতভেদ.

ইমাম নববী, ইমাম খত্তাবী প্রভৃতি শুধু গমকে 'তাআম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু হাফিয ইব্‌নুল মন্‌যর বলেন, এ কথা সঠিক নয়, কারণ হযরত আবুছঈদ তাআম শব্দ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া পরে উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ যব, কিশ্‌মিশ, পনীর ও খেজুর উল্লেখ করিয়াছেন, এই ব্যাখ্যার মধ্যে গমের উল্লেখ নাই। তাহাবীর রেওয়ায়ত সূত্রে ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমীর মুআবিয়ার রাজত্ব কাল পর্যন্ত গম ছাহাবাগণের খাদ্য ছিলনা, কারণ— তখন পর্যন্ত উহার প্রাচুর্য ঘটে নাই এবং উহা মদীনা বাসীদের খাদ্যে পরিণত হয় নাই। সুতরাং যে দ্রব্য মওজুদ ছিলনা, ছাহাবাগণ তাহার সাহায্যে ফিত্‌রা প্রদান করিতেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। হাফিয ইব্‌নে হজর বলেন, উল্লিখিত হাদীছ-সমূহ দ্বারা জানা যায় যে, হাদীছে উল্লিখিত 'তাআম' শব্দের অর্থ গম নয়। উহার অর্থ চিনা (ذرة) হওয়া সম্ভবপর, কারণ হিজাযবাসীদের কাছে চীনা সুপরিচিত, এবং তাহাদের উহা প্রধান খাদ্য ছিল। জওযকী আবুছঈদ খুদ্‌রীর বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন,—

صاعا من تمر' صاعا من سلت او ذرة –

খেজুরের এক ছা,— খোসাবিহীন যব —

* নছ্‌বুর রায়া ৪৩০ পৃঃ ; তা'লীকুল-মুগনী (১)— ২২২ পৃঃ।

† নছ্‌বুর রায়া ৪৩০।

* ছহীহ্ বুখারী (১) ১৭৩; শরহো মআনীল— আছার (১) ৩১৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

জাতীয় চাউলের এক ছা অথবা চীনার এক ছা।*

উল্লিখিত দুইটী চরম দল ব্যতীত আর একটী তৃতীয় দল তাআমের অর্থ করিয়াছেন যে, যব কিশ্‌মিশ আর পনীরকে যেরূপ তাআম বলা হয়, গম ও চাউল প্রভৃতি সমুদয় ভোজ্য দ্রব্যের উপরও উহার তদ্রূপ প্রয়োগ হইবে, পরিমাণে উহা অল্পই হউক আর বিস্তর হউক, তাঁহাদের কাছে মওজুদ থাকুক কি না থাকুক।

জওহরী বলেন, যাহা খাওয়া হয়, তাহা 'তাআম'। কখন কখন নির্দিষ্ট ভাবে গমের জন্য উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ✝ الطعام مايؤكل و ربما خص بالطعام البر —

মুতারিযী বলেন, যাহা খাওয়া হয় — তাহার নাম 'তাআম', যেরূপ যাহা পান করা হয়— তাহাকে শরাব বলা হইয়া থাকে। ‡ الطعام اسم لما يؤكل كالشراب لما يشرب —

মিছ্‌বাহের গ্রন্থকারও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।¶

ফিরোযাবাদী বলেন, গম এবং যেসকল দ্রব্য খাওয়া হয়, সেগুলি 'তাআম'। যম্মাযুক্ত 'তু-মা' বলে ভোজ্য-বস্তু বা আহার্যকে। আহার ও পানীয়ের মধ্যে যে মিষ্টতা বা তিক্ততা থাকে, তাহা দ্রব্যের— ত-অম (ফত্‌হাযুক্ত) রূপে কথিত হয়। § البر وما يؤكل والطعمة بالضم المأكلة — وطعم الشئ حلاوته ومرارته وما بينهما يكون فى الطعام والشراب —

ইব্‌নুত্‌তর্‌কমানী বলেন,— শুধু গমের জন্য যেমন 'তাআম' শব্দ প্রয়োগ হয়, তেমনি সমুদয় খাদ্য দ্রব্যের জন্য— উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ‡ الطعام كما يطلق على البر وحده يطلق على كل ما يؤكل —

যয়লয়ী বলেন, সকল প্রকার খাদ্য— দ্রব্যের জন্য 'তাআম' শব্দের প্রয়োগ হয়। * الطعام يطلق على كل مأكول —

মোহাম্মদ তাহির পট্টনী বলেন, গম, যব ও খেজুর এবং অন্যান্য সমুদয় বস্তু যাহা ভক্ষণ করিয়া মানুষ জীবনধারণ করে, সে— গুলির জন্য 'তাআম' শব্দ প্রযুক্ত হইবে। ফল আস্বাদ যুক্ত এবং ভক্ষণের উপযোগী হইলে বলা হয়— ফল 'তাআম' হইয়াছে। ✝ الطعام عام فى كل ما يقتات من الحنطة و الشعير والتمر وغيرها — اطعمت الثمرة اى صارت ذات طعم وشيئا يؤكل منها

ইব্‌নুল্‌হুমাম বলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে ছাহাবাগণ যদি গমকে 'তাআম' রূপে ফিত্‌রার জন্য বাহির — করিতেন, তাহা হইলে এ কথা আবু ছঈদুল খুদ্‌রী আমীর মুআবিয়ার প্রতিবাদে — সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতেন, কারণ উক্ত— ঘটনার ভিতর মুআবীয়ার স্পষ্ট খণ্ডন— বিদ্যমান ছিল। মোটের উপর হাদীছে উল্লিখিত 'তাআমে'র অর্থ ব্যাপক, অর্থাৎ সকল প্রকার খাদ্য, যাহা খাইয়া মানুষ জীবন ধারণ করে, শুধু গম নয়। ‡ فلو كانت الحنطة من طعامهم الذى يخرج فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم لبادر ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه الى ذكره قبل الكل' اذ فيه صريح مستندة فى خلاف معاوية — وعلى هذا يلزم كون الطعام فى الحديث مرادا به الاعم لاالحنطة بخصوصها'

মুল্লা আলীকারী মির্‌কাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,— আমাদের বিদ্বানগণ বলিয়া থাকেন যে, 'তাআমে'র অর্থ — قال علماؤنا : المراد بالطعام المعنى العام

* ফত্‌হুল বারী (৬) ৬৪ পৃঃ; নয়লুল আওতার (৪) ১৫৫ পৃঃ।
✝ মুখ্‌তারুছ্‌ছিহাহ ৪৮৬ পৃঃ।
‡ মুগরব (২) ১৪ পৃঃ।
¶ মিছ্‌বাহ (২) ১০ পৃঃ।
§ কামুছ (৪) ১৪৪ পৃঃ।
‡ জওহরুন্নকী (৪) ১৬৫ পৃঃ।

* নছবুর্‌রায়া ৪২৫ পৃঃ।
✝ মজ্‌মাউল বিহার (২) ৩০৯ ও ৩১০ পৃঃ।
‡ ফত্‌হুলকদীর (২) ৩৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যাপক, উহা তাহার পরবর্তী শব্দগুলি যথা যব, খেজুর প্রভৃতি শব্দের সহিত সমুচ্চয়ার্থক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। *

فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص على العام -

ফলকথা 'তাআমে'র এই ব্যাপক অর্থই সঠিক, শুধু খেজুর বা শুধু গম 'তাআমে'র অর্থ নয়, পক্ষান্তরে গম বা খেজুরকে 'তাআমে'র বহির্ভূত মনে—করাও সঠিক নয়। আমাদের পরিগৃহীত অর্থ — আরাবী অভিধান দ্বারা প্রমাণিত এবং সমুদয় হানাফী ফকীহ্ কর্তৃক সমর্থিত। অন্যান্য স্কুলেরও বহু বিদ্বান-আমাদের পরিগৃহীত অর্থকে অগ্রগণ্য করিয়াছেন। শরীঅতের উদ্দেশ্যের সহিত এই অর্থই সর্বাপেক্ষা—অধিক সুসমঞ্জস, কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) বিশ্বনবীরূপে আগমন করিয়াছেন, তাঁর শরীঅত্ আরব ও আজম ইউরোপ ও এশিয়া নির্বিশেষে সকল জাতির জন্য সর্বশেষ বিধান রূপে বিশ্বমানবের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। ভূভাগের বিভিন্ন স্থানে এরূপ অনেক লোক রহিয়াছে, যাহাদের সংগে খেজুর বা যবের কোন সম্পর্ক নাই, কিশ্‌মিশ বা পনীর তাদের খাদ্যই নয়, এই শ্রেণীর লোকদিগকে যাকাতুলফিত্‌রে খেজুর বা গম বা কিশ্‌মিশ বা পনীর বাহির করার জন্য নির্দেশ—দেওয়া কখনই সংগত বিবেচিত হইতে পারেনা। আর 'তাআম'কে ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের—প্রধান খাদ্যবস্তুর অর্থে গ্রহণ করিলে ফিত্‌রার আদেশ প্রতিপালন করা সহজসাধ্য এবং 'যাকাতুল ফিত্‌রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। সংগে সংগে ইহাও জানা—আবশ্যক যে, যে সকল বস্তু ভোজ্য নয়, অর্থাৎ কাঁচা বা রাঁধা গলাধঃকরণ করা যায়না এবং যেসকল বস্তু মানুষের প্রধানখাদ্য নয় অর্থাৎ যাহা খাইয়া মানুষ জীবনধারণ করেনা, সে সকল বস্তু 'তাআমে'র পর্যায়ভুক্ত নয়, যেমন ধান্য, ছব্‌যী, ডাইল ইত্যাদি।

واذا كان الطعام يطلق على كل ماكول' فالعمل على هذا الحديث انفع واسهل على جميع المسلمين من طبقات الارض' لان المقصود من خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس اقواتهم' والله اعلم بالصواب -

ফিত্‌রার দ্রব্য সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদের সারাংশ,

যাহেরী আহলেহাদীছগণের ইমাম হাফিয — ইব্‌নেহয্‌ম বলেন, খেজুর আর যব ছাড়া অন্য কোন জিনিষের ফিত্‌রা জায়েয নয়। পনীর, কিশ্‌মিশ, গম, গমের বা যবের আটা, রুটি অথবা দ্রব্যের মূল্য দ্বারা ফিত্‌রা আদা হইবেনা।

ইমাম ছাহেবের বক্তব্যের সারাংশ এই যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) মুছনদ হাদীছে উল্লিখিত দ্রব্য ছাড়া অন্য দ্রব্যের সাহায্যে ফিত্‌রা পরিশোধ করা জায়েয হইবে না এবং যে সকল হাদীছে তাআম, পনীর ও কিশ্‌মিশের উল্লেখ আছে, সেগুলি মুছনদ নয়, এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্মতি উল্লিখিত দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে—পাওয়া যায় নাই। *

ইমাম ছাহেবের সিদ্ধান্ত এবং প্রমাণ আংশিক ভাবে সঠিক নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে খেজুর ও যবের — সাহায্যে যেরূপ ফিত্‌রা জায়েয, তাআম, কিশ্‌মিশ ও পনীরের সাহায্যেও সেই রূপ ফিত্‌রা নিশ্চিত রূপে জায়েয হইবে। আবু ছঈদ খুদ্‌রীর উক্তি — আমরা বাহির করিতাম— كنا نخرج (বুখারী, মুছলিম ও বয়হকী), আমরা যাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করিতাম — كنا نعطى زكاة الفطر - (বুখারী) ইত্যাকার কথার দরুণ ইমাম ইব্‌নেহয্‌ম এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, ছাহাবাগণের 'তাআম' ও পনীর ইত্যাদির ফিত্‌রা রছুলুল্লাহ (দঃ) অবগত ছিলেন না, কিন্তু মুছলিম হযরত আবু ছঈদের প্রমূখাৎ স্পষ্ট ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমরা উল্লিখিত জিনিষ—গুলির ফিত্‌রা বাহির করিতাম এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের মধ্যে — বিদ্যমান ছিলেন। † সুতরাং 'তাআম,' পনীর ও কিশ্‌মিশের ফিত্‌রা মুছনদ হাদীছের সাহায্যেই প্রমা-

كنا نخرج و رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا -

* তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী (২) ২৭ পৃঃ।

* মুহাল্লা (৬) ১২৫ পৃঃ।

† মুছ্‌লিম (১) ৩১৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

পিত। ইমাম বয়হকী বলিতেছেন, এই সকল হাদীছের সাহায্যে পনীর ইত্যাদির ফিতরার অনুমতি রছুলুল্লাহ—(দঃ) পর্যন্ত পৌছিতেছে। ছাহাবাগণ যে সকল দ্রব্যের — ফিত্‌রা বাহির করিতেন, যদি সেগুলি না জায়েয— হইত, তাহা হইলে রছুলুল্লাহ (দঃ) অবশ্যই তাহাদিগকে সে কথা জ্ঞাপন করিতেন। *

فثبت بذلك رفع الحديث الى النبى صلى الله عليه وسلم ولولم يجزئهم ماكانوا يخرجونه من هذه الاجناس لاخبرهم بذلك -

ইমাম মালিক ও শাফেয়ীর মতে ছাহাবীর— উক্তি— "আমরা এই রূপ করিতাম" মর্ফু হাদীছের অন্তরভুক্ত। কাযী আবুলফযল এয়ায বলিতেছেন, এ বিষয়ে মতভেদের স্থান নাই যে, এই হাদীছগুলি মুছনদ, বিশেষতঃ যাকাতুলফিত্‌রের হাদীছ, কারণ ফিত্‌রা রছুলুল্লাহর [দঃ] কাছেই জমা হইত এবং তিনিই উহা প্রদান করিবার এবং আদা করিবার— নির্দেশ দিতেন। †

আমি বলিতে চাই যে, খেজুর ও যবের হাদীছ গুলি যে আকারে বর্ণিত হওয়ায় মুছনদ বলিয়া— গণ্য হইয়াছে তাআমের হাদীছও ঠিক সেইভাবে ও শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। নাছায়ী আবুছঈদ খুদ্‌রীর বাচনিক রেওয়ায়ত— করিয়াছেন,— রছুলুল্লাহ ছাদাকাতুল— ফিতর ফরয করিয়াছেন এক ছা তাআম, অথবা এক ছা যব,— অথবা এক ছা খেজুর অথবা এক ছা পনীর। ‡

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط -

মোটের উপর ইমাম ইবনেহয্‌মের খেজুর ও যব ছাড়া অন্যবস্তুর ফিত্‌রা জায়েয না হওয়ার উক্তি সঠিক নয়।

ফলকথা, খেজুর, যব ও কিশ্‌মিশের ফিত্‌রা— সম্বন্ধে কোন মতভেদ গ্রাহ্য হইবেনা।

(ক) পনীর সম্বন্ধে ইমাম আবুহানীফা বলেন, ফিত্‌রার মূল্যের পরিবর্তে বাহির করা জায়েয। ইমাম আহমদ বলেন, অন্যবস্তুর অভাবে জায়েয হইবে। শাফেয়ী এবিষয়ে ইতস্ততঃ করিয়াছেন। ইমাম মালিক পনীরের অনুমতি দিয়াছেন এবং— নববীর উক্তিমত শাফেয়ী স্কুলের ইহাই পরিগৃহীত সিদ্ধান্ত। ইমাম হছন বছ্‌রী নিষেধ করিয়াছেন। ইমাম শওকানী বলেন, ছহীহ এবং অপ্রতিদ্বন্দী — হাদীছ সূত্রে ইমাম মালিকের অভিমত বলিষ্ঠ। *

(খ) আটা ও ছাতু সম্পর্কে ইমাম মালিক, তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী, ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত যে, ওগুলির সাহায্যে ফিত্‌রা জায়েয নয়, কারণ ছহীহ হাদীছে ওগুলির উল্লেখ নাই আর— আটার হাদীছ অদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষতঃ হাদীছে ফিতরার সামগ্রী রূপে শুধু বিভিন্ন প্রকার— দানাই উল্লিখিত আছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ এবং শাফেয়ী স্কুলের অন্যতম ইমাম আবুল কাছিম আন্‌মাতী এবং আহ্‌লেহাদীছগণের অন্যতম ইমাম হাফিয ইবনুল কাইয়েম আটা ও ছাতুর — ফিত্‌রা জায়েয রাখিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্যের সারাংশ এইযে, ওগুলির মাপ হইতে পারে, ওগুলির সাহায্যে অভাবগ্রস্তদের অভাব বিদূরিত হয় আর তাহারা পিষিবার শ্রম হইতে রক্ষা পায়। আটা ও ছাতুর হাদীছ গুলি দুর্বল হইলেও বিভিন্ন ছনদে— বর্ণিত হইবার ফলে সমষ্টিগত ভাবে পরস্পরকে শক্তিশালী করিতেছে। †

(গ) রুটি ও রাঁধা খাদ্য ইমাম আবুহানীফা এবং তদীয় শিষ্যমণ্ডলী ফিত্‌রার মূল্যের বিনিময়ে প্রদান করার অনুমতি দিয়াছেন কিন্তু মালিক, — শাফেয়ী ও আহমদ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিয়াছেন।

(ঘ) যেসকল দ্রব্যের হাদীছে উল্লেখ নাই, সেগুলি সম্বন্ধেও বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন,— হানাফীগণ বলেন, ফিত্‌রার মূল্যের বিনিময়ে

* ছুননে কুব্‌রা (৪) ১৬৪ পৃঃ।
† যুর্‌কানী, শর্‌হে মুওয়াত্তা (২) ৮১ পৃঃ।
‡ নাছায়ী ৪০১ পৃঃ।

* নয়লুল আওতার (৪) ১৫৬ পৃঃ।
† ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন (৩) ৩৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দেওয়া যাইতে পারে, ফিত্‌রা স্বরূপ নয়।

ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেন,— চীনা, জোয়ার, বাজরা, চাউল, খোসাবিহীন যব জাতীয় ছুল্‌ত— ইত্যাদির মধ্যে যে— অঞ্চলের যাহা প্রধান খাদ্য, সে অঞ্চলে তাহার সাহায্যে ফিত্‌রা বাহির করা জায়েয। শাফেয়ী বলেন, যে বস্তুর — ফিত্‌রা দেওয়া হইবে তাহা দানা (হব— Corn) হওয়া আবশ্যক। ইমাম মালিক বলেন, যে শহরে যে খাদ্য গ্রহণ করিয়া মানুষেরা জীবন ধারণ করে, সেই সহরের লোকেরা তাহারই ফিত্‌রা— প্রদান করিবে। ইমাম আহমদের নিকট সকলপ্রকার দানা ও ফল যাহা মানুষের খাদ্য, তদ্বারা ফিত্‌রা জায়েয।

يجوز اخراج زكاة الفطر من الذرة والدخن والارز والسلت وغير ذلك من غالب قوت بلد المخرج - واشترط الشافعي ان لا يجزي الا الحب نفسه - وقال مالك : كل ما هو عيش اهل كل بلد وعند الامام احمد : من كل حبة وثمرة تقتات -

ইঁহারা সকলেই রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ "একছা তাআম" অবলম্বন করিয়া উপরি উক্ত সিদ্‌ধান্তে — উপনীত হইয়াছেন। *

হাফিয ইব্‌নুল কাইয়েম বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) এক ছা খেজুর অথবা এক ছা যব অথবা এক ছা কিশ্‌-মিশ অথবা এক ছা পনীর ছাদাকাতুল ফিত্‌র ফরয করিয়াছেন, এই জিনিষগুলি মদীনার প্রধান খাদ্য (তাআম) ছিল। যে সকল শহরের বা মহল্লার — প্রধান খাদ্য এগুলি, তথাকার প্রধান খাদ্যের এক ছা ফিত্‌রা দিতে হইবে। যেমন যাহাদের প্রধান খাদ্য চিনা বা চাউল বা আন্‌জীর ইত্যাদি দানা জাতীয় দ্রব্য, তাহারা উহাই দিবে। যাহাদের প্রধান খাদ্য দুধ অথবা গোশ্‌ত কিংবা মাছ, তাহারা উহারই এক ছা ফিত্‌রা দিবে। ইহাই ইমাম মালিকের শিষ্য-মণ্ডলী, ইমাম আহমদের কতিপয় শিষ্য ও আবুল— মহাছিন রুয়ানীর সিদ্‌ধান্ত। †

* ই'লাম (৩) ৩৪ পৃঃ। † ইলাম (৩) ৩৩ পৃঃ।

কিসের ফিত্‌রা উত্তম?

ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে অনেকেই এবং ইমাম মালিক ও আহ্‌মদ বিনে হাম্বল ফিত্‌রার জন্য খেজুরকে সর্বোত্তম বলিয়াছেন।

ইমাম শাফেয়ী গমকে উত্তম বলিয়াছেন।

হানাফী বিদ্বানগণ বলেন, গম অপেক্ষা আটা— অধিকতর উত্তম আর আটা অপেক্ষা নগদ মুদ্রা উৎ-কৃষ্ট, আর যে জিনিষের মূল্য অধিকতর, ফিত্‌রার জন্য তাহা বাহির করা আফযল।

আমি বলিতে চাই যে, গম ও চাউল উভয় বস্তু এক পর্যায়ভুক্ত। রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে গমের — ফিত্‌রা দেওয়া প্রমাণিত হয় নাই। "তাআম" রূপে গমের অবস্থা চাউলের মতই। আটার হাদীছ— গ্রহণযোগ্য নয়, হাফিয ইব্‌নুল কাইয়েমের কথামত উহা "তাআম' রূপেই দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু মত-ভেদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আটা বা— ছাতুর ফিত্‌রা দেওয়া উচিত নয়।

চাউল না ধান?

খেজুরের পরিবর্তে "তাআম" জাতীয় কোন খাদ্যদ্রব্য ফিত্‌রায় দিতে হইলে "দানা" এবং "প্রধান খাদ্য" রূপে আমাদিগকে চাউলের ফিত্‌রা দিতে — হইবে, ধানের ফিত্‌রা কদাচ গ্রাহ্য হইবে না। বর্ত-মান যুগে এক শ্রেণীর অশিক্ষিত মুফ্‌তী ধানের — ফিত্‌রা দেওয়ার ফত্‌ওয়া বিতরণ করিয়া বেড়াইতে-ছেন, কিন্তু তাঁহারা ইহা অবগত নন যে, ধান কস্মিন কালেও 'তাআমে'র পর্যায়ভুক্ত নয়। ইতিপূর্বে— বিভিন্ন অভিধান গ্রন্থ ও সাহিত্যের প্রয়োগ দ্বারা— প্রমাণিত করা হইয়াছে যে, যাহা ভোজ্য, সামগ্রী— (ماکول) নয়, তাহাকে 'তাআম' বলা যাইতে পারেনা, অধিকন্তু কাঁচা বা রাঁধা অবস্থায় উহার আস্বাদ পাওয়া চাই। বাংলার প্রধান খাদ্য (কুতুল বলদ) যাহারা ধান বলিতে চান, তাঁহাদের থালায় কাঁচা বা রাঁধা ধান পরিবেশন করিলে তাঁহারা ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিবেন তো? যে বস্তু তাঁহারা নিজেদের থালায় পরিবেশন করিতে দিতে প্রস্তুত নন, ঈদের দিনে — ফকীরের উদর পূর্তির জন্য তাহা বিতরণ করার অনু-

www.ahlehadeethbd.org

মতি তাঁহারা কেমন করিয়া দিবেন? ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, ওয়াজিবের পরিবর্তে ওয়াজিব—অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর—যাহা, যদি তাহা ফিত্‌রার জন্য বাহির করা হয়, তবেই উহা জায়েয হইবে আর ওয়াজিব অপেক্ষা যাহা নিকৃষ্ট, তাহার সাহায্যে ফিত্‌রা দিলে তাহা জায়েয হইবেনা। * ফিত্‌রার মনছুছ দ্রব্যাদি অপেক্ষা ধান উৎকৃষ্টতর হওয়া দূরে থাক একটীরও সমকক্ষ নয়, সুতরাং নছ্‌ ও ইজ্‌তিহাদ উভয় দিক দিয়া ধানের ফিত্‌রা নাজায়েয।

ان عدل عن الواجب الى اعلى منه اجزاه وان عدل الى ما دونه لم يجزه –

ফিত্‌রার পরিমাণ

বিদ্বানগণের এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই যে, যাকাতুল ফিত্‌র এক ছা হিছাবেই বাহির করিতে—হইবে। কেবল গম, কিশ্‌মিশ ও আটা সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে।

ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী, আবদুল্লাহ বিনুল মুবারক, যয়েদ বিনে আলী, আওযায়ী, লয়েছ বিনে ছঅদ ও ছুফ্‌য়ান ছওরী গমের—অর্ধ ছা ফিতরা ওয়াজিব বলিয়াছেন। ✦

আবুল আলীয়া, আবুশশঅ্‌ছা, হাছান বছরী ও জারির বিনে যয়েদ প্রভৃতি তাবেয়ী বিদ্বানগণ এবং ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ বিনে হাম্বল, ইছহাক বিনে রাহওয়ে, আবু উবায়দ কাছেম বিনে ছল্লাম প্রভৃতি ইমামগণের অভিমত যে, সকল দ্রব্যেরই ১/১ এক ছা ফিতরা প্রদান করিতে হইবে। ❖

গমের অর্ধ ছার দলীল,

যে সকল দলীলের সাহায্যে গমের অর্ধ ছা—সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হইয়াছে, সেগুলি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হইবে,—

(ক) দারকুতনী ও বয়হকী কর্তৃক আবদুল্লাহ বিনে ছঅলবার প্রমুখাৎ বর্ণিত মরফূ হাদীছ। *

কিন্তু হাদীছটী প্রকৃত পক্ষে মর্ফূ নয় উহা মুর্ছল। আবদুল্লাহ বিনে ছঅলবার রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত সাক্ষাৎকার সাব্যস্ত হয় নাই। ✦

বয়হকী ইমাম যুহরীর মধ্যস্থতায় ছঅলবার যে হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, উহাও গ্রাহ্য নয়,—কারণ ছঅলবার সংগে যুহরীর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। ❖

(খ) দারকুতনী, বয়হকী ও আবুদাউদ কর্তৃক নুমান বিনে রাশিদের মধ্যস্থতায় বর্ণিত ছঅলবা বিনে ছুআয়রের পিতার হাদীছ। ¶

এই হাদীছটীও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ইবনেমুঈন নুমান বিনে রাশিদকে একবার 'দুর্বল' আর একবার 'কিছুই নয়' বলিয়াছেন। ইমাম আহমদ তাঁহাকে 'অস্থির' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। মনযরী বলেন, তাঁহার হাদীছ অবলম্বনীয় নয়। কাত্তান ও নছয়ীও তাঁহাকে দুর্বল বলিয়াছেন। §

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন,—ছঅলবা—বিনে ছুআয়র কর্তৃক বর্ণিত ফিত্‌রায় অর্ধ সের গমের হাদীছ বিশুদ্ধ নয়, উহা মুর্ছল, মঅমর ও ইবনে জুরয়জ যুহরীর বাচনিক উহা নুমান বিনে রাশিদের—মধ্যস্থতায় মুর্ছল রেওয়ায়ত করিয়াছেন, অথচ নুমান হাদীছে সবল নন। ইমাম আহমদ আরও বলিয়াছেন, ইবনে আবি ছুআয়রকে কে চিনে? তিনি সুবিদিত নন। আহমদ ও ইবনুল মদীনী ইবনে আবিছুআয়রকে দুর্বল বলিয়াছেন। ইবনে আবদুলবর উল্লিখিত হাদীছ সম্বন্ধে বলেন যে, হাদীছের ছনদে যুহরী ছাড়া এমন একজনও নাই, যাহাকে প্রামাণ্য বলা—যাইতে পারে। ‡

আবুদাউদ এই হাদীছের উল্লেখ করিয়া স্বীয় ছুননে লিখিয়াছেন, দুই জনে মিলিয়া এক ছা গম—

* শরহে মুছলিম, নববী (১) ৩১৭ পৃঃ।
✦ মুহাল্লা (৬) ১৩১ পৃঃ; হিদায়া ও ফত্‌হুল কদীর (২) ৩৬ পৃঃ।
❖ নয়লুল আওতার (৪) ১৫৬ পৃঃ।
* দারকুতনী (১) ২২৪; বয়হকী (৪) ১৬৮ পৃঃ।
✦ মুহাল্লা (৬) ১২১ পৃঃ।
❖ ছুননে বয়হকী (৪) ১৬৮ পৃঃ।
¶ দারকুতনী (১) ২২৩ পৃঃ।
§ খুলাছা ৪০২ পৃঃ; ছুবুলুছ ছালাম (২) ১১২ পৃঃ। আওন (২) ৩১ পৃঃ।
‡ যয়লয়ী, নছবুররায়া (১) ৪২১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বাক্যটী জনৈক রাবীর বর্ধিত উক্তি। তাঁহার নাম আলীবিনুল হাছান, হাদীছের অন্যান্য রাবীগণ এই বর্ধিত উক্তিতে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। *

ইমাম যুহলী কিতাবুল ইললে বলিয়াছেন যে— আবদুল্লাহ বিনে ছঅ্লবার যে হাদীছটী মতন ও— রেওয়ায়ত সূত্রে সঠিক, তাহা অর্ধ ছা গমের হাদীছ নয়, তাঁহার বর্ণিত সঠিক হাদীছটী হইতেছে,—— প্রত্যেক মাথা পিছু বা প্রত্যেক মানুষের পক্ষ হইতে এক ছা গম। عن كل رأس او كل انسان صاع قمح –

বয়হকী ও দারুকুতনী "হুমাম আন্ বক্র বিনে ওয়ায়েলে"র ছনদে আবদুল্লাহ বিনে ছঅলবা বিনে — ছুআয়রের পিতার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) বক্তৃতা দিবার জন্য— দাঁড়াইলেন আর — ছোট, বড় দাস ও— স্বাধীনের পক্ষ হইতে এক ছা খেজুর অথবা এক ছা যব অথবা এক ছা গম প্রত্যেক মানুষের পক্ষ হইতে মাথা পিছু ফিত্‌রার আদেশ প্রদান করিলেন। ¶ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فامر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر و العبد صاعا من تمر او صاعا من شعير عن كل واحد وعن كل رأس اوصاع قمح –

মোটেরউপর আবদুল্লাহ বিনে ছঅ্লবা বিনে— ছুআয়র কর্তৃক বর্ণিত অর্ধ ছা গমের হাদীছ অনুসরণযোগ্য নয়।

(গ) আম্‌র বিনে শুআয়বের পিতামহের — প্রমুখাৎ তিরমিযী ও দারুকুতনী অর্ধ ছা গমের দুইটী হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। উভয় হাদীছ ইবনে জুরায়জ কর্তৃক আম্‌র বিনে শুআয়বের বাচনিক— বর্ণিত।

এই হাদীছের ছনদে দুইটী প্রমাদ রহিয়াছে— ইমাম বুখারী, ইবনুল হুমাম ও যয়লয়ী প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, ইবনে জুরয়জ আম্‌র বিনে শুআইবের নিকট শ্রবণ করেননাই।

এক হাদীছের অন্যতম রাবী ছালিম বিনে নওহকে ইবনুল জওযী, ইবনে মুঈন, নাছায়ী ও দারুকুত্‌নী প্রভৃতি দুর্বল বলিয়াছেন। *

মোটের উপর উপরিউক্ত হাদীছ দুইটী মুর্ছল।

(ঘ) দারুকুত্‌নী স্বয়ং ইবনেশুআয়বের বাচনিক ইবনেজুরায়জের মধ্যস্থতায় অর্ধ ছা গমের দুইটী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীছ দুইটীতে — পূর্বোল্লিখিত হাদীছের ছনদের ত্রুটীর সংগে সংগে আর একটী ত্রুটী এই রহিয়াছে যে, আম্‌র বিনে শুআয়ব রছুলুল্লাহর (দঃ) সাহচর্য লাভ করেননাই। সুতরাং এ দুইটী হাদীছও মুর্ছল।

(ঙ) দারকুত্‌নী ইয়াহয়া বিনে ইবাদ ছঅদীর ছনদে ইবনে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) অর্ধ ছা গমের ফিতরা প্রদান করার জন্য মক্কার ভিতর শোহরত করাইয়াছিলেন। ইবনুলহুমাম বলেন যে, এই হাদীছ হাকিমও স্বীয় মুছতদ্‌রকে রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ছহীহ বলিয়াছেন।

আমি হাকিমের মুছতদ্‌রকে উক্ত ছনদে উল্লিখিত হাদীছ খুঁজিয়া পাইনাই। আর উক্ত ছনদের যে হাদীছ মুছতদ্‌রকে আছে তাহাতে অর্ধ সের— গমের কোনই উল্লেখ নাই। এই হাদীছকে হাকিম ছহীহ বলিয়া আখ্যাত করিলেও হাফিয যহবী উহাকে অতিশয় দোষনীয় বলিয়াছেন। خبر منكر جدا –

ইমাম উকায়লী বলেন, হাদীছটী মিথ্যা। দারুকুতনী বলেন, দুর্বল। আযদী বলেন, ইবনেজুরায়জের নামে বর্ণিত ইয়াহয়ার হাদীছ অতিশয় — দোষনীয়। ¶

* আবুদাউদ (২) ৩০ পৃঃ।
¶ বয়হকী (৪) ১৬৮ পৃঃ।

* তিরমিযী (২) ২৮ পৃঃ; দারকুতনী (১) ২২০ ও ২২১ পৃঃ; ফতহুলকদীর (২) ৩৮ পৃঃ; নছবুর্‌রায়া (১) ৪২৭ পৃঃ।
¶ দারকুতনী, ২২১ পৃঃ; ফতহুলকদীর (২) ৩৮; মুছতদ্‌রক ও তল্‌খীছ (১) ৪১০ পৃঃ; তা'লীকুল মুগনী (১) ২২১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

(চ) দারকুতনী মোহাম্মদ বিনে উমর ওয়াকেদীর ছনদে ইবনেআব্বাছের প্রমুখাৎ অর্ধ ছা গমের আর এক হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু ওয়াকেদী সম্বন্ধে বুখারী বলেন, তিনি পরিত্যাজ্য; ইমাম আহমদ বলেন, মিথ্যাবাদী; ইবনে মুঈন বলেন — দুর্বল। *

অতএব এই হাদীছটীও অগ্রাহ্য।

(ছ) ইব্নেআব্বাছের আর একটী হাদীছ — হাছানবছ্রীর ছনদে আবুদাউদ, দারকুতনী, নছয়ী ও বয়হকী রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বছ্রার মিম্বরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দেন ও বলেন,— রছুলুল্লাহ (দঃ) অর্ধ ছা গমের ফিতরা ফরয করিয়াছেন। হাছান বছরী বলেন যে, অতঃপর হয্রত আলী বছ্রায় আগমন করিয়া গমের সুলভ হওয়া লক্ষ করেন এবং বলেন যে, আল্লাহ তোমাদিগকে গমের প্রাচুর্য দান করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে প্রত্যেক বস্তুরই এক ছা হিছাবে ফিতরা দেওয়া উত্তম।

নছয়ী বলেন, হাছান বছরী ইব্নে আব্বাছের নিকট শ্রবণ করেননাই। ইব্নেহযম বলেন, ইব্নেআব্বাছের নিকট হাছানের শ্রবণ প্রমাণিত নয়।— বয্যার বলেন, হাছান ইবনে আব্বাছের নিকট শ্রবণ করেন নাই। ইবনে আব্বাছ বছরার শাসনকর্তা রূপে বছরাবাসীগণের সম্মুখে যখন বক্তৃতা দেন, হাছান তখন তথায় উপস্থিত ছিলেননা, তিনি সে বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই, ইহার পরেও তিনি বছরায় — প্রবেশ করেননাই। ইব্নেআব্বাছ জুমল যুদ্ধের সময়ে বক্তৃতা দেন আর হাছান ছিফ্ফীন যুদ্ধের সময়ে বছরায় প্রবেশ করেন।

এই হাদীছের সমস্ত তরীকা হাফেয যয়লয়ী ও হাফেয ইবনেহজর উধৃত করিয়া সমস্তগুলির দুর্বলতা সাব্যস্ত করিয়াছেন।

আলীবিম্নলমদীনী উল্লিখিত হাদীছ সম্বন্ধে— বলেন, হাদীছটী বছ্রী এবং উহা মুর্ছল। হাছান বছরী ইবনেআব্বাছকে দেখেননাই। যখন তিনি কিছুদিনের জন্য মদীনায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ইবনেআব্বাছ বছ্রায় ছিলেন। ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন, ইবনেআব্বাছের প্রমুখাৎ বর্ণিত হাছান বছ্রীর হাদীছ মুর্ছল। *

(জ) দারকুতনী ঢেংগা ছালামের (سالم الطويل) ছনদে অর্ধ ছা গমের আর এক হাদীছ ইবনে আব্বাছের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে বলা হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) নাকি ইয়াহুদ ও নাছারার জন্যও ফিতরা ওয়াজিব করিয়াছেন।

এ হাদীছটীও অগ্রাহ্য, কারণ ঢেংগা ছালামকে দারকুতনী বর্জনীয় বলিয়াছেন। †

ক্রমশঃ।

---

* খুলাছা ৩৫৩ পৃঃ।

* আবুদাউদ (২) ৩১ পৃঃ; দারকুতনী ২২৫ পৃঃ; ছুননে কুবরা (৪) ১৬৮ পৃঃ; ফতহুলবারী (৬) ৬৪; তুহফাতুল আহওয়াযী (২) ২৮ পৃঃ; আওমুল মা'বুদ (২) ৩২ পৃঃ; নছবুররায়া ৪২৬ পৃঃ; মুহাল্লা (৬) ১২৩ পৃঃ।

† দারকুতনী (১) ২২৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্ব সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ মনছুর উদ্দীন, এম, এ।

(২)

১১। যদিও শাসকবর্গের মধ্যে সাহিত্য বা দর্শনের বিশেষ কোন কদর ছিল না তবুও আরব বা—অধীনস্থ অন্যান্য জাতিদের বুদ্ধিবৃত্তিমূলক বা মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রে ইমামদের আদর্শ কম প্রভাব বিস্তার করেনি। একদিকে যেমন উমাইয়ারা শান্তিপূর্ণভাবে চিন্তাশক্তির চর্চ্চার বিরোধী ছিলেন অন্যদিকে—ফাতেমীয়েরা ততোধিক উদারতার সহিত ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন; অতীত গৌরব স্মৃতি—রোমন্থনেই তাঁরা তুষ্ট ছিলেননা, ছালাফকে তাঁরা অনুসরণ করে চলেননি বরং হজরতের আলোকোজ্জ্বল উপদেশাবলীকে সামনে ধরে বিশ্বমানবের মঙ্গল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বহুমুখী সাধনার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। রছুল এবং প্রাথমিক খলিফাদের মত—মোহাম্মদ (দঃ) বংশীয় চিন্তাবিদেরা ধর্মান্ধ জাষ্টিনিয়ানের বংশধরদের অত্যাচারে বিতাড়িত অন্য দেশে আশ্রয়প্রার্থী গুণী ব্যক্তিদের পরম সমাদরে গ্রহণ—করেছিলেন। তখন নেষ্টরিয়ান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এডেমা এবং নিমিবিসের দর্শন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের বিদ্যালয়গুলি কালের অতলে ডুবে গেছে, এর অধ্যাপক এবং শিক্ষার্থীরা পারস্য এবং আরব দেশে মুহাজির বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। অনেকেই হজরত এবং খলিফা আবুবকরের সময়কালীন তাদের পূর্ব্ব—পুরুষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মদিনায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। উমাইয়া বংশের দ্বারা লুণ্ঠিত মদিনায় এই অপকর্ম্মের অব্যবহিত পরেই জাফর—আস-সাদিককে কেন্দ্র করেই এক বিদ্বন্মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। রছুলের নগরী অর্থাৎ মদিনায় তখন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন অগণ্য পণ্ডিতের এই সমাবেশ। জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় এক অপূর্ব্ব সাড়া জেগেছিল—সে দিন থেকে এক অভূতপূর্ব্ব জ্ঞান প্রবাহ মদিনাভিমুখে প্রবাহিত হলো। আরব মরুর একদম উত্তর প্রান্তে মক্কা এবং মদিনা থেকে সিরিয়াগামী বাণিজ্য পথে অবস্থিত হওয়ার দরুণ প্রাচীন কাল থেকেই—দামাস্কাসের সঙ্গে উমাইয়ারা বিজড়িত ছিল এবং যে সিরীয় আরবেরা এই পরিবারকে ইসলামের শাসকস্তরে উন্নীত করেছিলো তারা স্বার্থে এবং রক্ত সম্পর্কে এদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, এর জন্যই উমাইয়ারা রাজধানী হিসাবে এই নগরীকে অর্থাৎ দামাস্কাসকে রাজধানী হিসাবে পছন্দ করেছিল। এবং যদিও ন্যায়নিষ্ঠ মুসলমানেরা দারুণ ঘৃণায় এদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন তবুও ইসলামের অধীনস্থ শক্তিগুলির মিলন কেন্দ্র ছিল এই নগরী। গ্রীক এবং আরব মুসলমানদের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্র এবং গ্রীক দর্শন নিয়ে মতানৈক্য এই সব বিষয়ে শিক্ষালাভে—উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং নোক্তা ও স্বর চিহ্নের আবিষ্কার ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বে অনুশীলনের খুবই সাহায্য—করেছিল। এই সময়ে ধর্ম্মান্ধ অত্যাচারীদের হাত থেকে পালিয়ে এসে জুহানিস দামাছেনাস ও থিয়োডোরাস আবুকান নামক দুইজন প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান লেখক দামাস্কাসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তিপূর্ণ ধর্ম্ম পদ্ধতি এবং দর্শন সম্বন্ধে বিরোধ মুহম্মদ আল-বাকির এবং জাফর আস্-সাদিকের অধীনে পরিচালিত মদিনার স্কুলসমূহকে প্রভান্বিত করে অতি সত্বরই আরব মুসলমানদের ভিতর দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের ইচ্ছা জাগিয়ে তুলল। পারসীক এবং আরবেরা শতাব্দী ধরে গ্রীক দর্শনের সাথে পরিচিত ছিল। জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকাল থেকে—আরম্ভ করে নেষ্টোরিয়ানদের কর্ত্তৃক এই দর্শনবাদ খুসরোর রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইস্লামের আলোকে এই বিভিন্ন মতবাদের এক সুন্দর সামঞ্জস্য বিধানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রীক বিজ্ঞান বা সংস্কৃতি বা বিশ্ব এশিয়ার মানসিক বৃত্তির উপর কোন

www.ahlehadeethbd.org

বাস্তব প্রতিপত্তি লাভ করতে পারেনি। উমাইয়া রাজত্বের শেষ ভাগে কয়েকজন মুসলমান চিন্তাবিদ খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সে যুগের লোকের রুচি এবং চিন্তাধারা অনুযায়ী তাঁদের বক্তৃতাসমূহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁদের আদর্শ এবং চিন্তাধারাসমূহই প্রকৃত পক্ষে পরবর্তী যুগের ধ্যান-ধারণায় মত ও পথ বাতলিয়ে দিয়েছিল।

১২। হিজরী দ্বিতীয় শতকে আরবেরা এসে স্থায়ী ভাবে সহরে বসবাস আরম্ভ করার পর সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের কর্মক্ষমতা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা পরাজিত জাতি সমূহের ভিতর বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিলেন। বিজিত দেশে তাদের ভূসম্পত্তি ভোগ দখল বা—বিজিত জাতিদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ করে হজরত ওছমান (রাঃ) এক ফরমান জারী করেছিলেন। এই আদেশের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যায়। প্রাচীন বা আধুনিক সকল জাতির—ইতিহাসেই এমন অনেক নজীর রয়েছে। ব্রিটীশ ভারতে এবং ফরাসী আলজিরিয়ার এ প্রথা আজো প্রচলিত। উমাইয়াদের সমুদয় রাজত্বকাল ব্যাপী আরবেরা বিজিত জাতিদের উপর অভিজাত যোদ্ধা জাতি হিসাবে প্রভুত্ব করে এসেছে। তাদের অধিকাংশই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানের—সূক্ষ্ম সাধনার ভার রাজন্রোহী (!) আলী, আবুবকর ও উমরের উত্তরাধিকারী হাশেমীদের (!) এবং আনছার বংশীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আরবেরা দূরদেশ পর্য্যন্ত বিজয়ীর বিজিতের অতিরিক্ত—আনুগত্য প্রথা প্রচলন করেছেন। প্রাচীন রোম দেশের ন্যায় আরবেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আনুগত্য প্রথার ফলে বিজিতেরা আশ্রয় এবং ন্যায়-বিচার লাভ করতো এবং বিজয়ীরা সৈন্য সংখ্যায় ভারি হতো। ফলে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে উভয়—দেশেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা প্রসিদ্ধ মরু-বাসী গোষ্ঠীদের সাথে মিত্রতা করে তাদের মৌলা বা Client এ পরিণত হতো। ভুল করে ওদেরো—অনেক সময় বিজেতাদের দ্বারা দাসত্বমুক্ত বলে ধরা হতো। মদিনার এই বংশলীলার পর হাশিমী, আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে যাঁরা রয়েছিলেন তাঁদের এই নূতন শ্রেণীদের উপর উমাইয়া রাজত্ব-কালে বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনার ভার ন্যস্ত হয়েছিল। আব্বাছীয়দের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। তারা পার-সিকদের সহায়তায় রাজক্ষমতা অধিকার করেছি-লেন এবং তাঁরা রাজ্যশাসন ব্যাপারে মুষ্টিমেয় ও ঔপনিবেশিক আরব যোদ্ধাদের চেয়ে রাজ্যের—সাধারণ প্রজাদের শুভেচ্ছার উপরই অধিকতর নির্ভর করিতেন। আবুল আব্বাছ সাফ্‌ফাহ মাত্র দুই বৎসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর ভ্রাতা এবং উত্তরাধী-কারী যদিও ফাতেমীদের সহিত নির্দ্দয় ব্যবহার—করিছিলেন তবু তিনি রাজ কার্য্যে সুব্যবস্থা করে এক দল স্থায়ী সৈন্য এবং পুলিশবাহিনী গঠন করেন, শাসন-তন্ত্রে দৃঢ়তা এবং সঙ্ঘবদ্ধতা আনয়ন করেছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত আরবেরা একমাত্র অস্ত্রের ঝনঝনা—নিয়েই মশগুল ছিল কিন্তু মনছুর প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী তাদের প্রতিভার মোড় ঘুরিয়ে দিল, তাঁরা সহরে বসবাস করে স্থাবর সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন এবং যুদ্ধবিদ্যায় যে দুর্নিবার আগ্রহ দেখিয়েছিল তাই নিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

১৩। পশ্চিম এশিয়ার দুটী প্রধান নদী বিধৌত সুজলা সুফলা ইউফ্রেটিস উপত্যকা অতিপুরাকাল—থেকেই সাম্রাজ্য এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র বলে পরিচিত। এই যুগেই এই অঞ্চলে বসরা এবং কুফা নগরী তাদের উন্নত এবং দুর্ব্বিনীত অধিবাসী নিয়ে বর্ত্তমান ছিল। বসোরা অথবা আরো পরিষ্কার করে বস্‌রা এবং কুফা নগরী মুসলমানদের প্রথম বিজয়—হতেই ব্যবসাবাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।—শেষোক্ত নগরী একসময়ে সাম্রাজ্যের শাসনকেন্দ্র ছিল, প্রাচ্যের সত্যিকার প্রতিভাবান লোকেরা প্রায়—সকলেই বসোরা এবং কুফায় এসেছিলেন, কারণ উমাইয়াদের পাপপঙ্কিল রাজধানীতে তাঁদের প্রবেশাধিকার ছিলনা অথবা তাঁরা যেতে ইচ্ছুক ছিলেননা। আব্বাসীয়া বংশের জন্ম দামাস্কাসের শুধু যে কোন

www.ahlehadeethbd.org

আকর্ষণ ছিল তা নহে পরন্তু উহা বিপদসঙ্কুল ছিল এবং বসোরা ও কুফার অধিবাসীদের খামখেয়ালী—এবং চপলমতি এই নগর দুটীকে শাসনকেন্দ্র হিসাবে অনুপোযোগী করে তুলেছিল। আলমনসুর রাজধানীর জন্য স্থান খুজতে লাগলেন এবং অবশেষে যে স্থান বাগ্দাদ নামে পরিচিত উহাই নির্ব্বাচন করলেন, নদী পথে উহা বসোরা হতে ছয় দিনের পথ।

কথিত আছে বাগ্দাদ প্রসিদ্ধ পারসীক সম্রাট কেছরা নুওশেরওয়াঁর গ্রীষ্মকালীন বাসস্থান ছিল এবং ন্যায় বিচারক হিসাবে তাঁর খ্যাতিতেই এর বর্ত্তমান নাম বাগ্-দাদ (ন্যায়বাগ) নামের উৎপত্তি। পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এশিয়ার প্রভু যে বাগানে বসে অগণ্য প্রজামণ্ডলীর মধ্যে ন্যায় বিতরণ করতেন সে বাগানও বিস্মৃতির অতল তলে চলে গেল। তবুও কিংবদন্তী আজ পর্যন্ত সে নামকে অমর করে রেখেছে। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর স্থান সহজেই মনসুরের দৃষ্টি—আকর্ষণ করেছিল। ফলে অগণ্য তরঙ্গরাশির মাঝ হইতে যেমন করে সমুদ্র কুমারী জেগে উঠে ঠিক তেমনি করে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম কারুকরদের হাতের স্পর্শে খলিফাদের মহিমাময় নগরী গড়ে উঠল।

১৫। মনসুরের বাগদাদ হিজরী ১৪৫ অব্দে তাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু শীঘ্রই ভাবী উত্তরাধিকারী খেলাফতের তরুণ কুমারের (ইনি শেষে আলমাহদী উপাধী ধারণ করেছিলেন) তত্ত্বাবধানে পূর্ব্বতীরেও আর একটী নূতন বাগ্দাদ পত্তন হ'ল। এই নূতন নগরীও গঠননৈপুন্যে মনছুরীয়ের সৌন্দর্য্য এবং কারুকার্যের সমতুল্য ছিল। শশ্চিম এশিয়ার উপর দিয়ে চেঙ্গিস খাঁর অপ্রতিরোধ্য ধ্বংসাভিযান এবং তার করালগ্রাসে আরব মুসলমানদের তিনটি কীর্ত্তি নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগে যখন বাগ্দাদ গৌরবের সুউচ্চ শিখরে অবিস্থিত ছিল তখন সুন্দরী ও চিত্তাকর্ষক সে নগরীকে মুসলিম—খলিফাদের উপযুক্ত রাজধানী বলেই মনে হত।

মঙ্গোল লুণ্ঠনের প্রাক্কালে এই নগরীর সৌন্দর্য্য এবং আড়ম্বর শ্রেষ্ঠ স্তুতিকার আনোয়ারীর অমর—লেখনীতে চিরজীবী হয়েছে।

সুন্দরী বাগ্দাদ ভূমি
জ্ঞানের আধার
জগতে নগরী নাহি
তুলিত তাহার
সৌন্দর্যে ঘেরা সে যে
নীলিমার তুলা
হাওয়া যেন বেহেশ্তের
প্রাণে দেয় দোলা
প্রস্তরের ঝলমলে
মনি মুক্তা হারে
মৃত্তিকায় ধরা দেছে
খোশবু ও আড়ম্বরে
প্রভাতের বায়ে
দুনিয়ার সারে।
কওসরের দান প্রাণে আনে গান
লুকানো নদীর পারে
তাইগ্রীসের তীর কুমারীর ভিড়
খুল্লাঘ ঘেঁসে না ধারে।
বাগানের বুকে এসে যাও দেখে
কাশ্মীরের তরুণীরে
দরিয়ার মাঝে তরণী নাচিছে
কাঁপিছে স্বর্ণ করে।

ক্রমশঃ।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান

(পূর্বানুবৃত্তি)

৩। ক্ষমতাশালী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক নির্বাচন করিতে হইবে। শক্তিহীন ও অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কত্ব সমর্পণ করা যাইতে পারেনা।

তালুতকে ইছরাঈলীয়দের অধিনায়কত্ব সমর্পণ করার কারণ কোর্‌আনে উল্লিখিত হইয়াছে যে,— প্রত্যুত আল্লাহ তোমাদের অধিনায়ক স্বরূপ তালুতকে মনোনীত করিয়াছেন এবং — তাহাকে জ্ঞান ও শক্তির প্রাচুর্য দান করিয়াছেন—— আল্‌বাকারাহ : ২৪৭ আয়ত।

ان الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة فى العلم والجسم –

হাফিয ইব্‌নেকছীর ও খাযিন 'শক্তির প্রাচুর্য' বাক্যের ব্যাখ্যায়— লিখিয়াছেন— সংগ্রামে নিরতিশয় শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং— যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়াই হইতেছে শক্তির প্রাচুর্য। শাসনসৌকর্যে অভিজ্ঞতা এবং শত্রুর প্রতিরোধের ক্ষমতা রাষ্ট্রাধিনায়কের ভিতর থাকা আবশ্যক। যুদ্ধ বিদ্যার অভিজ্ঞতা ও শত্রুদলের প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্বারাই রাষ্ট্রকে রক্ষা করা সম্ভবপর। *

وهو اشد قوة وصبرا فى الحرب و معرفة بها' اعرف بطرف السياسة و اقوى على مقاومة العدو' ولان العلم بالحروب والقوة على الاعداء مما فيه حفظ المملكة –

ছুরত-আলকছছে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, যাহাকে তুমি কার্যভার সমর্পণ করিবে, তাহার পক্ষে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হওয়া উত্তম,— ২৬আয়ত।

ان خير من استاجرت القوى الامين –

হযরত ইউছুফকে মিছরের শাসনভার অর্পণ করার কারণ কোর্‌আনে উল্লিখিত হইয়াছে—বর্তমানকালে তুমি আমাদের মধ্যে বিশ্বস্ত রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছ,— ইউছুফ : ৫৪ আয়ত।

انك اليوم لدينا مكين امين –

হযরত জিব্রীলের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোর্‌আনের সাক্ষ্য যে, তিনি শক্তিমান, আর্‌শের অধিপতির নিকট প্রতিষ্ঠাবান, অনুসরণীয়, সে স্থলে বিশ্বস্ত,— আত্‌তক্‌বীর, ২০ ও ২১ আয়ত।

ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم امين –

মুছলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) আবুযর গিফারীকে বলিলেন, হে আবুযর আমি দেখিতেছি তুমি দুর্বল, আর আমি নিজের জন্য যাহা ভাল মনে করি, তোমার জন্যও তাহাই পছন্দ করি। সাবধান! কখনো দুই ব্যক্তিরও শাসনভার গ্রহণ করিওনা। *

يا اباذر' انى اراك ضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسى' لا تامرن على اثنين –

তাবারানী তাঁহার মু'অ্‌জমেকবীর ও ছগীর গ্রন্থদ্বয়ে ইব্‌নেউমর ও ইব্‌নেআব্বাছের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ— (দঃ) বলিয়াছেন,— দুর্বল অধিনায়কের — উপর অভিসম্পাত।

الامام الضعيف ملعون! وهوالذى يضعف من تنفيذ الامور الشريعة واقامتها –

শরীঅতের বিধান বলবৎ করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, যে রাষ্ট্রাধিনায়কের মধ্যে সে শক্তি নাই, অথবা শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে উহার প্রয়োগকল্পে দুর্বলতা প্রকাশ করে। † দুর্বলতার ব্যাখ্যা মুছলিমের হাদীছে আবুযরের বাচনিকও বর্ণিত হইয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) — বলিলেন, রাষ্ট্রের— অধিনায়কত্ব একটী— আমানত মাত্র! আর কিয়ামতের দিনে উহা অপমান ও অনুশোচনার কারণ হইবে। অবশ্য যাহার অধিকার আছে, সে যদি এই ভার গ্রহণ করে এবং উহার দায়িত্ব— প্রতিপালন করিয়া যায়, তাহার জন্য অপমান ও —

انها امانة' وانها يوم القيامة خزى و ندامة' الا من اخذها بحقها وادى الذى عليه فيها –

* ইব্‌নেকছির (১) ১২৩; খাযিন (১) ৩৫ পৃঃ।

* মুছলিম (২) ১২১ পৃঃ।

† মজ্‌মউয্‌ যওয়ায়েদ (৫) ২০৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুশোচনার কারণ হইবেনা। *

বুখারী ও মুছলিম আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের অধিনায়ক— জাতির ঢাল, তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ পরিচালিত হইবে এবং তাঁহার দ্বারা রাষ্ট্রের নাগরিকমণ্ডলী সুরক্ষিত থাকিবে। †

انما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به -

উপরিউক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে হাফিয ইবনে হজর বলিয়াছেন, জাতির জন্য যাহা ক্ষতিকর, শত্রুদলকে তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখা— এবং নাগরিক মণ্ডলীকে পরস্পরের অনিষ্টাচরণে বাধাদেওয়া এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রশক্তিকে সুরক্ষিত রাখা রাষ্ট্রাধিনায়কের কর্তব্যসমূহের অন্তরভুক্ত। তাঁহাকে এরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইতে হইবে, যাহাতে জনমণ্ডলী তাঁহাকে—— মানিয়া চলিতে এবং তাঁহাকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দর্শন করিতে বাধ্য হন, তাঁহার পতাকার নিম্নে সমবেত হইয়া তাঁহারা বিধর্মী, বিদ্রোহী এবং শান্তিভংগকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ বোধ করেন। রাষ্ট্রের অধিপতিকে জনসাধারণের সাহায্যকল্পে— সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং শত্রু, শান্তিভংগকারী ও অত্যাচারীদের কবল হইতে জনসাধারণকে রক্ষাকরার মত তাঁহার শক্তি ও ইচ্ছা থাকা চাই। তাঁহাকে শরীঅতের দণ্ডবিধি ও ন্যায়বিচার প্রবর্তন করিতে হইবে। ‡.

يمنع العدو من اذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمى بيضة الاسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته يقاتله مع الكفار والبغاة وسائر اهل الفساد وينصر عليهم يتقى به شر العدو وشر اهل الفساد والظلم - فرعاية الامام الاعظم حياطة الشريعة باقامة الحدود والعدل فى الحكم -

ইছলামী রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রাধিনায়কের শক্তিসম্পন্ন ও দুর্বল হওয়ার তাৎপর্য ইছলামী রিয়াছতের প্রথম ও দ্বিতীয় আদর্শ অধিনায়ক আবুবকর ও উমর যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।— আবুবকর ছিদ্দীক ঘোষণা করিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা দুর্বল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের হক তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে নাপারি — ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে তাহারাই শক্তিমান আর তোমাদের মধ্যে— যাহারা বলবান, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের নিকট হইতে দুর্বলের হক আদায় করিতে নাপারি, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আমার কাছে দুর্বল। * উপরিউক্ত ঘোষণা উমর ফারূকের মুখে অন্যভাষায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তিনি খলীফা হওয়ার সংগে সংগে— ঘোষণা করিলেন,— আল্লাহর শপথ!— তোমাদের মধ্যেকার কোন দুর্বল ব্যক্তি— অপেক্ষা আমার কাছে শক্তিমান কেহই নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার হক পূরণ করিতে না— পারি এবং কোন বলবান অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে কেহই নাই যতক্ষণ আমি তাহার নিকট হইতে হক আদায় করিয়া লইতে না পারি।

والضعيف فيكم قوى عندى حتى اريم عليه حقه انشاءالله والقوى فيكم ضعيف عندى حتى اخذ الحق منه انشاءالله -

والله ما منكم اقوى عندى من الضعيف حتى اخذ له الحق ولا اضعف عندى من القوى حتى آخذ الحق منه -

ফলকথা, শক্তির তাৎপর্য ত্রিবিধ, রাষ্ট্রকে — বহির্শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার শক্তি, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার শক্তি এবং ন্যায় বিচারের শক্তি। রাষ্ট্রের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য নাগরিক অধিকারকে অক্ষুন্ন রাখার এবং রিয়াছতের অর্থনৈতিক, আখলাকী ও তমদ্দনী মানকে বর্ধিত করার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোরআন ও ছুন্নতে ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও সাম্যের যে বিধান প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অভি-

* মুছ্‌লিম (২) ১২১ পৃঃ।

† মুছ্‌লিম (২) ১২৬ পৃঃ।

‡ ফত্‌হুলবারী (১৩) ১০১ পৃঃ।

* ছীরতুছ্‌ছিদ্দীক, ৬৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

জ্ঞতা থাকা চাই এবং উপরিউক্ত বিধান বলবৎ করার মত শক্তি আবশ্যক।

রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক ইতিপূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইছলামী রাষ্ট্র একটি পবিত্র আমানত—(Trust) এবং ইছলামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক উক্ত আমানতের মুতাওয়াল্লী (Trustee) মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রের অধিনায়কের জন্য আমীন বা বিশ্বস্ত হওয়া যে অপরিহার্য তাহা বলাবাহুল্য। শাসনকর্তাদিগকে কোর্‌আনে বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে,—আল্লাহ আমানতের হকদারগণকে উহা প্রত্যর্পণ করার জন্য তোমাদিগকে—

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل —

আদেশ করিতেছেন এবং যখন তোমরা মানুষের—বিচার নিষ্পত্তি করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করার জন্য তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন—আন্‌নিছা: ৫৮ আয়ত।

শয়খুলইছলাম ইবনে তয়মিয়াহ্ বলেন, আমানত প্রত্যর্পণ করার তাৎপর্য দ্বিবিধ: প্রথম, রাষ্ট্রাধিনায়কের কর্তব্য রাষ্ট্রের প্রত্যেক কার্যে যোগ্যতম ব্যক্তি নিয়োগ করা। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ইছলামী—রাষ্ট্রে যোগ্যতর ব্যক্তি পাওয়া সত্ত্বেও যে রাষ্ট্রাধিনায়ক তদপেক্ষা—অযোগ্য ব্যক্তিকে—কার্যভার সমর্পণ—করিল, সে আল্লাহ ও তদীয় রছুলের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা—করিল। অন্য রেওয়ায়তে কথিত হইয়াছে যে, জনমণ্ডলী যাহার উপর অধিকতর সন্তুষ্ট, তাহার পরিবর্তে যে ইমাম অন্য—ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিল সে ইমাম আল্লাহর সংগে ও তদীয় রছুলের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা—করিল। হাকিম তাঁহার মুছতদ্‌রকে উপরি উক্ত হাদীছ দুইটী রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

من ولى من امر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة او قرابة بينهما، فقد خان الله و رسوله والمسلمين —

উমর ফারুক বলেন, যে রাষ্ট্রাধিনায়ক কোন ব্যক্তিকে বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার খাতিরে রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত করিল, সে আল্লাহ, তদীয় রছুল এবং জাতির—সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করিল। ইছলামী রাষ্ট্রের—ইমামের জন্য প্রাদেশিক শাসক ও প্রতিনিধি, বিচারপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ও ছোট বড় সেনাপতি, মন্ত্রী, সেক্রেটারী, রাজস্ব ও যাকাত ইত্যাদি আদায়কারী এমন কি মছজিদের ইমাম, মুওয়ায্‌যিন, শিক্ষক, আমিরুল হাজ, কোষাধ্যক্ষ, দুর্গের প্রহরী ও দ্বাররক্ষী, প্রদেশ, যিলা, নগর ও গ্রামসমূহের নেতা ইত্যাদি নিযুক্ত—করার সময়ে যোগ্যতম ব্যক্তি অনুসন্ধান করা ওয়াজিব। রাষ্ট্রের কার্যে কেহ প্রার্থী হইয়াছে বা পূর্বে দরখাস্ত করিয়াছে বলিয়া কাহাকেও কার্যভার প্রদান করা উচিত নয়, বরং রাষ্ট্রের কার্যের জন্য প্রার্থী হওয়া সে কার্যের ভার প্রাপ্ত হওয়ার পক্ষে অযোগ্যতা ও নিষিদ্ধতার নিদর্শন। বুখারী ও মুছলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদল—লোক রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট রাষ্ট্রের কার্যভার প্রার্থনা করায় রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, যাহারা প্রার্থী, তাহাদিগকে আমরা আমাদের কার্যের কোন ভার প্রদান করিনা। বুখারী ও মুছলিমে ইহাও বর্ণিত আছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) একদা আবদুর্ রহমান বিনে ছমুরাকে বলিলেন, হে আবদুর রহমান, তুমি শাসনকর্তৃত্ব কদাচ—প্রার্থনা করিও না—কারণ বিনা প্রার্থনায় যদি আমি তোমাকে শাসনভার প্রদান—

من ولى من امر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من اصلح للمسلمين منه فقد خان الله و رسوله - وفى رواية من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة ارضى منه فقد خان الله وخان رسوله —

ان قوما دخلوا على النبى صلى الله عليه وسلم فسألوه ولاية، فقال انا لانولى امرنا هذا من طلبه —

لاتسأل الامارة، فانك ان اعطيتها عن غير مسئلة اعنت عليها، وان اعطيتها عن مسئلة وكلت اليها —

www.ahlehadeethbd.org

করি, তাহা হইলে উহা সম্পন্ন করার জন্য তুমি — আল্লাহর সাহায্য লাভ করিবে আর প্রার্থনা করার দরুণ যদি আমি উহা তোমাকে দেই তাহা হইলে উহা তোমাকে জড়াইয়া ধরিবে। ছুননের সংকলয়িতাগণ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, বিনা প্রার্থনায় শাসনভার লাভ করিলে তাহাকে انزل الله اليه ملكا يسدده সঠিক ভাবে কার্য করার শক্তি দান করার জন্য আল্লাহ ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ করেন। ইবনে তয়মিয়হ বলেন, সুতরাং যে ইমাম আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের জন্য বা এক স্থানের অধিবাসী বা একই মযহব বা তরীকার অনুসারী বা ভৌগলিক জাতীয়তার— একত্বের খাতিরে যথা আরব, ঈরাণী তুর্কী রুমী (বা পাঞ্জাবী — বাংগালী) হইবার— দরুণ, কিংবা প্রার্থীর নিকট হইতে অর্থের বা অন্য কোনরূপ— উপকারের ঘুষ গ্রহণ করার জন্য, অথবা— যোগ্যতম ব্যক্তি — সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব বা শত্রুতা পোষণ করার কারণে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ও অধিকারী ব্যক্তিকে পরিহার করিয়া অন্য — ব্যক্তিকে কার্যভার দান করে, সে আল্লাহ, তদীয় রছুল এবং মুছলিম নাগরিকগণের বিশ্বাসঘাতক। সে— আল্লাহর এই নিষেধ ভংগকারী যে, হে বিশ্বাসপরায়ণের দল, তোমরা আল্লাহ এবং রছুলের বিশ্বাসঘাতক হইওনা এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও— বিশ্বাসঘাতকতা করিওনা, অথচ তোমরা ইহা অবগত আছ। এই আয়তের পর আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন,— প্রত্যুত তোমা- انما اموالكم و اولادكم فتنة

فان عدل عن الاحق الاصلح الى غيره لاجل قرابة بينهما او صداقة او موافقة فى بلد او مذهب او طريقة او جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية او لرشوة يأخذها منه من مال او منفعة اوغير ذلك من الاسباب او لضغن فى قلبه على الاحق او عداوة بينهما فقد خان الله و رسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى عنه فى قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون -

দের সম্পদ ও সন্তান وان الله عنده اجر عظيم - পরীক্ষা মাত্র এবং আল্লাহর নিকট ইহার বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে। ইব্‌নে তয়মিয়হ বলেন, রাষ্ট্রের অধিনায়ক অনেক সময়ে সন্তান বা আত্মীয়দের স্নেহাকর্ষণে তাহাদের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করে অথবা তাহাদের যাহা প্রাপ্য নয়, সেই ধন সম্পদ তাহাদিগকে দান করিয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় সে আমানতের খিয়ানতকারী হইবে। এই রূপ খাতিরে পড়িয়া অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক অর্থদান করাহয় এবং তাহাদের অবৈধ উপার্জন এবং কর্তব্যে অবহেলা সত্ত্বেও তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া যাওয়া হয়। এ সমুদয় অবস্থায় সে ইমাম আল্লাহর, তদীয় রছুলের বিশ্বাসঘাতক এবং তাহার আমানতের খিয়ানতকারী হইবে। প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া যে রাষ্ট্রাধিনায়ক আমানতকে রক্ষা করিয়া চলে, আল্লাহ তাহাকে শক্তি দান করেন এবং তাহার মৃত্যুর পর তদীয় বংশধর ও সম্পদকে রক্ষা করিয়া থাকেন আর প্রবৃত্তিপরায়ণদিগকে তাহাদের কুমতলবের বিপরীত দণ্ডদেন, তাহার সম্পদ বিনষ্ট এবং বংশধররা লাঞ্ছিত হইয়া থাকে। পঞ্চম খলীফায়-রাশিদ উমর বিনে আবদুল আযীযের রাজ্য সুদূর পূর্বের তুর্কীস্তান হইতে পশ্চিমের শেষ সীমা স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাইপ্রাস দ্বীপ, শামের সীমান্ত ভূমি তর্‌ছুছ ইত্যাদি ইয়ামানের শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তরভুক্ত ছিল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সন্তানদের হস্তে কুড়ি দিরহম করিয়াও দিয়া যাইতে পারেননাই। ফকীরের বেশে তাঁহার সন্তানগণ পিতার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সকলেই অপরিণত বয়স্ক ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা তের জনের অধিক ছিল। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে খলীফা তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে আমার সন্তানগণ,— আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ন্যায্য হক রোধ করি নাই,— কিন্তু আমি জনমণ্ড-

يا بنى والله ما منعتكم حقا هو لكم ولم اكن بالذى آخذ اموال الناس فادفعها اليكم وانما انتم احد رجلين : اما صالح فالله يتولى

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লীর অর্থ তোমাদিগকে দিয়া যাইতে—পারিনা। তোমরা হয় সাধু ও সচ্চরিত্র হইবে, নয় অসাধু।

الصالحين وامّا غير صالح، فلاأترك له مايستعين به على معصية الله، قوموا عنى -

যদি সাধু হও তাহাহইলে "আল্লাহ সাধুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন."—(কোরআন)। আর যদি তোমরা অসাধু হও, তাহা হইলে আল্লাহর অবাধ্যতার সহায়তাকল্পে আমি কিছুই ছাড়িয়া যাইতে—প্রস্তুত নই। এখন তোমরা আমার নিকট হইতে উঠিয়া যাও। ইবনে তয়মিয়হ বলেন, আমি খলীফার কোন সন্তান সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি জিহাদে এক শত অশ্ব রণ-সম্ভার সহ দান করিয়াছিলেন। আর এমনও কোন খলীফার কথা আমি—অবগত আছি, যিনি তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে ৬০লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া গিয়াছিলেন আর সে ক্ষুধার জ্বালায় লোকের সম্মুখে হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিত। *

শয়খুলইছলাম বলেন, আমানতের দ্বিতীয়—তাৎপর্য হইতেছে অর্থনৈতিক, অর্থাৎ কোরআন ও ছুন্নতের নির্দেশমত রাষ্ট্রের অর্থ নিয়ন্ত্রিত করা—রাষ্ট্রাধিনায়কের জন্য ওয়াজিব। নিজের ইচ্ছামত অর্থসংগ্রহ ও ব্যয় করার অধিকার তাঁহার নাই, কারণ রাষ্ট্রের অধিনায়কগণ রাষ্ট্রের সম্পদের মালিক নন, তাঁহারা ট্রাস্টি, প্রতিভূ ও উকিল মাত্র। বুখারী আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর শপথ! আমি কাহাকেও দান করিনা বা কাহারো প্রতিবন্ধক হইনা, আমি বণ্টনকারী মাত্র, যেভাবে

انى والله لا اعطى احدا ولا امنع احدا، وانما انا قاسم، اضع حيث امرت -

আমি আদিষ্ট হইয়াছি, সেইভাবে আমি ভাগ—করিয়া থাকি। ইবনেতয়মিয়হ বলেন, দেখ, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এই রছুল স্বয়ং জানাইয়া দিয়াছেন যে, দেওয়া বা নাদেওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও অধিকার অনুসারে হইবেনা যেরূপ স্বৈরাচারী শাসনকর্তার দল যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা দিয়া থাকে আর যাহার জন্য ইচ্ছা করেনা তাহার প্রাপ্য তাহারা—পরিশোধ করেনা। উমর ফারূককে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, আপনি আল্লাহর মাল হইতে নিজের জন্য সামান্য কিছু অধিক ব্যয় করেননা কেন? উমর বলিলেন, তুমি কি জান আমার এবং জনমণ্ডলীর দৃষ্টান্ত কিরূপ? একদল লোকের মত যাহারা প্রবাসে বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের সমুদয় ধন—একত্রিত করিয়া তাহা-

اتدرى ما مثلى ومثل هؤلاء كمثل قوم كانوا فى سفر، فجمعوا منهم مالا فسلموه الى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل ان يستأثر عنهم من اموالهم ؟

দের প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে একজনের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের সেই অর্থ তাহার নিজের জন্য ব্যয় করা কি—তাহার পক্ষে হালাল হইবে? একবার উমরফারূকের কাছে জিহাদের পঞ্চমাংশ স্বরূপ প্রভূত ধনসম্পদ প্রেরিত হয়। ধনের প্রাচুর্য দর্শন করিয়া হযরত উমর বলেন, যাহারা এই বিরাট সম্পদের আমানত প্রতিপালন করিয়াছে তাহারা বাস্তবিক বিশ্বস্ত জাতি, জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে জওয়াব—দিলেন, আপনি স্বয়ং আল্লাহর কাছে আমানত রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাহারাও—

انك اديت الامانة الى الله تعالى، فادوا اليك الامانة ولو رتعت رتعوا -

আপনার আমানত রক্ষা করিয়াছে, যদি আপনি—আমানত নষ্ট করিতেন, তাহারাও নষ্ট করিত।

ইবনেতয়মিয়হ বলেন, ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, শাসকবর্গ বাজারের ন্যায়, যেরূপ ভাবে—উহাতে অর্থ খাটান হইবে সেইরূপ উপার্জন হইবে। আমীরুল মুমেনীন উমর বিনে আবদুল আযীয একথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ যদি শাসনকর্তাগণ শাসনসৌকর্যে সত্যবাদিতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা প্রয়োগ করেন, রাষ্ট্রের উপার্জনও তদনুরূপ হইবে, আর যদি শাসন ব্যাপারে তাঁহারা মিথ্যা, ব্যভিচার, অত্যাচার

* ছিয়াছতে শরঈয়াহ, ৩—৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের শাসনের ফলও সেই রূপ ফলিবে। রাষ্ট্রাধিনায়কের জন্ম ওয়াজিব—বৈধ ভাবে অর্থ সংগ্রহ — করিয়া সঠিক ভাবে ব্যয়করা এবং হকদারদিগকে—বঞ্চিত না করা। হযরত আলী মুর্তযা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার কোন প্রতিনিধি যুলুম করিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিলেন,— হে আল্লাহ,— আমি ইহাদিগকে— কোন দিন তোমার সৃষ্টজীবকে পীড়ন — করার আদেশ দেইনাই এবং তোমার হককে বর্জন করিতে বলিনাই। *

اللـهم انى لم أمرهم
ان يظلموا خلقـك ولا
يتركوا حقـك .

পূর্ববর্তী শাসক গোষ্ঠি যদি জনগণের অর্থ সম্পদ অবৈধ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাহইলে ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রাধিনায়কের কর্তব্য হইবে সেগুলি উদ্ধার করা। কোন সরকারী কর্মচারী তাহার কার্যকালে জনমণ্ডলীর নিকট হইতে ভেট বা অনুরূপ উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহার নিকট হইতে উহা উদ্ধার করিতে হইবে। আবুছঈদুল খুদ্রী বলিয়াছেন, সরকারী কর্মচারীদের উপঢৌকন চোরাই মাল। ইব্রাহীম হরবী তাঁহার কিতাবুল হাদায়ায় ইব্নে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন.— শাসনকর্তাদের উপঢৌকন চোরাইমাল। বুখারী ও মুছলিমে আবুহুমায়দ ছাত্রদীর বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আযদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে যাকাতের—কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লোকটী তাহার কর্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—এই অর্থ বয়তুল মালের আর ইহা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ — দেওয়া হইয়াছে।— রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, লোকটীর অবস্থা দেখ। আমাদিগকে আল্লাহ যে কার্যের— অভিভাবকত্ব দান করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করার জন্য এই লোকটিকে নিযুক্ত করিয়াছি, অথচ সে বলিতেছে, "ইহা তোমাদের আর ইহা আমাকে উপহার দেওয়া হইয়াছে।" সে তার পিতার অথবা মাতার গৃহে বসিয়া থাকুক আর দেখুক, তাহাকে কেহ উপঢৌকন প্রেরণ করে কিনা?

هدايا العمال غلول .

هدايا الامراء غلول .

قال هذا لكم ,وهذا اهدى
الى' فقال النبى صلى
الله عـليه وسلم : مابال
الرجـل' نسـتعمله على
العـمل مما ولانـا الله'
فيقول : هذا لكم' وهذا
اهدى الى' فـهلا جلس
فى بيت ابيه او بيت امه'
فينظر ايهدى اليه ام لا ?

ইব্নেতয়মিয়্যহ বলেন যে, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবসার লভ্যাংশ, শ্রমের মূল্য, কৃষি ও ফসলেরভাগ ইত্যাদিতে সরকারী কর্মচারীরা জনসাধারণের নিকট হইতে যে সকল সুবিধা ভোগ করিতে চায়, সেগুলিও উপঢৌকন তথা ঘুষের শামিল!

আবার জন সাধারণের কোন উপকার সাধন — করিয়া বা কোন অত্যাচারের প্রতিরোধ করিয়া—অথবা তাহাদের জন্য ছুফারিশ করিয়া উহার বিনিময়ে অনেকে তাহাদের নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিয়া থাকে। সেক্রেটারী, পেশ্কার ও কেরানীদের মধ্যে সচরাচর এই আচরণ পরিদৃষ্ট হয়, ইহাও খিয়ানতের অন্তরভুক্ত। হিন্দ বিনে আবি হালা বর্ণনা করিয়াছেন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—যাহারা তাহাদের অভিযোগ পৌঁছাইতে অসমর্থ তাহাদের — অভিযোগ তোমরা আমাকে জ্ঞাপন কর। যাহারা অসমর্থদের প্রয়োজন রাজশক্তির গোচরিভূত করিবে,

ابلغوفي حاجـة مـن لا
يـستطيع ابلاغها' فانه مـن
ابلغ ذا سلطان حاجة مـن
لايـستطيع ابلا غـها' ثبت
الله قد ميه علي الصراط
يوم تزل الاقدام -

যেদিন সকলের পদস্থলন ঘটিবে, সেদিবস আল্লাহ তাহাদের পদযুগল পুলছিরাতে দৃঢ় রাখিবেন। ইমাম আহমদ ও আবুদাউদ আবুউমামা বাহেলীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার জন্য

من شفع لاخيه شفاعة' فا
هـدى لـه عليها هدية'
فقبلها' فقد اتي بابا عظيما
من ابواب الربا -

* ছিয়াছতে শরঈয়া, ১৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছুফারিশ করিয়া তাহার নিকট হইতে উপঢৌকন—গ্রহণ করিল, সে সুদের অন্যতম প্রকাণ্ড দ্বার উন্মোচন করিল। আবদুল্লাহ বিনে মছ্উদ বলেন,— কোন ব্যক্তির প্রার্থনা মত তাহার কার্যোদ্ধারে সহায়তা করিয়া উপঢৌকন গ্রহণ করাকে السحت ان يطلب الحاجة للرجل، فيقضي له، فيهدي اليه، فيقبلها - ঘুষ বলে। মছ্রূক তাবেয়ী সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, ইব্নেযিয়াদকে বলিয়া কহিয়া তাহার অত্যাচার—হইতে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হইয়া একজন অপরিণত বয়স্ক দাস তাঁহাকে অপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করে, তিনি তাহা ফেরৎ দেন এবং বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিনে মছ্উদকে বলিতে শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি কোন মুছলমানকে অত্যাচার— হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার বিনিময়ে— من رد عن مسلم مظلمة، فرزاه عليها قليلا او كثيرا فهو سحت - অল্প বিস্তর উপহার গ্রহণ করিলে উহা ঘুষের পর্যায়ভুক্ত হইবে। লোকটি বলিল, হে আবদুর্রহ্মানের পিতা, আমরা তো শুধু বিচারের ঘুষকেই ঘুষ মনে করি। ইব্নে মছ্উদ বলিলেন, ذاک کفر উহা কুফ্র!

যদি রাষ্ট্রাধিনায়ক কোন সরকারী কর্মচারীর—নিকট হইতে স্বয়ং গ্রাস করার মত্লবে যুলুমের মাল উদ্ধার করিতে অগ্রসর হয়, তাহাহইলে তাহাদের কোন পক্ষেরই সাহায্য করা চলিবেনা, তাহারা—উভয়েই যালিম, যেন এক চোর আর এক চোরের চোরাই মালগ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছে! *

ইছ্লামী রাষ্ট্রের ত্রিবিধ বৈশিষ্ট স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের মর্যাদা প্রকৃতপ্রস্তাবে রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের বিশ্বস্ততা গুণের উপরেই নির্ভর করে। ইছ্লামী রাষ্ট্রে শাসক ও নাগরিকদলের রক্ত, সম্ভ্রম ও অর্থের মূল্য সমান। নাগরিকগণের অর্থ অবৈধভাবে গ্রহণ ও বণ্টনের যেমন রাষ্ট্রাধিনায়কের কোন অধিকার নাই, তেমনি তাহাদিগকে বিনাবিচারে আটক করার বা মারপিট করারও কোন অধিকার তাঁহার নাই। সন্দেহক্রমে আটক করার বৈধতা সম্পর্কে যে হাদীছগুলি উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে তন্মধ্যে একটীও প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে একটী হাদীছ—ইব্রাহীম বিনে খয়ছম বিনে ইরাকের মধ্যস্থতায় আবুহোরায়রার বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, বিনা প্রমাণে শুধু অপরাধের সন্দেহে রছুলুল্লাহ (দঃ) জনৈক ব্যক্তিকে সতর্কতার ان النبی صلے الله عليه وسلم حبس فی تهمة احتياطا يوما وليلة - জন্য একদিবস ও রাত্রি আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর একটী হাদীছ মুআবিয়াহ বিনে হায়দার প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার গোত্রের কতিপয় ব্যক্তিকে রছুলুল্লাহ (দঃ) সন্দেহক্রমে আটক করিয়াছিলেন এবং আটকের প্রতিবাদ করার সংগে সংগে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইরাক বিনে—মালিকের প্রমুখাৎ আর একটী হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যে, গিফার গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে চুরির সন্দেহে আটক করা হয়, কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। فقال النبی صلے الله عليه وسلم حسبت الله المحبوس، استغفر لی! فقال: غفر الله لک! এই হাদীছগুলি ইব্নেহয্ম তাঁহার মুহাল্লায় উধৃত করিয়াছেন। *

উপরিউক্ত হাদীছগুলির মধ্যে প্রথমটীর অন্যতম রাবী ইব্রাহীম বিনে খয়ছম বিনে ইরাককে নছয়ী বর্জনীয় বলিয়াছেন। জওযজানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, শেষকালে তাঁহার মধ্যে গোলমাল ঘটিয়াছিল। † দ্বিতীয় হাদীছের অন্যতম রাবী বহয বিনে হাকীম সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে বিশ্বস্ত বলিলেও আবুহাতিম, ইব্নেহিব্বান, আহ্মদ বিনে বশীর ও ইব্নে হয্ম প্রভৃতি তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারেননাই। তিনি তাঁহার পিতা ও দাদার ছনদে যে হাদীছগুলি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সেগুলির কোন নিদর্শন অন্য কোন রাবীর কাছে নাই। ‡ এতদ্ব্যতীত এই হাদীছে

* ছিয়াছতে শরঈয়া ২০—২২ পৃঃ।

* মুহাল্লা (১১) ১৩১ ও ১৩২ পৃঃ। † মীযান—যহবী (১) ১৪ পৃঃ। ‡ মীযান - যহবী (১) ১৪২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

উল্লিখিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) সন্দেহক্রমে আটক করার কার্য সমর্থন করেননাই, বরং প্রতিবাদের সংগে সংগে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তৃতীয় হাদীছটী মুর্ছল।* আর— সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলেও উহাদ্বারা বিনাবিচারে আটক করার অবৈধতাই প্রমাণিত হয়, কারণ বিনাবিচারে আটক করাকে অন্যায় বিবেচনা না করিলে রছুলুল্লাহ (দঃ) কখনও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেননা।— প্রকৃতপ্রস্তাবে এই হাদীছটী আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

সন্দেহক্রমে আটক বা দণ্ডিতকরা ইছ্‌লামের মূলনীতির প্রতিকূল। কোর্‌আনে ইহা জলন্ত ভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে যে, ان الظن لا يغنى من الحق شيئا প্রত্যুত সন্দেহ বা অনুমান সত্যকে সাব্যস্ত করার পক্ষে একটুও সহায়ক নয় ইউনুছ : ৩৬। এবং বুখারী ও মুছ্‌লিম প্রভৃতি বিভিন্ন ছনদে রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সাবধান! সন্দেহের اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث অনুসরণ করিওনা— কারণ সন্দেহজনক উক্তি সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা ✝ এতদ্ব্যতীত রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে মুনাফিকদের একটী দল সতত বিদ্যমান ছিল এবং তাহাদের সম্বন্ধে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করার সমূহসম্ভাবনা থাকা সত্বেও রছুলুল্লাহ (দঃ) সন্দেহক্রমে— তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কোনদিন আটক বা কয়েদ করেননাই। এই সকল স্পষ্ট প্রমাণের সমকক্ষতায় সন্দেহক্রমে আটকের বৈধতা কোনক্রমেই স্বীকার করা যাইতে পারেনা।

এ সম্পর্কে ইছ্‌লামী রাষ্ট্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠতম— ব্যাখ্যাতা উমর ফারূকের যুগান্তকারী ঘোষণা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,— আল্লাহর শপথ! ইছ্‌লামে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কয়েদ করা যাইতে পারেনা! والله لا يوسر رجل فى الاسلام بغير العدل ! ‡ ইব্‌নে হয্‌ম আবদুর্‌রয্‌যাকের ছনদে আবদুল্লাহ বিনেআবিআমিরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একবার ছফরে আমার একটী থলি অপহৃত হয়, আমাদের সংগে একজন সন্দিগ্ধ লোক ছিল, আমার সাথীরা তাহাকে থলী প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে সে চুরি অস্বীকার করে। আমি— তাহাকে ধৃতকরার জন্য হয্‌রত উমরকে অনুরোধ করি। উমর ফারূক কুপিত হইয়া বলিলেন— কি! আমি বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণেই উহাকে ধৃত করিয়া আনার আদেশ দিব? اتانى به مصفودا بغير بينة ؟ لا اكتب لك فيها ولا اسالك عنها ! আমি কিছুতেই এরূপ নির্দেশ তোমার জন্য লিখিবনা এবং এবিষয়ে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিবনা।*

ফলকথা, ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে কোন নাগরিককে— বিনাবিচারে আটক করার অধিকার শাসনকর্তাদের নাই এবং এরূপ বিধান ইছ্‌লামী শাসন সংবিধানে স্থানলাভ করিতে পারেনা।

ইছ্‌লামী-রাষ্ট্রের অতিক্ষুদ্র নাগরিককেও কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা সরকারী কর্মচারী মারপিট করার অধিকারী নন। মিছরের গভর্ণর আম্‌র বিনুল— আছের পুত্র মোহাম্মদ জনৈক অধিবাসীকে বেত্রাঘাত করেন। ইহার জন্য উমর ফারূক তাঁহাদিগকে সপুত্র মিছর হইতে ডাকাইয়া আনিয়া উক্ত কিব্‌তীর দ্বারা গভর্ণর-পুত্রকে কশাঘাত করান এবং রোষকষায়িত লোচনে ইব্‌নুল আছকে বলেন,— হে আমর, তোমরা জনমণ্ডলীকে কতদিন হইতে গোলাম বানাইয়া লইয়াছ? يا عمرو متى تعبدتم الناس ؟ وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ! তাহাদের জননীরা তো তাহাদিগকে স্বাধীন মানুষ রূপেই প্রসব করিয়াছিল! ✝

ইছ্‌লামীরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় শাসক ও জনমণ্ডলীর মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা হয়নাই। শয়খুল-ইছ্‌লাম ইব্‌নে তয়মিয়্যহ বলেন, একদা উমরফারূক (হজের মওছম) তাঁহার রাষ্ট্রের শাসনকর্তাদের—

* মুহাল্লা (১১) ১৩২ পৃঃ।

✝ বুখারী ফত্‌হ সহ—(৫) ২৮২; (১০) ৪০১; (১২) ৩, (৯) ১৭১ পৃঃ ‡ মুওয়াত্তা (২) ১০৭ পৃঃ।

* মুহাল্লা (১১) ১৩২ পৃঃ।

✝ আল ফারূক উমর (২) ২১৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সম্মুখে জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

الا' انى والله ما ارسل عمالى اليكم ليضربوا ابشاركم' ولا ياخذوا اموالكم' ولكن ارسلهم اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم' فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الى - فوالذى نفسى بيده اذا لاقصنه منه- فوثب عمرو بن العاص فقال : ياامير المؤمنين' ان كان رجل من المسلمين على رعية' فادب رعيته انذلك لتقصه منه ؟ قال' اى' والذى نفس محمد بيده اذا لاقصنه منه انى لاقصه منه - وقد رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقص من نفسه - الا' لاتضربوا المسلمين' فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم' فتكفروهم !

আপনারা শুনুন !— আমি আমার কর্মচারীদিগকে আপনাদের দেহে আঘাত হানিবার অথবা— আপনাদের মাল— গ্রাস করিবার জন্য প্রেরণ করিনাই।— আমি তাহাদিগকে আপনাদের কাছে— পাঠাইয়াছি—আপনাদের দীন ও সংস্কৃতি আপনাদিগকে শিখাইবার জন্য ! যেশাসনকর্তা অন্যরূপ আচরণ করিবে তাহার সম্বন্ধে আমার কাছে আপনারা নালিশ করুন, আমি তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ— গ্রহণ করিব। মিছরের গভর্ণর আম্‌র বিনুল আছ একথা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমেনীন, যদি কোন মুছলমান তাহার প্রজাকে আদব দিবার জন্য মারে, তাহার জন্যও কি আপনি তাহাকে শাস্তি দিবেন ? উমর বলিলেন,— হাঁ! যাঁহার হস্তে মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ আছে, তাঁহার শপথ! আমি তাহার নিকট হইতেও প্রতিশোধ লইব! আমি অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিব! আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে দেখিয়াছি তিনি স্বয়ং নিজের নিকট হইতে প্রতিশোধ লইতেন ! সাবধান, আপনারা মুছলমানদের দেহে আঘাত করিবেননা, তাহাদিগকে— অপদস্থ করিবেননা, তাহাদের হক নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে অবাধ্য হইতে প্ররোচিত করিবেন না।

ইবনে তয়মিয়াহ বলেন, না জায়েয আঘাত— সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা, কিন্তু শরীঅতের নির্দেশক্রমে— শাসকগণ অপরাধীকে আঘাত করিলে তারজন্য— ইজ্‌মার নির্দেশক্রমে প্রতিশোধ নাই, কারণ সে আঘাত হয় ওয়াজিব, নয় মুছ্‌তহব অথবা জায়েয — হইবে। *

বিশ্বস্ততার অন্যতম তাৎপর্য হইতেছে রাষ্ট্রের আইন আর বিচার ব্যবস্থায় সমদর্শিতা। উমরফারুককে খলীফাতুল মুছলেমীন হওয়া সত্ত্বেও মদীনার— কাযী যয়েদ বিনে ছাবিতের ইজ্‌লাছে উবাই বিনে কঅবের প্রতিপক্ষ রূপে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। হযরত আলী বিচারপতি শুরয়হ এর ইজ্‌লাছে একাধিকবার হাযির হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন আর সর্বাপেক্ষা চমৎকার কথা এই যে, একবারের মামলায়— হযরত আলী যেসাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছিলেন, বিচারপতি তাহা গ্রাহ্য করেননাই। ইছলামী বিচারালয়ে খলীফার পুত্র আবু শহমা, শ্যালক কুদামা বিনে মযউন, মিছরের শাসনকর্তার পুত্র মোহাম্মদ ইছলামী দণ্ডবিধির সাধারণ ধারা অনুসারে দণ্ডিত— হইয়াছিলেন।

কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা আর সমদর্শিতা আদিল ও আমীন হইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শরীঅতের পরিভাষায় ধর্মপরায়ণতার ন্যূনতম মান যাহা, ইছলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ককে সেই মানে উত্তীর্ণ হইতে হইবেই। ধর্মপরায়ণতা বা 'আদ্‌লে'র ন্যূনতম মান সম্বন্ধে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ বলেন, খলীফার জন্য 'আদ্‌ল'— হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ যে কবীরা গোনাহ হইতে বিরত থাকে এবং ছগীরায় অভ্যস্ত বা হঠকারী নাহয়, লজ্জাশীল যে ব্যক্তি হয়, বেহায়া ঢিট নাহয়। সাক্ষ্য, বিচারক ও হাদীছের রাবীর

انكه عدل باشد' يعنى مجتنب از كبائر' غير مصر برصغائر وصاحب مروت باشد نه هرزه كرد خليع العذار - زيراكه درشاهدو قاضى وراوى حديث هركاه اين معانى شرط ست' پس در رياست عامه كه زمام خلق بدست او

* ছিয়াছতে শর্‌ঈয়া, ৭২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

اقتد او لے است بانكه شرط باشد -

জন্য উপরিউক্ত শর্ত যখন আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে তখন রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের জন্য উহা অপরিহার্য হওয়া অধিকতর আবশ্যক, কারণ সমস্ত রাষ্ট্রের বল্‌গা তাহার হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। *

খলীফার পক্ষে ধর্মপরায়ণ (আদ্‌ল) হওয়ার—শর্ত মাওয়ার্দী তাঁহার আহ্‌কামে এবং উছুলেফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে অন্যান্য বিদ্বানগণ সমবেত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ছৈয়েদ রশীদ রিযা বলেন,—

هى عند الفقهاء عبارة عن التحلى بالفرائض والفضائل والتخلى عن المعاصى والرذائل وعما يخل بالمروة -

ফকীহগণের নিকট—আদেল হওয়ার অর্থ হইতেছে—ফরয কার্য সমূহের অনুসরণকারী, সর্বগুণসম্পন্ন: পাপাচরণ এবং নীচতা হইতে যে বিরত থাকে এবং যেব্যক্তি নির্লজ্জ আচরণ পরিহার করিয়া চলে। ✝

মোটের উপর অত্যাচারী (যালিম) ও বেদীন, ফাছিককে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিলে এক মুহূর্তের—তরেও ইছলামীরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য শুধু ন্যায়-বিচার ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা হইলে মুশিরুওয়াঁর রাজ্য আর মযদকের রাষ্ট্রনীতিকে ইছলামী রাষ্ট্র ও ইছলামী রাজ্যশাসন বিধান বলিয়া মান্য করিতে হইবে। ইছলাম ন্যায় ও সাম্যের যে আদর্শ স্বীকার ও প্রচার করিয়াছে তাহার প্রতিষ্ঠা ও স্থাপনাই হইতেছে ইছ্‌-লামী রাষ্ট্রের মুখ্যউদ্দেশ্য এবং যেব্যক্তি ইছলামের নৈতিক ও চারিত্রিক মান সম্বন্ধে স্বয়ং বিশ্বস্ত নয়,—তাহাকে রাষ্ট্রের সর্বময়কর্তৃত্ব প্রদান করিলে সে—উদ্দেশ্য সফল হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ইমাম শওকানী বলেন, সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করার আদে-শের প্রধান দুইটী উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম ও প্রধানতম হইতেছে,— দীনে—

اولها واهمها اقامة منار الدين وتثبيت العباد على صراطه المستقيم ودفعهم عن مخالفته والوقوع فى مناهيه طوعا وكرها -

ইছলামের আলোকস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা এবং শরীঅতের সরল ও সঠিক পথে জনমণ্ডলীকে দৃঢ়রাখা। শরীঅ-তের বিরোধ হইতে বিরত রাখা এবং ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় যাহাতে শরীঅতের নিষিদ্ধ কার্যসমূহে—তাহারা লিপ্ত হইতে নাপারে তাহার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। *

কতকগুলি ছহীহ হাদীছে অত্যাচারী শাসক-দলের বিরুদ্ধে উত্থান করা নিষিদ্ধ হওয়ায় ফাছিক ব্যভিচারী, অনাচারী, ধর্মহীন এবং যালিমকে ইছ্‌-লামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কত্ব দান করা দুর্ভাগ্যবশতঃ—কেহ কেহ বৈধ মনে করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু এরূপ অনুমান অজ্ঞতা ও চপলতার পরিচায়ক। বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য ফকীহ ও রাষ্ট্র-দার্শনিকগণের একজনও এরূপ বে-হুদা কথা উচ্চারণ করেননাই। বিদ্বানগণের মত-ভেদ ঘটিয়াছে যে, কোন বিশ্বস্ত ও আদিল ইমাম—শাসনকর্তৃত্ব লাভকরার পর ফাছিক ও অত্যাচারী হইয়া পড়িলে তাহার বিরুদ্ধে উত্থান করিতে হইবে কিনা? হাফিয ইব্‌নেহজ্‌র বলেন,—

لايجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء وان الخلاف فى الخروج على الفاسق فيما اذا كان عدلا وامامته صحيحة ثم احدث جورا

ফাছিককে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয। মতভেদ হইতেছে এই বিষয়ে যে, যে শাসনকর্তা ন্যায়পরায়ণ এবং যাহার ইমামত ছহীহ, সে যদি পরে অত্যাচারী হইয়া পড়ে তাহাহইলে সে ফাছিকের বিরুদ্ধে উত্থান করা বৈধ হইবে কিনা? ✝ মাওয়ার্দী বলেন,

ان كان صغيرا او فاسقا وقت العهد وبالغا عدلا عند موت المولى لم تصح خلافته حتى يستأنف اهل الاختيار بيعته -

আনুগত্যের শপথ গ্রহণকরার—সময়ে যদি অধিনায়ক অপরিণত বয়স্ক কিংবা ফাছিক হয় সেব্যক্তি মৃত্যুকালে যদি বয়োপ্রাপ্ত ও আদিল হইয়া থাকে,

* ইযালাতুল খফা (১) ৪ পৃঃ।

✝ আহকামুছ্ছুল্‌তানীয়াহ, ৪ পৃঃ; শরহে মকাছিদ তফ্‌তায়ানী (২) ২৭২ পৃঃ; আল্‌মনার ২৩শ খণ্ড।

* ছয়লুল জর্‌রার (ইক্‌লীলুল্‌করামহ, ৫৬ পৃঃ)।

✝ ফত্‌হুলবারী, কিতাবুল আহকাম।

www.ahlehadeethbd.org

তাহাহইলে অধিকারীগণ কর্তৃক নূতনভাবে কার্যা-রম্ভ নাকরা পর্যন্ত তাহার খিলাফত শুদ্ধ হইবেনা। * ইমাম আবুববক্‌র রাযী জছ্‌ছাছ ছুরত-আল্‌বাকা-রার ১২৪ আয়তের অন্তর্গত "আল্লাহ বলিলেন— আমার অংগীকার যালিমের দল প্রাপ্ত হইবেনা," আদেশের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, এই আয়তের সাহায্যে ফাছিকের ইমামত বাতিল হওয়া প্রতিপাদিত হইতেছে এবং প্রমাণিত হইতেছে যে, ফাছিক খলিফা হইতে পারেনা। যেব্যক্তি নিজেকে এই পদে অধিষ্ঠিত করিবে, সে যদি ফাছিক হয়, তাহার আনুগত্য ও অনুসরণ জনমণ্ডলীর জন্য আবশ্যক নয়। এই আয়ত আরও প্রমাণিত করিতেছে যে, ফাছিক শাসনকর্তা— হইতে পারেনা এবং রাষ্ট্রাধিনায়ক রূপে— তাহার আদেশ বলবৎ হইবেনা। তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবেনা, রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন হাদীছ সে রেওয়ায়ত করিলে অথবা মুফ্‌তী রূপে সে কোন ফত্‌ওয়া দিলে গ্রাহ্য হইবেনা। তাহাকে— নমাযের জামাআতের ইমাম নিযুক্ত করা চলিবেনা, তাহাকে ইমাম নিযুক্ত করিলে এবং কেহ তাহার ইক্‌তিদা করিলে তাহার নমায বাতিল হইবে। উপরিউক্ত সমুদয় অর্থ "আমার অংগীকার যালিমের দল লাভ করিবেনা" আয়তের তাৎপর্যের অন্তরভুক্ত।†

قال لا ينال عهدي الظالمين
فثبت بدلالة هذه الاية بطلان امامة الفاسق وانه لا يكون خليفة وان من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته — ودل ايضا على ان الفاسق لا يكون حاكما وان احكامه لا تنفذ اذا ولي الحكم وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره اذا اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فتياه اذا كان مفتيا وانه لا يقدم للصلاة وان كان لو قدم واقتدى به مقتد كانت صلاته ماضية — فقد حوى قوله لا ينال عهدي الظالمين هذه المعاني كلها —

ইমাম অবুবক্‌র রাযী ফাছিকের ইমামত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঠিক. কিন্তু কোন ফাছিক যদি নমাযের জামাআতের ইমাম হইয়া পড়ে, তাহা-হইলে তাহার ইক্‌তিদাকারীর নমায বাতিল হইবে, একথা সঠিক নয়। স্বয়ং ইমাম আবুহানীফার সিদ্ধান্ত এইযে, সমুদয় পরহেযগার ও ফাজির মুছলমানের পিছনে নমায জায়েয। * والصلوة خلف كل بر و فاجر من المؤمنين جائزة - এবং ইমামে আ'যমের এই অভিমত কোর্‌আন, ছুন্নত এবং ছাহাবাগণের আচরণের সহিত সুসমঞ্জস, কিন্তু ইহার বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এই নিবন্ধে নাই।

মোট কথা, কোন ধর্মহীন ফাছিক ব্যক্তি ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইতে পারেনা।

৪। ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের পক্ষে মুজ্‌তাহিদ (Assiduous) হওয়া আবশ্যক।

জাতীয় সংহতির সংরক্ষণকল্পে মতভেদ ও— অনৈক্যের সামঞ্জস্য ও মীমাংসা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, শরীঅতের মূলদলীলের সূত্রসমূহ এবং ও-গুলির বিভিন্নরূপী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞ নয় এবং যাহার বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা একদেশদর্শী ও গতানুগতিক তাহার পক্ষে শরীঅতের সঠিক নির্দেশ বলবৎ করা ও জাতীয় ঐক্য রক্ষা করিয়া চলা সুদূরপরাহত। এরূপ গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অধিনায়ক নিযুক্ত করিতে হইবে, যিনি সর্ববিধ আদেশ ও আকস্মিক ব্যাপার সমূহে কোর্‌আন ও ছুন্নতের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট নির্দেশসমূহ আবিষ্কার করিতে সক্ষম এবং প্রয়োজন মত ইছ্‌লামী নির্দেশের রূহ (Spirit) লক্ষ রাখিয়া মছ্‌আলা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ।

ছঅদ তফতাযানী উম্‌মতের জন্য এরূপ অধিনায়ক গ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়াছেন, যিনি মুজতাহিদ হইবেন। † মাওয়ার্দী আদালতের শর্তের পর— দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন,— যে বিদ্যার সাহায্যে — জাতীয় সমস্যা এবং

العلم المودي الى الاجتهاد في النوازل

* আহকামে ছুল্‌তানীয়া, ১১ পৃঃ।
† আহকামুল কোর্‌আন (১) ৮০ পৃঃ।

* শরূহে ফিক্‌হে আকবর, আলীকারী, ৯১ পৃঃ।
† শরূহে মকাছিদ (২) ২৭১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আদেশ নিষেধ সম্পর্কে ইজ্‌তিহাদের যোগ্যতা লাভহয়, সেইরূপ বিদ্বান হওয়া চাই। ¶ শরীফ জুর্‌জানী বলিয়াছেন,—অধিকাংশ বিদ্বানের মতে যেব্যক্তি মৌলিক ও বিস্তারিত আদেশাবলী সম্বন্ধে মুজ্‌তাহিদ, তিনি ইমামতের হক্‌দার ও উপযোগী, যাহাতে অকাট্য প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা তিনি আদেশ বলবৎ করিতে সমর্থ হন এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতবাদগুলিকে সন্দেহমুক্ত করিতে পারেন। সর্ববিধ সমস্যা, ব্যবস্থা ও ঘটনায় স্বাধীন ভাবে, হয় মূল দলীল দ্বারা অথবা প্রতিপাদন-ক্রিয়ার সাহায্যে ফতওয়া দিবার যোগ্যতা তাঁহার থাকা চাই, কারণ ইমামতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হইতেছে— ইছলামী মতবাদের সংরক্ষণ এবং মামলার নিষ্পত্তি আর কলহ ও মতভেদের নিরসন। ইজতিহাদের যোগ্যতা ছাড়া এসকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। ❊ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ বলেন, খলীফা হওয়ার অন্যতম শর্ত হইতেছে মুজতাহিদ হওয়া,—কারণ বিচার, ধর্ম-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন সাধন, ন্যায়ের জন্য আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ খিলাফতের উদ্দেশ্যের অন্তরগত এবং এই সকল কার্য মুজ্‌তাহিদ ব্যতীত সমাধা করা সম্ভবপর নয়। ❊

والاحكام — والجمهور على ان اهل الامامة ومستحقها من هو مجتهد فى الاصول والفروع ليقوم بامور الدين متمكنا من اقامة الحجج وحل الشبه فى العقائد الدينية مستقلا بالفتوى فى النوازل والاحكام الوقائع نصا واستنباطا لان اهم مقاصد الامامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع الخصاصات ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط -

وازاں جملہ آنست کہ مجتہد باشد زیراکہ خلافت متضمن ست قضا واحیاء علوم دین وامر معروف ونہی منکر را وایں ہمہ بدون مجتہد صورت نگیرد -

রাষ্ট্রাধিনায়কের জন্য মুজতাহিদ হওয়া যে অপরিহার্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আদর্শ যুগের খলীফাগণ সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন এবং যেদিন হইতে ইজতিহাদের পরিবর্তে তক্‌লীদ অর্থাৎ স্বাধীন প্রজ্ঞার স্থলে অন্ধঅনুসরণ রীতি ইছলামী রাজ্যশাসনবিধানে স্থান লাভ করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সেই দিন হইতেই— জাতীয় সংহতির বিনাশ ঘটিয়াছে এবং ইছলামী — প্রগতি ও প্রণবতা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইজতিহাদের প্রামাণিকতা ও তক্‌লীদের খণ্ডন সম্বন্ধে কোরআন ও ছুন্নতে এত অধিক নির্দেশ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, এ সম্পর্কে সংক্ষেপেও কিছু লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানা বিরাট গ্রন্থ সংকলিত করিতে হয়। বিশেষতঃ আলোচনার ধারা ও দৃষ্টিভংগীর ব্যতিক্রমের ফলে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সরল ও সর্বসম্মত বিষয়টীও মুছলমানগণের মধ্যে বিভেদ ও কলহের দ্বারোদঘাটন করিয়াছে। সুতরাং ইহার সম্যক আলোচনায় আমরা আপাততঃ ক্ষান্ত রহিতেছি। এ স্থলে কেবল দুইটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ ভাবে আবশ্যক মনে করিতেছি—

প্রথম, অভিজ্ঞতা একটি আপেক্ষিক বস্তু, যুগ ও প্রয়োজনের পরিবর্তনের সংগে সংগে অভিজ্ঞতাও বিভিন্ন রূপী হইয়া পড়ে। বর্তমান কালে এমন— অনেক বিষয়ে বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন— দেখা দিয়াছে যে, অতীতকালে হয়তো সেগুলির আদৌ প্রয়োজন ছিলনা। সুতরাং বর্তমান যুগে ইছলামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক এবং তাঁহার পার্লামেন্ট কে শুধু ব্যবহারিক (ফিক্‌হী) মছ্‌আলাসমূহে বিশেষজ্ঞ হইলে চলিবেনা, তাঁহাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক-বিধান এবং চুক্তিসমূহেও অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক— বিভিন্ন জাতির সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও তাঁহাদের সম্যকরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। ইছলামী রাষ্ট্রসমূহের সহিত শত্রুভাবাপন্ন রাজ্যগুলির কূটনৈতিক চালবাজী এবং তাহাদের এবং অন্যান্য— রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং

¶ আহকামে ছুল্‌তানীয়া, ৫ পৃঃ।

❊ শরহে মওয়াকিফ (৮) ৩৪৮ পৃঃ।

❊ ইযালাতুল খফা, ৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্বন্ধে প্রসারিত ও সুগভীর দৃষ্টিশক্তি লাভ করা প্রয়োজন। গতানুগতিকতা ও অন্ধঅনুসরণ বৃত্তি কেবল ব্যবহারিক শাস্ত্রেই দোষাবহ নয়, রাজনৈতিক জীবনে উহা জাতির পক্ষে—মৃত্যুবাণ।

দ্বিতীয়, কেবল খলীফা বা রাষ্ট্রাধিনায়কের পক্ষে মুজ্‌তাহিদ হওয়া যথেষ্ট নয়, কারণ কোন একক ব্যক্তির ইজ্‌তিহাদ সমগ্র জাতির অনুসরণীয় হইতে পারে না। যে সর্বসম্মত ইজ্‌তিহাদ কোর্‌আন, ছুন্নতে-ছহীহা ও বিশুদ্ধ ইজমার প্রতিকূল নয়, কেবল তাহাই জাতির পক্ষে অবশ্য প্রতিপালনীয়। অতএব ইছলামী—রাষ্ট্রের 'মজ্‌লিছে-মুকান্‌নিনা' বা আইনপরিষদের প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে মুজতাহিদ হওয়া অবশ্য কর্তব্য কেবল ভোটের ঘোরে কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ইছলামী রাষ্ট্রের আইন সভায় প্রবেশ করার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেনা।

ইছলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করার—সময়ে সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই অনুসন্ধান করিতে—হইবে। যোগ্যতার যে চারিটি মান উল্লিখিত হইল, তাহার মধ্যে পরিমাণের দিক দিয়া কিছু তারতম্য হইলে সম্ভবতঃ দোষাবহ হইবেনা, কিন্তু ওগুলির—ব্যতিক্রম করা কিছুতেই চলিবেনা। অন্যান্য শাসন-কর্তা ও রাষ্ট্রচালকদের বেলায় আংশিক ব্যতিক্রম—দোষাবহ হইবেনা। অবশ্য সকল সময়ে ইহা লক্ষ রাখিতে হইবে যে, যাঁহাকে যে কার্যের ভার সমর্পণ করা হইতেছে, তাহা সমাধা করার সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা তাঁহার মধ্যে আছে কিনা।

'যোগ্যতারমান' প্রসংগ সমাপ্ত করার পূর্বে—এ সম্পর্কে আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক।

সুবর্ণ যুগের ইতিহাসেও যোগ্যতার মানের ব্যতিক্রমের নযীর ভূরি ভূরি বিদ্যমান রহিয়াছে। আবুযর গিফারীর ন্যায় পরম সত্যবান ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে রছুলুল্লাহ (দঃ) রাষ্ট্রের কোন কার্যে নিযুক্ত করেন নাই, অথচ খালিদ বিন্‌ল ওলীদ, আম্‌র বিন্‌ল আছ ও উছামা বিনে যয়েদ প্রভৃতি ছাহাবী, যাঁহারা সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা এমন কি বিদ্যাবত্তার দিক দিয়া বিশিষ্ট আসনের অধিকারী ছিলেননা, তাঁহাদিগকেই তিনি রাষ্ট্রের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিয়োজিত—করিয়াছিলেন। খালিদ বিন্‌ল ওলীদের কোন কোন আচরণে রছুলুল্লাহ (দঃ) ও আবু বক্‌র ছিদ্দীক—সন্তুষ্ট থাকিতে নাপারিলেও হযরতের জীবদ্দশায় এবং আবুবক্‌র ছিদ্দীকের খিলাফতে তিনি সেনাপতিত্বের পদ হইতে অপসারিত হননাই, কারণ উক্ত কার্যের পক্ষে তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন, ধর্মদ্রোহীদের সংগ্রামে এবং শাম ও ইরাকের বিজয় অভিযানে—খালিদের কীর্তিগৌরব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। উমর—ফারুক তদীয় খিলাফতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া উম্মতের বিশ্বস্ততম ব্যক্তি আবু উবায়দাকে মুছলিম বাহিনীর সেনাপতি মনোনীত করিয়াছিলেন। এই দ্বিবিধ ব্যবস্থার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের শাসন ব্যাপারে রুদ্র ও—কোমলতা গুণের সামঞ্জস্য সাধন বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। আবুবক্‌র স্বয়ং কোমলতার আধার ছিলেন, তাই তাঁহার সংগে খালিদের রুদ্রতা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল আবার উমরের কঠোরতা ও রুদ্রতার সামঞ্জস্য সাধনের জন্য আবু উবায়দার মত—কোমল প্রকৃতি সেনাপতির প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। উমর ফারুকের খিলাফতে শামে আবুদ্‌দরদা এবং কুফায় ইবনে মছউদের মত প্রথিতযশা মহা—পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন, অথচ তিনি বিভিন্ন প্রদেশে মুআবিয়া, মুগীরা বিনে শোবা ও আম্‌রবিন্‌ল আছকেই শাসনকর্তৃত্বের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ফলকথা রাষ্ট্রের এবং জাতির সম্মুখে যখন যে—প্রয়োজনের গুরুত্ব অধিকতর প্রকট হইয়া দেখা—দিবে, রাষ্ট্রাধিনায়ক নির্বাচন করার সময় সেই—প্রয়োজনকে লক্ষ রাখিয়া তদনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ সকল গুণের ও সকল বিদ্যার সমাবেশ এক ব্যক্তির মধ্যে কোন কালেই সম্ভবপর পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রকৃতউদ্দেশ্য হইতেছে ইছলামের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয়গৌরব রক্ষা করা, যখন যেরূপ ব্যক্তির সাহায্যে এই উদ্দেশ্য সফল হইবে তখন সেইরূপ ব্যক্তিকেই খলীফা ও শাসনকর্তা রূপে অগ্রগণ্য করিতে হইবে।

অতঃপর ইন্‌শাআল্লাহ রাষ্ট্রের ইমাম নিযুক্ত করার ইছলামী পদ্ধতি আলোচিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

ادارية

সাময়িক প্রসংগ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ঈদুলফিতর,

বৃহস্পতিবার রাত্রি পৌণে এগারটা পর্যন্ত আমরা ঈদের হিলালের কোন সংবাদ জানিতে পারিনাই। তারপর লাহোর, পেশাওয়ার ও নথিয়াগলী প্রভৃতি স্থান হইতে চন্দ্রোদয়ের সংবাদ বিস্তরিত হয় এবং—ঢাকার 'রুয়ত কমিটী'র সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয় যে, শুক্রবারেই ঈদ মুবারক সুসম্পন্ন হইবে। তদনুসারে আমরা আল্লাহর ফয্‌লে বিগত শুক্রবার ২১ শে—আষাঢ়—৬ই জুলাই তারীখে নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাবনা পাক-ঈদ্‌গাহে ন্যূনাধিক চারিসহস্র লোকের সমবায়ে পবিত্র ঈদুল ফিত্‌রের জামাআত আদা করিয়াছি। ওয়া-লিল্‌লাহিল হাম্‌দ!

ঈদ মুবারক!

আমাদের দৃঢ় আশা ছিল যে, তর্জুমানুলহাদী-ছের রামাযান সংখ্যা আমরা ঈদুল ফিতরের পূর্বেই পাঠকগণকে পরিবেশন করিতে পারিব, কিন্তু—সংগে সংগে ছিয়ামে রামাযানের কর্তব্যগুলি প্রতি-পালন করার আগ্রহে আর বদ্‌নছীব সম্পাদকের—শারীরিক দুরবস্থার ফলে আমাদের সে আশা পূরণ হয়নাই। তর্জুমান ঈদের পর অনেক বিলম্বে—পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইতেছে, তথাপি ইহার মারফতে তর্জুমানুলহাদীছের লেখক, পাঠক ও অনু-গ্রাহক বৃন্দের খিদ্‌মতে আমরা অকুণ্ঠ ভাবে পবিত্র—ঈদের মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অন্যায় মতভেদ,

ঈদের নমাযের পর রাজশাহী প্রভৃতি উত্তর—বাংলার বিভিন্ন যিলার গ্রামাঞ্চল হইতে বৃহস্পতিবারে চন্দ্রোদয় প্রত্যক্ষ করার সাক্ষ্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এ সকল সাক্ষ্য না পাইলেও শুক্রবারে ঈদের উৎসব পালন করা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি যিলার পল্লী অঞ্চল হইতে মতভেদের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া—আমরা নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। হিলাল দর্শন করিয়া ছিয়াম শেষ করার আদেশ শিরোধার্য,—কিন্তু প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে উহা দর্শন করা ওয়াজিব নয় এবং সম্ভবপরও নয়। সুতারং রাষ্ট্রের যে কোন অংশে চন্দ্রোদয় এবং সরকারী ব্যব-স্থায় উহার প্রচার হইয়া থাকিলে 'রুয়ত' সম্বন্ধে মত-ভেদ করা উচিত হইবেনা।

কুরুচির মহামারী,

ঠিক এমন সময়ে যখন পাক রাষ্ট্রের মাথার—উপর কাশ্‌মীরের তলওয়ার ঝুলিতেছে, যখন মুহা-জিরের দল ভারত রাষ্ট্রে তাহাদের ভূসম্পত্তি ও বাস্তু-ভিটা উদ্ধার করিতে না পারিয়া আবার সম্পূর্ণ—অসহায় অবস্থায় হাজারে হাজারে পাকিস্তানে অন্ন ও আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটিয়া আসিতেছে, পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন খাদ্যসংকট নিদারুণ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, মহামারীর প্রকোপে জনসাধারণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বস্ত্র, চিনি, ও কেরোসিন এমন কি চাউলের নিয়ন্ত্রণও যুদ্ধকালীন অবস্থার ন্যায় পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, অর্থাভাব ও বস্ত্রসংক-টের দরুণ যখন জাতীয় মহোৎসব ঈদুলফিতরে শত করা পাঁচজন মুছলিম নারী এবং শিশুও নূতন বস্ত্র—পরিধান করার আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, ঠিক সেই বিপদসংকুল সময়ে শয়তানকে পরিতুষ্ট, পাপ ও ব্যভিচারকে পরিপুষ্ট ও দরিদ্র জনমণ্ডলীর যথা—সর্বস্ব অপহরণ করার অব্যর্থ কৌশল রূপে পূর্বপাকি-স্তানে বিদেশী এক সার্কাস কোম্পানীকে প্রবেশাধি-কার দেওয়া হইয়াছে। এই কোম্পানিটীর সংগে উচ্চ শক্তির সার্চলাইট ও নানারূপ হিংস্রজন্তুর সাথে ডজন ডজন যুবতী নারী রহিয়াছে, যাহারা ইছলামী পরি-

www.ahlehadeethbd.org

ভাষায় বিবস্ত্র ভাবে অপরূপ তেলেছ্‌মাতি কৌশল—প্রদর্শন করিয়া রসিক শাসক গোষ্টির মনোরঞ্জন এবং হতভাগ্য ও মূর্খ শাসিত দলের ঈমান, ইয্‌যত ও—অর্থের উপর রহযনী হানিয়া থাকে। রংপুর, রাজ-শাহী প্রভৃতি যিলা হইতে ঈমান ও সুরুচির এই ডাকা তিতে ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ টাকা উধাও হইয়া—গিয়াছে এবং ক্রমাগত হইতে চলিয়াছে। পাকি-স্তানে ইছলামী আদর্শের পুনরুজ্জীবন সাধনের লম্বা-বুলী যাঁরা প্রতিনিয়ত ঘোর গলায় জনসাধারণের—সম্মুখে হাঁকিয়া থাকেন তাঁরা হায়া ও গয়রতের মাথা একেবারেই খাইয়া বসিয়া থাকিলেও আল্লাহর ভয় ও রাষ্ট্রের আসন্ন মহাসংকটের আশংকাও কি একেবারে হযম করিয়া ফেলিয়াছেন? সুখীপরিবারদের আনন্দ কোলাহল মুখরিত প্রাসাদের ফটক অতিক্রম করিয়া যাওয়ার মত শক্তি আমাদের ফরুঈয়াদের দুর্বল কণ্ঠে যে নাই, তাহা আমরা জানি, কিন্তু যাঁহারা ইছ-লামের পবিত্র আমানতকে এখনো সম্পূর্ণ রূপে তুচ্ছ করিতে পারিতেছেননা, আল্লাহর ক্রোধ ও গযব—হইতে সম্পূর্ণ বেপরওয়া না হইবার জন্য আমরা তাঁহা-দিগকে সতর্ক করিতেছি। কোরআনের এই ভয়া-বহ নির্দেশ তাঁহাদের মনেরাখা উচিত—"যে বিপদ নির্দিষ্ট রূপে তোমাদের অপরাধীদলকেই স্পর্শ—করিবেনা, বরং যাহার ভয়াবহতা নিরপরাধীদিগকেও গ্রাস করিবে, সেই ভীষণ শাস্তি সম্বন্ধে তোমরা—সাবধান হও!" ——আল্‌আন্‌ফাল : ২৫ আয়ত। ব্যাপক পাপের মহামারীতে সাধুর দল যখন নিশ্চেষ্ট হইয়া মৌনাবলম্বন করাকেই সাধুতার পরাকাষ্ঠা মনে করেন তখন যে অভিশাপ নামিয়া আসে, তাহা—পাপী ও অপরাধী দলের মত সাধুর দলকেও পোড়া-ইয়া ভস্মিভূত করিয়া যায়!

হিন্দুস্থান রাষ্ট্রনীতির মহাভারত;

হিন্দুস্থানী মুছলমানগণ সম্বন্ধে এবং আরও বিশেষ ভাবে পাকিস্তান হুকুমত সম্বন্ধে হিন্দুস্থান রাষ্ট্রনীতির মহাভারত উদ্‌ধার করা অতিশয় দুরূহ। এযাবৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও বিনিময় সমস্যা এবং আর্থিক ও মুদ্রামাণ প্রশ্নগুলির এ রূপ অদ্ভুত জওয়াব হিন্দুস্থান সরকার প্রদান করিয়া আসিতেছেন, যাহার ফলে উল্লিখিত সমস্যাগুলির সুরাহা হওয়া দূরে থাক, জটি-লতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' প্রবাদ বাক্যের অনুসরণে হিন্দুস্থান সমস্ত ব্যর্থতার দায়িত্ব পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া স্বয়ং দেবতা সাজিয়া বসিয়া আছেন। দিল্লী চুক্তির যে শুভ প্রতিক্রিয়া উভয় রাষ্ট্রে আরম্ভ হইয়াগিয়াছিল এবং যাহার মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া পাক নাগরিক-গণ নিজেদের আত্মমর্যদার দিকেও অনেক সময়ে দৃক-পাত করা প্রয়োজন বিবেচনা করেননাই, হিন্দুস্থানের অধিকাংশ নাগরিকরা সেই চুক্তিকে আগাগোড়া—বানচাল করার জন্য কোন অপচেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। এই শ্রেণীর হিন্দুস্থানীদের সমবায়ে হিন্দু মহা-সভা ও স্বয়ং সেবক সংঘের নেতা এবং সাংবাদিকরা মুছলিম হত্যা ও তাহাদের বংশ বিলুপ্তি এবং ইছ-লামী তমদ্দনের নিধন আর পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন ও পূর্বপাকিস্তানকে অধিকার করিয়া অখণ্ড ভারতের—পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে ভাবে প্রচা-রণা চালাইতেছেন তাহা কাহারো অবিদিত নাই। এই সকল আচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে দাংগা হাংগামা ও খুনখারাবী লাগিয়া রহিয়াছে। কোনস্থানেই মুছলমানরা শান্তি ও—সম্মানের জীবন যাপন করিতে পারিতেছেননা। ধর্ম-নিরপেক্ষতার গগণভেদী চীৎকারের ভিতর মুছলমান-দিগকে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার ষড়-যন্ত্রের ফলে বিগত ২১ শে মে তারীখের এক বিশ্বস্ত সংবাদ সূত্রে লক্ষ্ণৌর ৩৬ জন মুছলমান হিন্দু মহা-সভায় যোগদান করিয়াছে। ৯ শত বৎসরের পর—সোমনাথ মন্দিরে পুনরায় বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে, ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের প্রেসিডন্ট পণ্ডিত—রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বহস্তে বিগ্রহকে স্নান করাইয়াছেন—এবং মুছলমানদের হাজার বৎসর পূর্বকার আচরণের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য উপরিউক্ত অনুষ্ঠানের—পৌরহিত্য করিয়াছেন এতদুপলক্ষে সমস্ত ভারতের বড় বড় মন্ত্রী, রাজা মহারাজা, ধনিক, বণিক, পুঁজি-পতি ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা জুনাগড়ে সমবেত হই-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

য়াছিল। জুনাগড়ের কমনছীব নওয়াব ছাহেবের— মহলকে রাজেন্দ্র ভবন নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। বাজারে গুজব সোমনাথের বিগ্রহ ৯শত বৎসর যাবৎ ক্ষুধার্ত থাকায় তাহার ভোগের জন্য ২ হাজার মন মিষ্টান্ন আর এক হাজার মন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনের সৌরভে দূর দরাজ পথ অতিক্রম করিয়া সাধুসন্ন্যাসীর দল জুনাগড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের— সভাপতি ও মহাত্মাগান্ধীর স্থলাভিষিক্ত ট্যাণ্ডনজীও উক্ত দলে শরীক ছিলেন। ছুলতান মাহমুদের প্রতিশোধ গ্রহণ উপলক্ষে আরও যেসকল রোমাঞ্চকর — ঘটনা নব-সোমনাথে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া বাজারে গুজব রটিয়াছে, সেগুলি আমরা পাকিস্তানের সংখালঘুদের মুখের দিকে তাকাইয়া বিবৃত করিলামনা, কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, উদার জাতীয়-রাষ্ট্র আর ধর্মান্ধ পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের জীবন — দুর্বিষহ!

পূর্বপাক প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন, যে সকল বাস্তহারা তাহাদের বাস্তভিটার পুনরুদ্ধারের আশায় হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিরাশ হইয়া আবার পাকিস্তানে ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সম্পত্তি ভারত সরকার প্রত্যর্পণ — করিতে সক্ষম হননাই। ভারত রাষ্ট্রের গাযীআবাদ (ইউ, পি) সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হাজী রহমত আলীর মছজিদ বিধ্বস্ত করিয়া গুরুদ্বারে রূপান্তরিত করা হইয়াছে! ভোটের মছজিদ হিন্দু বাস্তত্যাগীদের বাসভবনে পরিণত হইয়াছে, জামি-মছজিদের সমুদয় সম্পত্তি শরণার্থীদের অধিকারে রহিয়াছে,— দিল্লী দরওয়াযার বুখারান মছজিদকে পায়খানা রূপে ব্যবহার করা হইতেছে। কলিকাতার অপহৃত মছজিদগুলির পরিণতি আজ পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত— রহিয়াছে, পশ্চিম বাংলা হইতে সংখাগুরু কর্তৃক — সংখালঘুদের প্রতি নির্যাতন ও নিষ্পেষনের সংবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। হিন্দুস্থান হইতে মুছলমান বাস্তহারাদের হিজরত ইতিপূর্বেও বন্ধ হয় নাই কিন্তু বিগত তিন মাসের ভিতর হাজার হাজার — মুছলমান নিজেদিগকে বিপন্ন ও সম্পূর্ণ অসহায় মনে করিয়া পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া — আসিয়াছেন। মুহাজেরীনের কাফিলাগুলি হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের বৈদেশিক সচিবের নযরে পড়িতেছেনা, অথচ তিনি চক্ষু বন্ধ করিয়াই বিবৃতি দিয়া ফেলিয়াছেন পূর্বপাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক অবস্থার ভয়াবহ অবনতি ঘটিয়াছে!

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর হইতে আমরা বরাবর লক্ষ করিয়া আসিতেছি যে, ভারতরাষ্ট্র— পাকিস্তানের চক্ষুর তিলদর্শন করিতে সর্বদাই সচেষ্ট, কিন্তু তাহার নিজের চক্ষুর ঢেঁকি দর্শন করিতে সে এক মুহূর্তের জন্যও প্রস্তুত নয়।

আমরা বহুবার বলিয়াছি যে,পাক-ভারত — সৌহার্দের আমরা নানাকারণে একান্ত ভাবে পক্ষপাতি এবং ইহার জন্য আমরা আমাদের জাতীয়-সম্মান আর পাকরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ছাড়া অন্য-সর্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে যে, শাক দিয়া মাছ ঢাকিয়া রাখার রীতি কোন দিনই সফল হইবার নয়।— আজ নূতন করিয়া ইহা ভাবিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে যে, ভারত রাষ্ট্রের কূটনৈতিক চাল পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত তাহার সহিত বন্ধুত্বভাব— রক্ষা করিয়া চলার উপায় কি? ভারত রাষ্ট্রের দীর্ঘেও প্রস্থে পাকিস্তানের শত্রুদল অবিরামভাবে নরহত্যা ও লুট তারাজের জন্য যে উস্কানি দিয়া আসিতেছে এবং যে অপরাধের শাস্তি ভারতের দণ্ডবিধিতে— ফাঁসী এবং যাবজ্জীবন দীপান্তর রহিয়াছে, ভারত সরকার উন্মিলিত নেত্রে সে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও যদি মৌনাবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকেন আর সকল সময়ে সকল অপরাধের জন্য শুধু পাকসরকারকে দায়ী করাই যদি তাঁহাদের একমাত্র পেশা হয় তাহাহইলে এ অপরূপ মিত্রতার কি সার্থকতা হইবে?

পাকিস্তান সীমান্তে ভারতের সৈন্য-সমাবেশ,

ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রটাইতেছেন যে, পাকিস্তানের সৈন্যদল পুনঃ পুনঃ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিতেছে। পাকসরকার কর্তৃক বারম্বার এ অভিযোগের প্রতিবাদ করা সত্বেও ভারত সরকার নিরস্ত হইতেছেননা! কাশ্মীরে যখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করে, তখনো ভারত সরকার এইরূপ গুজবের আশ্রয় লইয়াছিলেন, পুনরায় সেই পুরাতন টেক্‌নিক অবলম্বন করার— হেতুবাদ কি? আমাদের মনে হয়, ইহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ : প্রথম, নিরাপত্তা পরিষদের দূত ডক্টর-গ্রাহামকে প্রভাবান্বিত করিয়া আপোষ ব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার সমুদয় দায়িত্ব পাকিস্তানের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া; দ্বিতীয়, পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ করা সম্বন্ধে জনমণ্ডলীর সমর্থন লাভ করা। সম্প্রতি করাচীর ১৫ই জুলাই তারীখের একটী সংবাদে প্রকাশ, পাকপ্রধানমন্ত্রী আলী জনাব লিয়াকত আলী খান অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভারত সরকার পূর্ব-পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে তার সৈন্যবাহিনী সন্নিবেশিত করিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইহাও বলিয়া-ছেন যে ভারতের মোট সৈন্যবাহিনীর শতকরা—নব্বুইভাগ সৈন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ও ভারত সীমান্তে হানাদিবার যে সকল—আষ্‌গৈবী গুজব হিন্দুস্থান সরকার এতদিন যাবৎ প্রচার করিয়া এবং পাকিস্তানের শত্রুদল কে যেরূপ ভাবে প্রশ্রয়দিয়া আসিতেছিলেন, তাহার সেই রহস্য-পূর্ণ আচরণের আছল স্বরূপ আজ প্রকাশ হইয়া—পড়িয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, ভারতসর-কারের আচরণের ফলে যে আশংকাজনক অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছে তাহা বিদুরিত করার জন্য তিনি ভার-তের প্রধানমন্ত্রীকে পত্র দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে দুইটী প্রশ্ন উদিত হইতেছে যে, পণ্ডিত নেহ-রুর অজ্ঞাতসারেই কি ভারতসরকার তাহার সমুদয় সৈন্য পাকিস্তান সীমান্তে সন্নিবেশিত করিয়াছেন? আর পাকিস্তানের আক্রমণ ভীতি বিদুরিত করার সদিচ্ছা কি পণ্ডিত নেহরুর সরকার সত্যই পোষণ করেন? অতীত অভিজ্ঞতার যদি কোন মূল্য থাকে তাহাহইলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলাযাইতে পারে যে, ইতিপূর্বে ভারতসরকারের সৈন্যদল কাশ্মীরে অনধিকার প্রবেশ করিয়াই পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য একটা বিরাট অংশকে বলপূর্বক আজ পর্যন্ত দখল করিয়া রাখিয়াছে, আর পাকিস্তানকে আক্রমণ-ভীতির সাহায্যে সর্বদা সন্ত্রাসিত করিয়া রাখাই হইতেছে নেহরু সরকারের প্রধানতম বাহাদুরী।—কিন্তু নেহরু সরকারের এই দো-রোখা নীতির জাল ছিন্ন করার এবং তাহার বাহাদুরীকে চরমভাবে নিঃশেষিত করার দায়িত্ব পাকিস্তান সরকার এবং পাকিস্তানের নাগরিক-মণ্ডলীকেই গ্রহণ করিতে—হইবে! সুখের বিষয় যে, পাকরাষ্ট্রের হিফাযতের জন্য পাকিস্তানের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথাও প্রধানমন্ত্রী—ঘোষণা করিয়াছেন, পাকিস্তানের আবাল বৃদ্ধ বণিতা খান লিয়াকত আলী খানের এই প্রতিজ্ঞার গৌরব যে তাহাদের জান ও মালের শেষ বিন্দু দিয়াও রক্ষা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইবেননা, আমাদের সে বিশ্বাস আছে।

কাশ্‌মীরের তল্‌ওয়ার,

ভারতর সরকার কাশমীরের মামলা রাষ্ট্রসংঘে স্বয়ং উপস্থিত করিয়াছিল এই আশায় যে, রাষ্ট্রসংঘ পাকিস্তানকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করিবে, কিন্তু সমুদয় রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়ায় তাহার বুযর্গী ধরা পড়িয়াযায় এবং [illegible] স্বাধীন ও নিরপেক্ষ —ভোট গণনার প্রস্তাব সে মান্য করিয়া লইতে বাধ্য হয়। প্রতিশ্রুতি-পত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নিরাপত্তা পরি-ষদ সমুদয় ব্যবস্থার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু গোড়াগুড়ি হইতে ভারত সরকার একদিকে নিরাপত্তা পরিষদে অংগীকার করা আর সেস্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া অংগীকার ভংগ করার নীতি অনুসরণ —করিতে থাকে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভোটগণনার ফল কোনদিনই যে ভারতের স্বার্থের অর্থাৎ যবর-দখলের অনুকুল হইবেনা, একথা ভাল ভাবেই তাহার জানা আছে বলিয়া যাহাতে ভোটগণনার প্রস্তাব—কার্যে পরিণত হইতে নাপারে তজ্জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক চেষ্টার পথে ভারত সরকার —বাধা জন্মাইতে থাকে। তাহার অন্যায় আব্দার এবং দুষ্টামির শুরুতেই প্রতিকার করা হইলে কাশ্মীর—সমস্যার বহু পূর্বেই সমাধান হইয়া যাইত কিন্তু অজ্ঞাত কারণ পরম্পরায় ভারত সরকারের সমুদয় অন্যায়কে বরদাশ্‌ত করা হইতে থাকে। পৃথিবীর লোকেরা যখন বুঝিতে পারিল যে, ভারতের অন্যায় আব্দারকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই কাশ্মীরের প্রশ্ন বিলম্বিত —এবং তাহার ফলে বিশ্বশান্তি ব্যাহত হইতে চলিয়াছে তখন সর্বশেষে রাষ্ট্রসংঘ ডক্টর গ্রাহামকে প্রেরণ—করার সংকল্প গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর হইতে পণ্ডিত নেহরু তারস্বরে ঘোষণা করিতে থাকেন যে, কাশ্মীর সমস্যা ভারতের পৈত্রিক ঘরোয়া ব্যাপার, এসম্পর্কে সে অন্যকোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে সহ্য করিবেনা এবং তাঁহার সরকার গ্রাহামের সংগে কোন রূপ সহযোগ করিবেননা। রাষ্ট্রসংঘকে মূলতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের মিলিত প্রতিষ্ঠান মনে করিয়াই নেহরু সরকার স্বয়ং তাহার কাছে পাকিস্তা-নের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, আজ রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থা তাঁহার সরকারের মতলবের —প্রতিকূল হওয়ায় উক্ত বাহিরের শক্তিকে এবং তাহার

www.ahlehadeethbd.org

الرسائل والمسائل -

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

লাইব্রেরী,

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله العظيم ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

১৭। মওলবী নুরুল ইসলাম,— গংগাপুর, বাকেরগঞ্জ,
মোহাম্মদ ইছহাক আনছারী সরকার, বল্লী বখতিয়ার— ময়মনশাহী।

এক প্রদেশে রামাযান বা ঈদের চাদ দেখা গেলে এবং রেডিও বা টেলিগ্রামের সাহায্যে অন্য প্রদেশে উহার সংবাদ পরিবেশিত হইয়া থাকিলে পরবর্তী— স্থানে উক্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া ছিয়াম — আরম্ভ বা পরিত্যাগ করা চলিবে কিনা, সে সম্বন্ধে বিদ্বানগণ বিভিন্নরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন,—

(ক) ইমাম আবুহানীফা, মালিক, আহ্মদ বিনে হাম্বল ও লয়েছ বিনে ছঅদ প্রভৃতির অভিমত এই যে, যে কোন নগরে হিলাল পরিদৃষ্ট হইলে সকল দেশে সকল স্থানের অধিবাসী বর্গের প্রতি উহার বিধান প্রযোজ্য হইবে। ইবনুল মন্যর ইহাকে — অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(খ) শাফেয়ীগণ বলেন, এক সহর অন্য সহরের নিকটবর্তী হইলে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে আর দূরবর্তী হইলে আবু হামিদ, ইছফ্রাঈনী ও — গয্যালী প্রভৃতির মত অনুসারে এক সহরের চন্দ্রদর্শন (রূয়ত) অন্য সহরের জন্য বলবৎ হইবেনা, কিন্তু কাযী আবুত্তইয়েব ও রূয়ানী প্রভৃতি বলেন, বলবৎ হইবে। বগভী বলবৎ হওয়াকেই ইমাম শাফেয়ীর সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দূরত্ব সম্বন্ধেও বিদ্বানগণের অভিমত অভিন্ন নয়। এক দল বলেন, দূরত্ব নিবন্ধন হিজায, ইরাক্ ও খুরাছানের মত যদি চক্রবালের (মত্লঅ্) বিভিন্নতা ঘটে, তাহা হইলে এক প্রদেশের রূয়ত অন্য প্রদেশের জন্য কার্যকরী হইবেনা, কিন্তু বাগদাদ, কুফা, রয় ও কয্বীনের মত সহর পাশাপাশি হইলে কার্যকরী হইবে। দ্বিতীয় দলের অভিমত অনুসারে যতটুকু দূরত্বে নমায কছর করা হয়, রূয়ত সম্বন্ধেও সেই দূরত্ব নির্ভরযোগ্য; ইমামুল হারামেয়েন, গয্যালী ও বগভী ইহাকেই — সঠিক বলিয়াছেন। তৃতীয় দল ইক্লীমের অভিন্নতা ও বিভিন্নতাকে দূরত্বের মান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ভূভাগের সপ্তমাংশ সচরাচর এক একটী ইক্লীম রূপে — পরিচিত। চতুর্থ দল বলেন যে, মদীনা হইতে খুরাছান বা স্পেনের মত সুদূরে অবস্থিত প্রদেশে অন্য স্থানের রূয়ত গ্রাহ্য হইবেনা। ইবনুল মন্যর এই উক্তি সম্বন্ধে ইজ্মার দাবী করিয়াছেন। ইব্নুল মাজশুন বলেন, চন্দ্রোদয়ের সংবাদ প্রচারিত হইয়া থাকিলে দূরবর্তীগণের প্রতিও উহা প্রযোজ্য হইবে। প্রদেশপালের নিকট উদয় প্রমাণিত হইয়া থাকিলে অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের প্রতি উহা প্রযোজ্য হইবেনা কিন্তু মুছলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ আমীরুল মুমেনীনের নিকট উদয় প্রমাণিত হইয়া থাকিলে রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমুদয় স্থানেই উহা প্রমাণিত বলিয়া গণ্য হইবে।

ইক্রিমা কাছিম, ছালিম ও ইছ্হাক বিনে রাহ্ওয়ে এক প্রদেশের রূয়ত অন্য প্রদেশের জন্য কার্যকরী মনে করেন নাই। তাঁহারা ইব্নে আব্বাছের একটী হাদীছ দ্বারা তাঁহাদের অভিমত প্রমাণিত— করিতে চাহিয়াছেন। ইমাম আহ্মদ ও মুছলিম — প্রভৃতি রেওয়াত করিয়াছেন যে, কুরয়ব মওলা ইব্নে আব্বাছ শামে আমীর মুআবিয়ার নিকট গমন — করিয়াছিলেন, তিনি বলেন, আমি শুক্রবারের সন্ধায় রামাযানের হিলাল দর্শন করি এবং মাসের শেষভাগে মদীনায় ফিরিয়া আসি। ইব্নে আব্বাছ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

و انا بالشام' فراينا الهلال ليلة الجمعة' ثم قدمت المدينة فى أخر الشهر' فسالنى عبدالله بن عباس' ثم ذكر الهلال' فقال متى رايتموه ? فقلت رايناه

ব্যবস্থা বাহিরের হস্তক্ষেপে পরিণত হইয়াছে! অধিকন্তু নিরপেক্ষ গণভোটের সমুদয় ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ— রূপে বানচাল করার মতলবে কাশ্মীরের ডোগরা রাজার মারফতে তথায় গণপরিষদ আহ্বান করা হইতেছে! ভারতের এই সুস্পষ্ট ও নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার পরও ডক্টর গ্রাহাম পাক ভারতে পদার্পণ — করিয়াছেন এবং করাচী ও দিল্লী পরিভ্রমণের পর্ব শেষ করিয়া সম্প্রতি কাশমীরে গমন করিয়াছেন।— তাহার আদর আপ্যায়নে কোন পক্ষ ক্রটী করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছেনা, কিন্তু ভারত সরকারের উল্লিখিত ঘোষণার পর তিনি কাশমীর সমস্যার যে কি সমাধান করিবেন, তাহা আমাদের এবং— প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির বুদ্ধির অগোচর! তাঁহার নাকের উপরেই ভারত সরকার আজ পাকিস্তানের সীমান্তে তাহার সৈন্য বাহিনী সন্নিবেশিত করিয়াছে! পাকিস্তানের মাথার উপর কাশমীরের যে তরবারী ঝুলিতেছে, স্বয়ং পাকিস্তানকেই উহা ভাংগিয়া চুরমার করিয়া দিতে হইবে, ইহার জন্য পাকিস্তান — সর্বতোভাবে প্রস্তুত রহিয়াছে এবং আল্লাহর সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি তাহার জন্য যথেষ্ট।

www.ahlehadeethbd.org

তোমরা কোন্‌দিন— চন্দ্রদর্শন করিয়াছ ?— আমি বলিলাম, শুক্রবারের রাত্রিতে। তিনি বলিলেন, তুমি নিজেই দেখিয়াছ ? আমি বলিলাম, হাঁ! সকলেই— দর্শন করিয়াছে এবং রোযা রাখিয়াছে এবং মুআবিয়াও রোযা— রাখিয়াছেন। ইব্‌নে-আব্বাছ বলিলেন,— কিন্তু আমরা শনিবারের সন্ধায় হিলাল— দর্শন করিয়াছি অতএব ত্রিশটী সম্পূর্ণ করা পর্যন্ত অথবা ঈদের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত আমরা রোযা— রাখিতে থাকিব। আমি বলিলাম, মুআবিয়ার রুয়ত ও ছিয়াম কি যথেষ্ট নয় ? তিনি বলিলেন, না। আমাদিকে রছুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। *

الجمعة - فقال انت رايته ؟ قلت نعم ! و راه الناس و صاموا و صام معاوية - فقال : لكنا رايناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه - فقلت اولا تكتفى برؤية معاوية و صيامه ؟ فقال : لا، هكذا امرانا النبى صلى الله عليه وسلم !

রছুলুল্লাহ (দঃ) কি আদেশ করিয়াছেন, ইব্‌নে-আব্বাছ তাহা উল্লেখ করেননাই, রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশের যে তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কেবল তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং এক প্রদেশের রুয়ত অন্য প্রদেশের জন্য প্রযোজ্য না হওয়া হযরত ইব্‌নেআব্বাছের নিজস্ব ইজ্‌তিহাদ মাত্র।— রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ ইমাম আহ্‌মদ, মুছ্‌লিম ও তিরমিযী প্রভৃতি ইবনে উমর ও আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন,—হিলাল দর্শন করার পর রোযা রাখিবে আর উহা দর্শন করিয়া ইফ্‌তার করিবে, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে দিন গণনা করিবে। অন্য রেওয়ায়তে আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে ত্রিশের— সংখ্যা পূর্ণ করিবে। *

اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، فان غم عليكم فاقدروا له، وفى رواية : فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين -

রছুলুল্লাহর (দঃ) এই আদেশ ব্যাপক, কোন অঞ্চল বা ভূভাগকে তাঁর আদেশে সীমাবদ্ধ— করা হয় নাই, সুতরাং একস্থানের রুয়ত দ্বারা সকল স্থানে উহার বিধান বলবৎ করার আদেশ অধিকতর স্পষ্ট এবং নছ্‌ছের ব্যাপক আদেশকে ইব্‌নেআব্বাছের ইজ্‌তিহাদ সীমাবদ্ধ করিতে সক্ষম নয়। বুখারী ও মুছ্‌লিমের উল্লিখিত হাদীছ প্রসংগে ইমাম শওকানী লিখিয়াছেন,— রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ আঞ্চলিক বিভিন্নতার জন্য পৃথক পৃথক হয় নাই, সকল মুছলমান উক্ত আদেশে সম্বোধিত হইয়াছেন, সুতরাং এক নগরের রুয়ত অন্য নগরের প্রতি— প্রযোজ্য হইবার — ব্যবস্থা না হইবার ব্যবস্থা অপেক্ষা সুস্পষ্ট ! কারণ এক সহরের মুছলমানের চন্দ্রদর্শন সকল মুছলমানের দর্শনের অনুরূপ, সুতরাং সেই সহরের মুছলমানগণের উপর যাহা প্রযোজ্য হইবে, অপরস্থানের মুছলমানদের উপরও তাহা বলবৎ হইবে। *

وهذا يختلف باهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين فالاستدلال به على لزوم رؤية اهل بلد لغيرهم من اهل البلاد اظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لانه اذا راه اهل بلد فقد راه المسلمون فيلزم غيرهم ملازمهم -

তারপর এক সহরের রুয়ত অন্য সহরের জন্য— অনুসরণীয় না হওয়াই যদি ইব্‌নে আব্বাছের ইংগিতকৃত হাদীছের তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে দূরত্বের— পরিমাণ এবং মত্‌লার পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে উহাতে কোন উল্লেখ নাই। আবার ইহাও লক্ষ— করার বিষয় যে, শাম ও মদীনার দূরত্ব এত দূর নয় যাহাতে মত্‌লার পার্থক্য ঘটিতে পারে, সুতরাং ইব্‌নে আব্বাছের শামের রুয়ত অস্বীকার করার হেতুবাদ তাঁহার ইজ্‌তিহাদ মাত্র এবং কোন ছাহাবীর ইজ্‌তিহাদ শর্‌য়ী দলীল নয়। ইব্‌নে আব্বাছ রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক এমন কোন হাদীছ রেওয়ায়ত— করেন নাই, যদ্দারা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি যে, উহা হযরতের ব্যাপক আদেশকে সীমাবদ্ধ করিতে পারি কিনা। সর্বশেষ কথা যে, ইবনে আব্বাছের ইজ্‌তিহাদকে রছুলুল্লাহর (দঃ) ব্যাপক আদেশের সংকোচক বলিয়া মানিয়া লইলে বেশীর বেশী এই টুকু সাব্যস্ত হইতে পারে যে, মদীনা হইতে— দেমেশ্‌কের দূরত্ব যতখানি, তত খানি দূরত্বের কোন সহরের রুয়ত অন্য সহরের উপর প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ইব্‌নে আব্বাছের ইজ্‌তিহাদকে মর্‌ফূ হাদীছের— সংকোচক স্বীকার করার উপায়ে নাই।

ইমাম কর্তবী তাঁহার উছ্‌তাযগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, — এক নগরের অধিবাসীরা হিলাল দর্শন করিলে সকল প্রদেশের অধিবাসীগণের জন্য উহা অনুসরণীয় হইবে, ইহাই ইমাম আবুহানীফা —

اذا راه اهل بلد لزم اهل البلاد كلها -

* ফত্‌হুর রব্বানী (৯) ২৭০ পৃঃ। * বুখারী (১) ২১৫, মুছলিম (১) ৩৪৭, তিরমিযী (২) ৩৪ পৃঃ।

* নয়লল আওতার (৪) ১৬৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মালিক ও আহ্‌মদের সিদ্ধান্ত। * রছুলুল্লাহর (দঃ) স্পষ্ট নির্দেশের সহিত এই সিদ্ধান্তই সুসমঞ্জস এবং আমরা ইহাকেই অনুসরণযোগ্য মনে করি।

রেডিও ও টেলিগ্রামের সংবাদ ইছলামী হুকুমতের মধ্যস্থতায় বিতরিত হইলে উহা অবিশ্বাস করার কোন শরয়ী বা যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার আবশ্যক কার্যাবলী রেডিও ও টেলিগ্রামের সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে, সুতরাং 'উরুফে আম' অনুসারে ওগুলি হস্তলিখিত পত্রের সংবাদের অনুরূপ বিবেচিত হইবে। অবশ্য রেডিও বা টেলিগ্রামের যে সংবাদ অমুছলমান কর্তৃক পরিবেশিত হইবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া ছিয়াম বা ইফতার পালন করা চলিবেনা, কারণ এ সম্পর্কে শরীঅতে কেবল মুছলমানের রুয়ত ও সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভর করা হইয়াছে।

১৮। মওলবী মোহাম্মদ মুহ্‌ছিন,
হাটশেরপুর—বগুড়া

ঈদ ও জুমা একত্রিত হইলে জুমা পড়িতে হইবে কিনা, সেসম্বন্ধে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। অধিকাংশ উলামার সিদ্ধান্ত এই যে, ঈদের নমায আদা করার পর যথারীতি জুমা পড়িতে হইবে। তাঁহারা বলেন যে, জুমা ওয়াজিব আর ঈদের নমায নফল অথবা ছুন্নতে মুওয়াক্কাদা, সুতরাং ঈদ জুমার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেনা, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি কিয়াছের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর একদল উলামার অভিমত যে, ঈদ আদা করার পর জুমা পড়া ফরয বা ওয়াজিব নয়, যাহার ইচ্ছা সে পড়িতে পারে আর যাহার ইচ্ছা, সে জুমা পরিত্যাগ করিতে পারে। বহু আহ্‌লেহাদীছ শেষোক্ত অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেসকল প্রমাণ অবলম্বন করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন তন্মধ্যে— একটী হাদীছ ইমাম আহ্‌মদ, আবুদাউদ, নাছায়ী, ইব্‌নে মাজা ও হাকিম যয়েদ বিনে আরকমের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ঈদের নমায প্রাতঃকালের প্রথমাংশে পড়িলেন, অতঃপর ঈদ সম্বন্ধে রুখ্‌ছত দান করিলেন এবং বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয় সে — من شاء ان يجمع فليجمع জুমা পড়িতে পারে। হাফিয ইবনেহজর উহার— ছনদের অন্যতম রাবী আয়াছ বিনে আবি রমলাকে অজ্ঞাতনামা (মজ্‌হুল) এবং হাফিয ইব্‌নে হয্‌ম উহার ছনদের আর দুইজন রাবী ইছ্‌রায়ীল ও আবদুল হামীদ বিনে জা'ফরকে দুর্বল বলিয়াছেন, কিন্তু ইমাম আলী বিনুল মদীনী, হাকিম ও যহবী উক্ত হাদীছকে ছহীহ বলিয়াছেন। * আর একটী হাদীছ আবুদাউদ, ইব্‌নেমাজা ও হাকিম আবুহোরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আজিকার দিনে দুই ঈদ একত্রিত হইয়াছে, যে ইচ্ছা করে সে— قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاه من الجمعة وانا مجمعون জুমা না পড়িলেও পারে এবং আমরা জুমা পড়িতেছি। এই হাদীছের ছনদের অন্যতম রাবী বকীইয়া বিনুল ওলীদ; ইমাম আহ্‌মদ ও দারুকুত্‌নী এই হাদীছকে মুর্ছল বলিয়া স্বীকার করিলেও বয়হকী উহা মওছুল ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহাদ্বারা জুমা না পড়ার অনুমতি শুধু দূরবর্তীগণের জন্যই সাব্যস্ত হইতেছে। অধিকন্তু উহার ছনদকে বয়হকী ও ইব্‌নে হজর দুর্বল বলিয়াছেন। ছহীহ ছনদের সহিত যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হযরত উছ্‌মানের উক্তি। † من احب ان يجلس فليجلس من اهل العالية ومن غير حرج —

আবুদাউদ ও নছয়ী ছহীহ ছনদের সহিত ওয়াহাব বিনে কয়ছানের প্রমুখাৎ আবদুল্লাহ বিনে যুবয়র সম্বন্ধে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি ঈদের নমায বিলম্বে পড়িয়া, পরে আর জুমা পড়েন নাই এবং ইব্‌নে আব্বাছ উহা অবগত হইয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ইব্‌নে যুবয়র ছুন্নতের অনুসরণ করিয়াছেন। পুনশ্চ আবুদাউদ আতার বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন, যে ইব্‌নুয্‌যুবায়র ঈদ ও জুমার জন্য একত্রিত ভাবে শুধু দুই রক্‌অত নমায পড়িয়াছিলেন।

মোটের উপর ঈদের পর জুমা না পড়ার অনুমতির হাদীছগুলির মধ্যে কিছু না কিছু দুর্বলতা রহিয়াছে, কিন্তু ছাহাবাগণের মধ্যে উছমানগনী, ইব্‌নে আব্বাছ ও ইব্‌নে যুবয়র সম্পর্কে ইহা সঠিক ভাবে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা রুখ্‌ছতের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী রুখ্‌ছতকে— সহরের বাহিরের লোকের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কেহ কেহ ইমাম ও তিনজন মুক্‌তদী ছাড়া অন্য সকলের জন্য রুখ্‌ছতের ফত্‌ওয়া দিয়াছেন। রুখ্‌ছতের হাদীছগুলির যে অবস্থা, তাহাতে কোর্‌আনের স্পষ্ট নছ্‌ছের সাহায্যে প্রমাণিত জুমার— ব্যাপক ফরযীয়তকে ওগুলির সাহায্যে নির্দিষ্ট করা মুশ্‌কিল, বিশেষতঃ ঈদের দিন জুমার নিষিদ্ধতার কোন প্রমাণ নাই। অতএব ঈদের পর ঈদগাহ হইতে ফিরিয়া স্ব স্ব মছ্‌জিদে জুমা আদা করা উত্তম আর প্রকৃতপক্ষে সঠিক যাহা, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

* গায়তুল আমানী (৯) ২৭২পৃঃ।

* মুছ্‌তদ্‌রক ও তল্‌খীছ (১) ২৮৮; নয়লুল আওতার (৩) ২৩৯ পৃঃ; মুহাল্লা (৫) ৮৯ পৃঃ।

† ছুনানে বয়হকী (৩) ৩৮১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org